BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ।

KRILOF'S FABLES.

ক্রীলফের নীতিগল্প

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদিত।

CALCUTTA:

Printed for the School Book and Vernacular Literature Society,

AT THE GIRISHA-VIDYARATNA-PRESS.

No. 58—5, UPPER CIRCULAR ROAD.

August, 1870.

Price—6 Annas. মূল্য—।৶০ ছয় আনা।

NOTICE.

Krilof's Fables are as popular in Russia as Æsop's were in Greece; they have not only amused tens of thousands of people of all classes by their keen sarcastic wit, but they have produced a mighty influence for good in reforming social evils in Russia; they helped to effect by moral means what the Emperor Nicholas failed to do by the severest punishments. They expose evils which are common to every country and may in this respect be very useful to the people of India.

J. LONG.

Calcutta }
August. 1870. }

ভূমিকা।

—০—

মাতৃ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না হইলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। ভূতপূর্ব্ব রুষিয়া দেশীয় ভদ্র লোকেরা স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া অপর নানা ভাষা শিখিতেন, এবং যত্ন পূর্ব্বক ফরাশী-ভাষায় কথোপকথন ও লিখন পঠন করিতেন। সাধারণ লোক বিদ্যালোক অভাবে, যে মূর্খ হইতেছে, ইহা তাঁহারা ভ্রমেও এক-বার বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে তাঁহা-দের সে ভ্রম দূরে অপনয়ন হইয়াছে, বঙ্গদেশীয় কৃতবিদ্য ভদ্র-লোকদিগের ন্যায় তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, স্বদেশীয় সাহিত্য এবং স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কোন মতেই সম্ভা-বিত নয়।

রুষিয়ানদিগের নীতিগর্ভ গল্প এবং হিতোপ-দেশ গ্রন্থের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, জন-পদবর্গের ধর্ম্মনীতি শিক্ষার জন্য উহা যথা-

যোগ্য উপায় বিবেচনা করিয়া, জন কয়েক মহাত্মা পণ্ডিত, ফরাশী ভাষা হইতে কয়েক খান নীতিগর্ভ গল্প রুষিয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। ঐ সকল গ্রন্থ সাধারণলোকদিগের দ্বারা বিশেষাগ্রহ সহকারে পরিগৃহীত হইলে, ক্রীলফ নামা এক জন সদ্বিবেচক মহা পণ্ডিত স্বজাতীয় ভাষায় এক খানি নূতন নীতিগল্প প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমাজের দোষ সংশোধন এবং লৌকিক অভিপ্রায় প্রকাশ করণ, তাঁহার ব্যঙ্গ্যোক্তি বিশিষ্ট কাব্যের মুখ্য তাৎপর্য্য হওয়াতে, তদ্রচিত কাব্য পাঠে সকলেরই সন্তোষ জন্মিয়াছিল। সম্রাট নিকোলাষ, রুষিয়া দেশে স্বেচ্ছাচারী অধীশ্বর ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রীলফের নীতিগল্পের প্রতি তাঁহার এমনি শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, যে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তাঁহার পরিশ্রমের বিশেষ পুরস্কার করেন। এমন কি, সাধারণ প্রজা বর্গের তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য, ক্রীলফ পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত ব্যয় গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়ান; আর তাঁহার স্মর-

গার্থ সেণ্টপিটর্‌স্‌বর্গ রাজধানীতে অত্যুৎকৃষ্ট একটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন।

ফরাশী এবং জরমান ভাষাতে ক্রীলফের নীতিগল্প অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত উহা ইংরাজী ভাষার মনোহর পরিচ্ছদে পরিহিত হয় নাই। সম্প্রতি দেশহিতৈষি মহা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেভরেণ্ড জেম্‌স লং সাহেব উহার কয়েকটি গল্প মনোনীত করিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। রুষিয়ার সামাজিক দোষ ভারতবর্ষীয় লোকদিগের সমাজে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব এতদ্দেশের প্রধান প্রধান ভাষায় ঐ ইংরাজী অনুবাদ অনুবাদিত হয়, ইহা সাহেবের নিতান্ত ইচ্ছা। সম্প্রতি অনুবাদক সমাজ এবং স্কুলবুক সোসাইটীর আদেশানুসারে আমি উহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম। কথাচ্ছলে ধর্ম্ম-নীতি শিখাইবার নিমিত্ত, এই গ্রন্থ উত্তম। সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ হিতোপদেশ, পারস্য ভাষায় যেরূপ গোলস্তাঁ, রুষিয়া ভাষায় তেমনি ক্রীলফের নীতিগল্প; এই নীতিগল্প অনুবাদ করিয়া

আমি কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, রুষিয়ার সাধারণ লোকদের যেরূপ উহা কণ্ঠস্থ, তত্রত্য কারখানায় শ্রমোপজীবী লোক-দিগের নিকট যেরূপ উহা সমাদৃত, উহাতে যেরূপ রুষিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিয়াছে, আমার বঙ্গভাষানুবাদে তাহার যদি শতাংশের একাংশও হয়, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

সন ১২৭৭ সাল।
২০সে শ্রাবণ। } শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
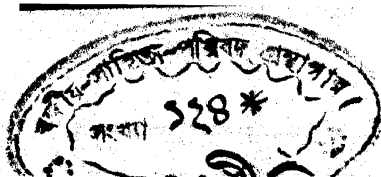
ক্রীলফের নীতিগল্প।

গর্দ্দভ ও বুলবুল বোঁস্তা, অথবা অযোগ্য বিচারক।

এক দিন এক গর্দ্দভ এক বুলবুলবোঁস্তাকে বলিল, ভাই! তোমার স্বরের চমৎকারিতার কথা অনেকেই বলিয়া থাকে। তুমি এতদ্রূপ সাধারণ প্রশংসা পাইবার যোগ্য পাত্র কি না, নিজে তাহা বিচার করিবার জন্য, স্বকর্ণে তোমার সুস্বর শ্রবণ করিতে আমি নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি।

বুলবুলবোঁস্তা তাহাতে সম্মত হইয়া আপন পরম সুন্দর কণ্ঠদেশ হইতে নানাপ্রকার সুমধুর স্বর প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। প্রথমে সে কিচ মিচ করিয়া একটি আশ্চর্য্য শীষ দিল, পরে বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ করিয়া সুর দিতে লাগিল। কখন কখন সে খাদে গাইয়া মৃদু-স্বর ধরে, কখন বা এমনি পঞ্চম স্বরে গায়, যেন নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে বংশীধ্বনি হইতেছে লোকের এমনি বোধ হয়। নির্ঝরের জল পতিত হইবার সময় যেরূপ ঝরঝর শব্দ হয়, স্রোতের জল তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর সমূহে লাগিলে যেরূপ মনোহর কলকল ধ্বনি হয়, বুলবুল বোঁস্তা একএকবার

সেইরূপ সুমধুর ধ্বনি করিল। আহা! প্রকৃতি যেন স্থির হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, আনন্দের পরিসীমা নাই, প্রাতঃকালীয় সেই মনোহর গায়কের সঙ্গীত শ্রবণে বিমোহিত হইয়া অপর পক্ষীগণ যেন নিঃশব্দে স্তম্ভিতপ্রায় হইল। গর্দ্দভ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া এক দৃষ্টে পক্ষীর প্রতি চাহিয়া রহিল। মেষপাল আহ্লাদে বিচরণ-ভূমি-মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। মেষপালক ও মেষপালিকা পক্ষীরপ্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া পরস্পর হাস্য করিতে লাগিল। এইরূপ সকলের আনন্দ উৎপাদন করিয়া বুলবুলবোঁস্তা আর গাইল না। তখন গর্দ্দভ বিনীতভাবে গায়ককে নমস্কার করিয়া কহিল, "গান বড় মন্দ হয় নাই, লোকে হাই না তুলিয়া তোমার গান শুনিলেও শুনিতে পারে। ভাই! দুঃখের বিষয় এই, স্বরশক্তি উৎকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত এগ্রামের মুরগের কাছে তোমার দুই একটি পাঠ লওয়া হয় নাই।

দুর্ব্বল বুলবুল বোঁস্তা গর্দ্দভের এতাদৃশ বিচারের কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইল, ক্ষণমাত্র সেখানে আর তিষ্ঠিতে পারিল না, বার কতক ডানা নাড়িয়া সত্বর দূরে উড়িয়া গেল। এস্থলে সঙ্গীত ও সুস্বর বিষয়ে গর্দ্দভের দ্বারা দোষাদোষ বিচার যেরূপ হইল, সেরূপ বিচারকের সিদ্ধান্ত-বিচারে যেন আমাদিগকে কখন পড়িতে না হয়।

দুইটি পিপা, অথবা কার্য্যে কিন্তু কথায় নয়।

একদা একটি খালি এবং অপরটি মদভরা দুইটি পিপা একই রাস্তায় গমনশীল হইল। মদ্যপূর্ণ পিপাটি নিঃশব্দে মাটি ঘষিয়া যাইতে লাগিল। খালিটা লাফিয়া লাফিয়া এ দিক, ও দিক হেলিয়া দুলিয়া অত্যন্ত গোলমাল করিয়া চলিল। ইহার শুক্তার খড় খড় শব্দে পাকা রাস্তা যেন কাঁপিয়া উঠিল, তাহার চারিদিকে মেঘের ন্যায় ধূলি উড়িতে লাগিল। পথিকেরা দূর হইতে ইহার আগমনের কর্কশ শব্দ শুনিয়া ভয়ে পথের পার্শ্বদেশ দিয়া চলিল। খালি পিপাটার উচ্চতর শব্দে জানপদ-বর্গ আহ্লাদিত হইয়া তাহার প্রশংসা করিল বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় শান্তগতি বিশিষ্ট তাহার নীরব সঙ্গী অধিক প্রশংসার যোগ্য।

যে ব্যক্তি নিয়ত আপন চাইলচুল এবং কার্য্যের প্রশংসা আত্মমুখে করে, সে অতি তুচ্ছ ঘৃণার্হ এক জন গপ্পে ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে লোকে ভারিত্ব ভদ্রত্ব এবং যথার্থ গুণ আছে, অবশ্যই সে কথাবার্ত্তায় বিনীত স্বভাব হয়। মহাবীর পুরুষেরা কার্য্য কালে অনেক কথা কয় না, তাঁহাদিগের কার্য্যই তাঁহাদের গুণের পরিচয় দেয়।

কাঁঠ বিড়াল, অথবা বহু বিলম্বে পারিতোষিক লাভ।

একদা এক কাঠবিড়াল এক সিংহের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে কি কর্ম্ম করিত তাহা আমি জানি না, কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, তাহার প্রভু তাহার কার্য্য দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভৃত্যের পক্ষে এতদপেক্ষা অধিক বা আর কি আছে। সিংহ পুরস্কার রূপে কাঠ বিড়ালকে এক গাড়ী বাদাম দিতে অঙ্গীকার করিলেন। কেবল অঙ্গীকার মাত্র সার হইল, সিংহের মিষ্ট কথা কাঠ বিড়ালের ক্ষুধা শান্তি করিল না। বহু কাল গেল, প্রভুর পারিতোষিকের কথা মনে পড়িলে, এক এক দিন ঐ ক্ষুদ্র জীবের চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইত; তথাপি সে তাহার সাক্ষাতে কোন কথা বলিত না, বরং কষ্টকল্পে মৌখিক হাসিয়া, যাহাতে প্রভু সন্তুষ্ট হন এমন যত্ন পাইত। কাঠ বিড়াল যখন স্বাধীন স্বজাতীয় বন্ধুদিগকে খর্জ্জুর বৃক্ষে উঠিয়া পরমানন্দে খর্জ্জুর খাইতে দেখে, তখন এক দৃষ্টে তাহাদের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহাদিগের আনন্দ-জনক চাইলচুল এবং অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া এক একবার মনে করে, দূর কর রাজ কর্ম্মে আমার আর কাজ নাই, আমি উহাদিগের দলে গিয়া, মিশি, কিন্তু হায়! রাজার কোন না কোন গুরুতর আবশ্যক কর্ম্মহেতু সে মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারে না। এই রূপে তাহার

যৌবনকাল অতিবাহিত হইলে, ক্রমে বৃদ্ধ দশা উপস্থিত হইল। তখন রাজ-প্রসাদের পরিবর্ত্তে কাঠ-বিড়ালের অপমানিত হইবার উপক্রম হইল। এক দিন রাজা কোন বাহানা না করিয়া স্পষ্টই তাহাকে কহিলেন, তোমার কর্ম্ম করিবার আর ক্ষমতা নাই, শীঘ্র তুমি আপন পদ পরিত্যাগ কর। রাজাজ্ঞায় দুর্ব্বল জন্তু পদচ্যুত হইলে, তিনি তাঁহার সমস্ত বেতন চুকাইয়া দিয়া পূর্ব্বাঙ্গীকৃত পারিতোষিক রূপে এক গাড়ী বাদাম দিলেন। সে বাদাম এমনি সুস্বাদ ও সুগন্ধ যুক্ত উৎকৃষ্ট ছিল, যে, তৎকালে বহু অনুসন্ধান করিলেও অমন বাদাম কুত্রাপি পাওয়া যাইত না। অভাগার বৈকুণ্ঠে সুখ নাই, দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহার বহুদিন পূর্ব্বে কাঠবিড়ালের দন্ত সকল ভগ্ন হইয়াছিল, অতএব বহুকালের প্রার্থিত ঐ উত্তম দ্রব্য সকল পাইয়াও সে আস্বাদন করিতে পারিল না।

টাকা, অথবা ব্যবহার-ভ্রষ্ট কৃষক।

অলঙ্কার শাস্ত্র কি উপকার-জনক? একথা অস্বীকার করা বড় কঠিন বিষয় হয়। কিন্তু অনেকবার দেখা গিয়াছে, বিদ্যা যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, তত ভোগ-বিলাসেরও প্রাদুর্ভাব হয়, ভ্রষ্টতাও আপন চিত্তাকর্ষক প্রলোভনের সহিত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব বিদ্যা দানের প্রস্তাবে আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন সাধারণ লোকদিগের মূর্খতারূপ

কর্কশ ত্বক্ ছেদন করিতে গিয়া, তাহাদিগের অন্তঃ-করণের সুন্দর সদ্‌গুণ সকল অপহরণ না করি, তাহাদিগের আত্মার সদাশয়তা যেন তাহাতে নষ্ট না হয়। তাহাদিগের স্বাভাবিক জাতীয় সরলতা এবং নম্রতা যেন তাহাদের মধ্যেই থাকে, সামান্য লেখা পড়া জানার অল্প ঔজ্জ্বল্য ও জাঁক জমক হেতু তাহাদিগকে দুর্ভাগ্য এবং লজ্জায় যেন পতিত হইতে না হয়। হায়! ঐ অভিমানে অনেকে অনেকবার বিষম ভ্রান্তিতে পড়িয়াছে। এ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত কথা বলি।

একদিন এক মূর্খ চাসা ভূমিতলে হঠাৎ একটি টাকা কুড়াইয়া পাইল। মুদ্রাটি মৃত্তিকায় আবৃত থাকাতে তাহার ঔজ্জ্বল্যগুণ কিছুমাত্র ছিল না, না থাকুক, এই দুরবস্থা প্রযুক্ত তাহার মূল্যের হানি হয় নাই। এক জন বণিক তাহার হস্তে মুদ্রা অবলোকন করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ তাহাকে বলিল, ভাই! ঐ মাটিলাগা টাকাটি যদি তুমি আমাকে দেও, তবে উহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে তিন অঞ্জলি পয়সা দি। এই কথা শুনিয়া চাসা মনে মনে বলিতে লাগিল, টাকার মূল্য দ্বিগুণ করিবার বুদ্ধি আমার কি নাই, পয়সা দেখাইয়া লোকে আমার প্রতি হাস্য করিতেছে বটে, কিন্তু কৌশলদ্বারা এখনই আমি তাহাদিগকে প্রত্যুপহাস করিব।

অনন্তর চসা এক টুকরা ইট কুড়িয়া লইয়া, খানি-কটা খড়িমাটি এবং কতকগুলি কঙ্কর সংগ্রহ করিল, করিয়া, ইচ্ছানুসারে টাকাটিকে একবার ঘষে, একবার পিষে, একবার পরিষ্কার করে, একবার চিক্কণ করে,

এইরূপ নানা কর্ম্ম করিতে লাগিল। করিতে করিতে তাহার ইচ্ছানুযায়ী টাকাটির মাটিয়া রং দূর হইল বটে, কিন্তু তাহাতে করিয়া শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বলতার পরিবর্ত্তে পীতবর্ণ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইল, এবং ভারও বিশেষ রূপে কমিয়া গেল। অতএব জেল্লাতে টাকার যে সামান্য লাভ হইল, তাহা একেবারে মূল্যে নষ্ট হইল।

ত্রিশ্‌খার জোব্বা, কিম্বা পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা উন্নতি হয় না।

ত্রিশ্‌খা নামা একজন রুষীয় লোকের কাফতান* নামে একটি জোব্বা কনুইয়ের কাছে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। পাঠকগণ! ইহাতে সে ব্যক্তি কিছু বিরক্ত হইয়া থাকিবে, তোমাদের এমন বোধ হইতে পারে, কিন্তু তা কিছুই হয় নাই। ত্রিশ্‌খা আস্তীনের চারিভাগের এক ভাগ কাটিয়া জোব্বাতে যোড়া দিল। তাহাতে তাহার জোব্বাটি একপ্রকার মেরামত হইল বটে, কিন্তু কমিয়া যাওয়াতে আস্তীনটী আর তাহার মণিবন্ধ পর্য্যন্ত আইল না, না আসুক, ত্রিশ্‌খা তাহাতে লজ্জা বোধ করিল না। না করিলে কি হইবে,

---

* কাফতান, রুষীয় ভদ্র কুলীনদিগের একটি প্রসিদ্ধ পরিচ্ছদ, ইউরোপীয়া স্ত্রীলোকদিগের গাউন কাপড়ের ন্যায় উহা পদের গুলফদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। এই পরিচ্ছদ পরিধানের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অনেকবার অনেক লোককে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়।

লোকে দেখিয়া উপহাস করিয়া তৎপ্রতি হাস্য করিতে লাগিল। উত্তর প্রদানে ত্রিখা তাহাদের একজনকে কহিল, পারবলু অর্থাৎ হে মহাশয়! জ্ঞান আমার বিলক্ষণ আছে, আমি নির্ব্বোধ নহি, জোব্বা সংস্কারের কৌশল আমার মস্তক হইতে প্রকাশ পাইবে, তুমি অবিলম্বে আস্তীন আমার যেমন লম্বা হওয়া বিধেয় তেমন দেখিতে পাইবে। তখন পায়ের দিকে জোব্বার যে ভাগটি ঝুলিয়া রহিয়াছিল, সেই লম্বা অংশ কাটিয়া সে আস্তীনে যোড়া দিল। তাহাতে আস্তীনটা লম্বা হইয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত লাগিল বটে, কিন্তু জোব্বাটি একবারে কমিয়া গেল, কটিদেশের অধোভাগেও স্পর্শ করিল না।

অতিরিক্ত সুঁদ দিয়া টাকা ধার করত সংসার ভরণ পোষণ করে, এমন অনেক লোক আছে। ত্রিথার দৃষ্টান্ত তাহাদিগের প্রতি বিশেষরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহাদিগকে দেখিলে আমার এই বোধ হয়, যেন ত্রিথার ন্যায় মেরামত করা জোব্বা তাহারা পরিয়া রহিয়াছে।

—০—

কুক্কুরদিগের বন্ধুত্ব, অথবা বন্ধুতা সম্বন্ধীয় ব্যবসায়।

একদা সুরূপ বিশিষ্ট দুইটি কুক্কুর এক রন্ধন-শালার নিকটে সর্ব্বাঙ্গ বিস্তার করিয়া সুখে রৌদ্র সেবন করিতেছিল। তাহারা পাশা পাশি শুইয়া উভয়ে

কথোপকথন করিতে লাগিল, পথিকদিগকে দেখিয়া কোন চীৎকার করিল না। অন্ধকার ভিন্ন সুশিক্ষিত কুক্কুর কোন মতেই ভয়ানক নহে, এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে, "চাঁদ উঠ্‌লে কুকুরেরা, জাতি-স্বভাবে কাড়ে রা"। কথোপকথন কালীন কুক্কুরদ্বয় প্রথমে মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে যত পারিল তত বলিতে লাগিল। পরে স্বজাতীয় পশুদিগের অদৃষ্ট অতি মন্দ, পাক-শালার পাচক লোক দিগের অসদ্ব্যবহার এবং লোভের বিষয়, কোন কোন প্রভুর নির্দয়তা, শুভাশুভ কার্য্য, ইত্যাদি নানা বিষয়ে নানা কথা কহিয়া, অবশেষে বন্ধুতা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল প্রকৃত প্রণয় দ্বারা দুই জনের চিত্ত সংমিলিত হইলে, কোন বিপত্তিতেই তাহাদের কোমল ভাব সকল বিরস ও কটু করিতে পারে না। যথার্থ বন্ধু-দিগের পক্ষে সকলই আনন্দজনক, সুখ দ্বিগুণ হয়, দুঃখ উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া থাকে, কথা না কহিয়াও পরস্পর সাক্ষাৎ হইবা মাত্র তাহারা অতুল আনন্দ সম্ভোগ করে।

যদি আমরা এইপ্রকার বন্ধুতারূপ দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চিরকাল কাল যাপন করিতে পারি, তবে আমাদিগের অন্তঃকরণ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবে, নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কোন মতেই কঠিন বোধ হইবে না। অদৃষ্টক্রমে এক প্রভুর দ্বার রক্ষা করণে যদি আমরা উভয়ে নিযুক্ত হই, পরস্পর দয়া এবং বদা-ন্যতা গুণ প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবন-যাত্রা কুশলে অতিবাহিত হইবে; কারণ প্রেম

ভিন্ন জীবনের সুখ নাই। ভাই রাঘা! আমি যে সকল কথা বলিলাম, তাহাতে তোমার কি বিবেচনা হয়? অনুষঙ্গী বন্ধু উত্তর করিল, আমি স্বয়ং এ বিষয় এতক্ষণ বিবেচনা করিতেছিলাম, পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন ও লড়াই হঙ্গাম না করিয়া, ভাই ভোমা! আইস আমরা বন্ধুত্ব-পাশে পরিবদ্ধ হই। অদ্য আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলাম, পূর্ব্বে আমাদিগের উভয়ে পরস্পর যে ঈর্ষা ও নীরস অপ্রণয় ছিল, অদ্য তাহা সকলই দূর হইল। অসুখে কালযাপন আর আমাদিগের হইবে না, আমরা উভয়ে পাশা-পাশি গিয়া আক্রমণকারীদিগকে আক্রমণ করিব, দুজনে এক স্থানে বেড়িয়া বেড়াইব, একত্রে আহার ও শয়ন করিব, এক সঙ্গে খেলা করিব, প্রভুকে দেখিলে উভয়েই অগ্রপদ তুলিয়া নানা প্রকার সোহাগ করিতে থাকিব। আহা, এই সকল ভাব মনে উদয় হইলে মন আমার কেমন মোহিত এবং আর্দ্র হইয়া থাকে, বন্ধো! সম্মতির চিহ্ন স্বরূপ তোমার পায়ের থাবা আমাকে দেও। ভোমা বলিল, আমি সম্মত হইলাম, এই আমার পায়ের থাবা লও, তোমার মধুর প্রস্তাবে চক্ষুর জল আমার আর সম্বরণ হয় না। এই কথা বলিয়া বন্ধুদ্বয়, পরস্পর আলিঙ্গন করিল। তাহারা উভয়ে সৌহার্দ্দের এইরূপ পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিতেছে, এমন সময়ে রন্ধন-শালার দাসী রান্না ঘর হইতে একখান ছাগলের হাড় তাহাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। করিবামাত্র তাহাদিগের সন্ধি ভঙ্গ

হইল, তাহারা পূর্ব্বে যে সকল কোমল প্রস্তাব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে সকলই দূর হইল। রামা সত্বর যাইয়া অস্থি ধরিবা মাত্র, ভোমা দৌড়িয়া গিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। আর পূর্ব্বপ্রণয় ও আলিঙ্গনের চিহ্নমাত্র নাই। দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া উভয়ে উভয়কে ভয়ানক দংশন করিতে লাগিল, তাহাতে তাহাদের দুই জনেরই পৃষ্ঠের লোম একেবারে ছিঁড়িয়া গেল, এমন কি, দাসী এক কলসী জল ঢালিয়া দিলেও তাহাদের যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল না।

মনুষ্য-জাতির মধ্যে এরূপ বন্ধুত্ব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে আমরা এমন অনেক লোককে দেখিতে পাই, যাহাদিগের পক্ষে এই মনোহর গল্পটি প্রকৃত চিত্র স্বরূপ হয়। এক সময় তাহারা প্রণয়ের সমুজ্জ্বল প্রভা ও প্রজ্বলিত শিখা প্রকাশ করিয়া থাকে, লোকে তাহাদিগকে প্রকৃত প্রেমী বন্ধু বলিয়া মান্য গণ্য করে, তাহাদিগের কাপট্য রহিত বন্ধুত্ব একপ্রকার প্রবাদ-স্বরূপ হয়। কিন্তু তাহাদিগের সম্মুখে একখানি অস্থি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলেই তাহাদিগের মনোগত ভাব সকল প্রকাশিত হইবে, তাহাদিগের পরম সুন্দর সদ্বিবেচনা সকল দূরে পলায়ন করিবে। তখন রামা ভোমার কোমল ভাব এবং কোমল প্রণয় প্রকৃত দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিবে।

চতুস্তাল বাদ্য, অথবা স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রয়োজনীয়।

এক গর্দ্দভ, মহা মস্করা এক বানর, এক ছাগ এবং এক বক্রপদ ভল্লূক, এই চারি পশুর মনে এক দিন এক সুখজনক ভাব উদয় হইল যে, তাহারা চারি জনে আপন আপন স্বরশক্তি সংমিলিত করিয়া এক গায়ক-সম্প্রদায় সংস্থাপন করিবে। তাহারা বহু অন্বেষণ করিয়া এক যোড়া তবলা একটি বাঁশী একটি তানপুরা এবং দুইটি বেহালা আনয়ন করিল। বটবৃক্ষের ছায়া-স্থিত হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদল তাহাদের বসিবার গালিচা স্বরূপ হইল। অনন্তর সমতালিক বাদ্যপ্রিয় সম্প্রদায় বেতালায় বাদ্য বাজাইতে লাগিল, আর মনে করিল আমাদিগের বাদ্য শুনিয়া জগৎ মোহিত হইবে। সঙ্গীত আরম্ভ হইবা মাত্র শুনা গেল যে গায়কেরা বেহালার ছড়ি লইয়া ক্যাঁ কোঁ শব্দে বেহালা বাজাইতেছে। সম-তাল অথবা সমতালের নিয়ম তাহাতে কিছু মাত্র নাই। বানর তখন মুখ সিট্‌কাইয়া বলিল, এক-টুক বিলম্ব কর, বাজনা অতি মন্দ হইতেছে, আমা-দিগকে স্থানং পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বন্ধো ভল্লূক! তুমি তোমার তানপুরাটি লইয়া বংশী-ধরের সমুখে বস, আমরা দুই জনে বেহালা লইয়া সামনা সামনি বসি। তোমরা এখনই দেখিতে পাইবে, ইহাতে বাদ্যের কত উৎকর্ষ ও কত উন্নতি হয়, আমাদিগের বাদ্য শুনিয়া বন ও পর্ব্বত পর্য্যন্ত

নৃত্য করিতে থাকিবে। এই রূপে চারি জন বাদ্য-কারী স্থান পরিবর্ত্ত করিয়া পুনর্ব্বার বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বেতালা হইতে লাগিল। গর্দ্দভ তখন চীৎকার শব্দ করত মাথা নাড়িয়া বলিল, থাম, তোমাদিগের কোন বুদ্ধি নাই, আমি সমস্ত বিষয়ের নিগূঢ় ভাব এখন বুঝিতে পারি-য়াছি। কৃতকার্য্য হইবার জন্য আমাদিগকে এক জনের পর এক জন সারি বাঁধিয়া বসিতে হইবে। এই পরামর্শে তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া, তদনু-রূপ কার্য্য করণ যে বিধেয় এমন বিবেচনা করিল। পরে এক পঁক্তিতে সারি সারি বসিয়া আখড়াই বাদ্য আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতেও বাদ্য কিছু মাত্র ভাল হইল না।

সম্প্রতি কিরূপ করিয়া বসিলে গীতবাদ্য উৎকৃষ্ট হইবে, এই তর্ক তাহাদিগের মধ্যে ভয়ানক রূপে চলিল। প্রত্যেকেই আপনাপন সদভিপ্রায় প্রকাশ করে, পরন্তু কাহারো অভিপ্রায় গ্রাহ্য হয় না। তর্ক বিতর্কের চেঁচা চেঁচি বকাবকি গোলমালে বনের পশু পক্ষী সকল ভয় পাইয়া উঠিল। বাজন্দারদিগের এই অবস্থা দেখিয়া গায়কশ্রেষ্ঠ বুলবুলবোঁষ্টা আর থাকিতে পারিল না, সে হঠাৎ তাহাদিগের সম্মুখভাগে আসিয়া পরিদৃশ্যমান হইল। তাহাকে দেখিয়া চারি জনে একবাক্য হওত, বিচারের ভার তৎপ্রতি সমর্পণ করিয়া বলিল, বন্ধো! অনুগ্রহ পূর্ব্বক তুমি এখানে অল্পক্ষণ বিলম্ব করিয়া আমাদিগকে এ উৎপাত হইতে মুক্ত কর। আখড়া স্থাপন করণ

বিষয়ে আমরা বড়ই ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছি, কিরূপে তাহা সমাধা করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেও। বাদ্য-যন্ত্রের পক্ষে যাহা যাহা আবশ্যক সে সকলই আমাদের আছে, চারিটি যন্ত্রের কোন যন্ত্রেই দোষ নাই; এখন কিরূপ করিয়া বসিলে সমতালিক উৎকৃষ্ট বাদ্য হয়, তোমাকে তাহাই বলিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া সন্ধ্যাকালের মধুর গায়ক বুলবুল-বোঁস্তা বলিল, অনর্থক ভ্রম মাত্র! বিশুদ্ধ কর্ণ ও বিশুদ্ধ আস্বাদ ব্যতিরেকে যদি সঙ্গীত বা বাদ্য আরম্ভ হয়, তবে স্থান পরিবর্ত্ত কর, বা নিয়ম পরিবর্ত্তই কর, তোমরা সাম্প্রদায়িক গীত বাদ্য কথনই উত্তম করিতে সক্ষম হইবে না।

দৈববাণী বা উত্তম অধ্যক্ষের আবশ্যকতা।

পূর্ব্বকালে দেব-পূজকদিগের মন্দিরে কোন কোন কাষ্ঠ-প্রতিমা আশ্চর্য্য দৈববাণী কহিত। তাহার কথা শুনিবার জন্য সকলে তথায় আগ্রহ হইয়া যাইত, এবং তাহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিত। এজন্য ঐ দেব-মন্দিরে স্বর্ণ রৌপ্য বিবিধ উৎকৃষ্ট উপ-ঢৌকন সর্ব্বস্থান হইতে আসিত। প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উক্ত দেবতার ক্ষণমাত্র অবকাশ থাকিত না, লোকে যত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, সাধ্যমতে

তাহাকে তাহার সদুত্তর দিতে হইত। প্রশ্ন কালীন ধূপ ধূনা প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য জ্বালাইয়া তাহারা কত প্রার্থনা করিত, সে যাহা বলিত অবিচার্য্য রূপে তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিত।

কি আশ্চর্য্য! কি লজ্জা! এক দিন ঐরূপ একটি দেবতা নির্ব্বোধের ন্যায় অনর্থক কথা বলিতে আরম্ভ করিল। সে অসংলগ্ন প্রহেলিকা ব্যতীত আর কিছুই বলিল না, যা বলিল তার মানেও নাই। ভবিষ্যৎ বিষয়ে সে যে বিচার করিয়া দৈববাণী বলিল, কার্য্য ও ঘটনায় তদ্বিপরীত হইয়া মিথ্যা প্রকাশ পাইল। তাহাতে দেব-পূজক লোকেরা সাতিশয় চমৎকৃত হইল।

জানপদ বর্গ আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, আমাদিগের আরাধ্য দেবের ভবিষ্যদ্বাক্য কথন রূপ জ্ঞান কোথায় গেল? তিনি এখন এত বিভ্রমের কথা বলেন কেন?

পাঠকগণ! এই পরিবর্ত্তের কারণ আমি তোমাদিগকে স্পষ্টরূপে বলি। এক জন পুরোহিত শূন্যগর্ভ কাষ্ঠ-প্রতিমার ভিতরে বসিয়া থাকিত, প্রয়োজন হইলে সেই ব্যক্তিই প্রশ্নোত্তর করিত। পুরোহিত যদি সুচতুর ও সুবুদ্ধিমান হইত, তবে সকল কর্ম্ম ভাল রূপে চলিত, কার্য্য সাফল্যের কোন মতেই ব্যতিক্রম ঘটিত না। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি মূর্খ ও নির্ব্বোধ হইত, তবে জ্ঞানশূন্য কাষ্ঠ-প্রতিমার ভিতর, জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির রব ব্যতীত আর কিছুই হইত না।

কথিত আছে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মধ্যে রাজমন্ত্রীগণ বিজ্ঞতার নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল,

কিন্তু এ বিজ্ঞতা তাহাদিগের নিজ হইতে জন্মিত না, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মাধ্যক্ষগণ আপনাপন কর্ম্ম সকল ভাল করিয়া করিত বলিয়াই হইত।

—০—

বোয়াল মৎস্য, অথবা ধনীর দণ্ড।

একদা মৎস্যাধিপতির নিকটে বোয়াল মৎস্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইল, যে, তাহার দৌরাত্ম্যে পুষ্করিণীর অপর মৎস্য সকল তিষ্ঠিতে পারে না, সে সকলেরই হিংসা করিয়া থাকে। বোয়াল সম্ভ্রান্ত বলিয়া সচ্ছন্দে যাইবার জন্য, বিচারকের আজ্ঞায়, জলভরা একটা বড় গামলা দ্বারা তাহাকে আদালতে লইয়া যাওয়া হইল। দোষ প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য সাক্ষী তদ্বিরুদ্ধে লওয়া গেল। সাক্ষ্য লইয়া জজ্ মহা অপরাধী বিবেচনা করিয়া, জুরিরূপে অপর কয়েক ব্যক্তিকে তাহার বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নিকটবর্ত্তী ময়দান এবং পুষ্করিণীর পাড়ে যে সকল পশু চরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদিগের মধ্য হইতে এই সকল ব্যক্তি মনোনীত হইল। পীঠে পালান লাগান দুইটি গর্দ্দভ, দুই তিনটি ছাগল, এবং দুইটি নিস্তেজ অকর্ম্মণ্য অশ্ব। এই বিচারকগণ গম্ভীর মুখে বিচার করিতে বসিলে, মহা ধূর্ত্ত শৃগাল প্রতিবাদীর পক্ষ হইয়া ওজর ও উত্তর করিতে লাগিল। তখন বাদী মৎস্যেরা কহিল, বিচারক মহাশয়গণ! সুবিচার করিতে আজ্ঞা হউক, বোয়ালের

পক্ষে ঐ যে শৃগাল এত বক্তৃতা করিতেছে, সে কেবল আত্মলাভের জন্য জানিবেন, আসামী উহাকে প্রতিদিন বহু মৎস্য মারিয়া দেয়। উকীল অমনি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, মহাত্মা বোয়াল কি বদান্য ব্যক্তি! যাহাহউক বিচারকদিগের অপক্ষপাতিতা পূর্ব্বাবধি অনন্য ছিল, বর্ত্তমান বিচারে আরো সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। উকীল এত বক্তৃতা করিয়াও কোনমতে প্রতিবাদীকে নির্দ্দোষী করিতে পারিল না, বোয়াল যথার্থই গুরুতর অপরাধের অপরাধী সাব্যস্ত হইল।

পাপের প্রলোভে লুব্ধ হইয়া আর কোন দাগাবাজ যেন এমন কুকর্ম্ম না করে, অতএব সাধারণ লোককে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত বিচারকেরা আজ্ঞা দিল, "বোয়ালকে ফাঁশি দিতে হইবে"। এই দণ্ডাজ্ঞা হইবা মাত্র, শৃগাল দোহাই ধর্ম্মাবতার! দোহাই ধর্ম্মাবতার! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, আপনাদিগের সুবিচারে বোয়াল যখন হীন অপরাধের অপরাধী প্রমাণীকৃত হইল, তখন দণ্ডবিধি অনুসারে ইহা অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড তৎপ্রতি অর্হিয়া থাকে। অনন্তকালের জন্য ইহার দণ্ড দুরাত্মাদিগের পক্ষে যেন একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়, মহা পাপ করিলে শেষে আমাদেরও বোয়ালের দশা হইবে, যেন দুষ্ট লোকদের এমন বিবেচনা হয়। অতএব জলমগ্ন করিয়া উহার প্রাণ বিনাশ করা উচিত।

এই বাক্যে বিচারকেরা এক-বাক্যে বলিয়া উঠিল, এ বড় ভাল দণ্ড হইয়াছে, অতএব কাল বিলম্ব করিল না, তৎক্ষণাৎ তাহারা বোয়ালকে ধরিয়া জলে

ফেলিয়া দিল। সুতরাং মহা ধূর্ত্ত শৃগালের বুদ্ধিতে সে যাত্রা তাহার আর প্রাণ নষ্ট হইলনা।

হাতী ও নেড়ীকুকুর, অথবা হিংস্রকের আক্রমণ।

সাধারণ লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত একবার একটি হস্তীকে উত্তমরূপ সুসজ্জিত করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই পশুটি বড়ই দুষ্প্রাপ্য, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, এজন্য বহু-সঙ্খ্যক অলস লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তৎপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। এমন সময়ে একটা নেড়ীকুকুর দৌড়িয়া তাহার কাছে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত খেউ খেউ করিতে লাগিল, এবং তাহার গতি প্রতিবন্ধকতা করিবারও চেষ্টা পাইল। তদ্দর্শনে, সুদৃশ্য সুন্দর-মূর্ত্তি এক মেষ-পালকের কুক্কুর তাহাকে কহিল বন্ধো! ক্ষান্ত হও, আর ক্লেশ করিও না, পরিশ্রম করিয়া তুমি গলদ্‌ঘর্ম্ম ও শ্রান্ত হইয়াছ; কিন্তু হস্তী তোমাকে দৃক্‌পাতও করিতেছে না, সে সুশান্ত ও সুধীর রূপে আপন পথে চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে কুৎসিতমূর্ত্তি নেড়ীকুকুরটা কহিল, হা! হা! ঐতো আমার সাহস। কোন কষ্ট না সহিয়া আমি খ্যাত্যাপন্ন হইলাম, এটি কি ভাল কর্ম্ম নয়? এখন স্বজাতীয় অন্যান্য কুক্কুরেরা বলিবে, নেড়ী মহা বলবান্ ও পরাক্রান্ত বীর হইয়াছে, নতুবা হস্তীকে আক্রমণ করিতে তাহার কিসে সাহস হইল।

বানর, অথবা অনর্থক পরিশ্রম।

এক দিন প্রাতঃকালে এক কৃষক লাঙ্গলে গোরু সংযোগ করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিল, মন দিয়া বিশেষ পরিশ্রম করাতে তাহার মাথার ঘাম পায়ে পড়িতেছিল। যে যে লোক তাহার কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এরূপ কঠিন পরিশ্রম করিতে দেখিয়া সকলেই দয়া করিয়া তাহাকে বলিল, "বন্ধো! ঈশ্বর তোমাকে প্রসন্ন হউন।" তথায় একটি ক্ষুদ্র বানর দাঁড়াইয়াছিল, স্বভাবতঃ বানরজাতির অনুকরণ শক্তি বিলক্ষণ-রূপ আছে, সকলের মুখে প্রশংসা-বাদ শুনিয়া তাহার মনে হিংসা উৎপত্তি হওয়াতে, সেও ঐরূপ কঠিন পরিশ্রম করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল। সেখানে ছোট একখান কাঠের কুঁদা পড়িয়াছিল, বানর সেই কাঠ খানা লইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইল, এক-বার তাহা বহিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, একবার গড়িয়া ফেলিয়া দেয়, একবার এদিকে ঘুরায়, এক-বার ওদিকে ঘুরায়, একবার তুলিয়া ধরে, কিন্তু কিরূপে এরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহার কিছুই জানে না। একখান কাষ্ঠ লইয়া এইরূপ নানা কর্ম্ম করিতে করিতে সে ঘর্ম্মাক্ত-শরীর হইল, হাঁপাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তথাপি কোন লোকে তাহাকে প্রশংসা করিল না, বরং বলিল রে নির্ব্বোধ ক্ষুদ্র বানর তুই কোন কাজের নহিস্, তোর যে পরিশ্রম সে কেবল অনর্থক শ্রম মাত্র।

কৃষক ও ভল্লুক-চর্ম্ম, অথবা কৃতঘ্নের কর্ম্ম।

এক বৃদ্ধ কৃষক এবং একজন মজুর এক দিন সন্ধ্যা-কালে কোন বন দিয়া বসতি-ভূমি পল্লীগ্রামে প্রত্যা-গমন করিতেছিল; আসিতে আসিতে হঠাৎ তাহারা একটা ভল্লুকের সম্মুখে পড়িল। কৃষক চীৎকার করিয়া না উঠিতে উঠিতে ভালুকটা প্রথমে দৌড়িয়া তাহার উপরে পড়িল, পড়িয়া একেবারে তাহাকে ভূতলশায়ী করিল, পরে পা দিয়া এপাশে ও পাশে তাহাকে গড়া-গড়ি দেওয়াইতে লাগিল। কৃষকের কোন্ অঙ্গ কোমল, কোন্ অঙ্গ প্রথমে আহার করিবে, ভল্লুক মনে মনে এই বিবেচনা করিতেছে। এমত সময়ে কৃষক, ভল্লুকের পদতল হইতে মজুরকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ভাই গোপাল! মৃত্যু আমার নিকটবর্ত্তী, এ সময়ে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। এই কথা শুনিবা মাত্র গোপাল মহাবীর ভীমের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক, একেবারে দৌড়িয়া আসিয়া, ভল্লুকের মস্তকে এমনি কুড়া-লীর আঘাত করিল; যে, করিবামাত্র তাহার মাথা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। পরে সবলে কুড়ালীর ফলা-টাও তাহার উদরে চালাইয়া দিল। ইহাতে ভল্লুক ক্ষণমাত্র আর দাঁড়াইতে পারিল না, ভয়ানক চীৎ-কার শব্দ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণ পরি-ত্যাগ করিল। তখন কৃষক নির্ব্বিঘ্নে গাত্রোত্থান করিয়াও, প্রাণদাতা মজুরের নিকট কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র

প্রকাশ করিল না, বরং তিরস্কার করিতে লাগিল। মজুর বলিল, আমার দোষ কি যে তুমি আমাকে এত তিরস্কার কর। চাসা কহিল, দোষ কি, আবার বলছিস্, তুই মূর্খ, তুই গাধা, তুই এমনি করিয়া ভালুকটাকে প্রহার করিয়াছিস্, যে, তাহার শরীরের সমুদায় ঊর্ণা সম্পূর্ণ রূপ নষ্ট হইয়াছে।

—o—

থলিয়া, অথবা অর্থের ফল।

একদা এক ভদ্রলোকের বাটীর বৈঠকখানার এক কোণে আর্দ্র ভূমিতে একটা থলিয়া পড়িয়াছিল, বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত সমস্ত বৎসর ভৃত্যেরা তাহাতে জুতার ধূলি পুঁছিত। বাটীর কর্ত্তার বুদ্ধি-চাঞ্চল্য হেতু হঠাৎ এক দিন থলিয়াটির অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল, তিনি তাহাকে অপ্রত্যাশিত রূপে উচ্চ পদস্থ করিয়া স্বর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ করিলেন, এবং বীচ-কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতি শক্ত একটি বাক্সে পূরিয়া তালা লাগাইয়া দিলেন। তখন তৎপ্রতি যত্ন ও অনুরাগের আর পরিসীমা রহিল না। থলিয়াটি প্রভুর ক্রীড়ার পুত্তলিকা স্বরূপ হইল, তিনি তাহাকে কত সোহাগ করেন, একবার উপরে তুলেন একবার নীচে রাখিয়া দেন। এমনি সাবধানে রক্ষা করিয়া থাকেন, যে, কি মশা কি মাছি কি একটুক বাতাস পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া তৎশয্যার বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না।

অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত সহরের লোকেরা থলিয়া মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইল, তাহার সহিত কথা কহিতে সকলেই প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই মোহিত হয়। যদি দৈবাৎ কোন দিন বাক্সের ঢাকা খোলা থাকে, তবে যে তাহাকে দেখে সস্নেহে তাহারই চক্ষু হইতে অশ্রু বিনির্গত হয়, এবং বিশেষ সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতে থাকে।

এরূপ সম্ভ্রমে সম্ভ্রান্ত হইলে পর, কদর্য্য থলিয়াটার অহঙ্কারের আর সীমা রহিল না, অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া সে কতই বক বক্ করে, কতই আমোদ করিতে থাকে, একবার চুপ করিয়া রহে, একবার বড়র বড়র করিয়া বহু কথা কয়, কখন বা আত্মগৌরব আপনি জয়ঢাক বাজাইয়া প্রকাশ করে। এমন কি, বেদব্যাস অপেক্ষাও সে আপনাকে অধিক জ্ঞানী ও পণ্ডিত বোধ করিতে লাগিল। এখন থলিয়া মহাশয় কত প্রকারের কত অনর্থক কথা কহেন, গুরুতর বিষয়ে আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, অশুদ্ধ সংশোধন করেন, এবং সিদ্ধান্ত করিয়াও থাকেন। লোকের গুনাগুণের কথা পড়িলে, কখন তিনি বলেন, "অমুক ব্যক্তি সদাশয় সুবিখ্যাত লোক, অমুক গণ্ডমূর্খ, আমার অভিপ্রায়ে সে ব্যক্তি এক জন চাসা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, ও ব্যক্তির শেষে বড়ই মন্দ দশা ঘটিবে।" লোকে হাঁ করিয়া তাঁহার এই দৈববাণী সকল শুনিতে থাকে, মহাশয়! ঠিক বলিতেছেন, বলিয়া তাঁহার কতই প্রশংসা করে। যদিও তিনি

অলস ব্যক্তির ন্যায় আষাড়িয়া গল্প বলেন, যদিও তিনি পাগলের ন্যায় বিহ্বল কথা কহেন, তথাপি কেহ তৎকথায় তাচ্ছীল্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করে না। এমন কি, থলিয়া বাবুর যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা না হয়, ততক্ষণ লোকে তাহার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে। হায়! হায়! মনুষ্য সর্ব্বত্রেই এইরূপে নির্ম্মিত। থলিয়াও স্বর্ণে পরিপূরিত হইলে জ্ঞানের কথা ভিন্ন অপর কথা কহে না, আমরা ইহাও বিশ্বাস করি। পরন্তু এই ঘৃণিত সম্ভ্রম সেই অপদার্থ ব্যক্তির কত দিন পর্য্যন্ত থাকে? যত দিন তাহাতে মোহর থাকে। মোহর ফুরাইলে আর কেহ তৎপ্রতি দৃকপাত করে না। পুনরায় সে ধূলি এবং কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া ঘরের কোণে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার বিষয়ে আর কেহ কোন চিন্তামাত্র করে না।

পাঠকগণ! এই উপাখ্যান বলিয়া সমস্ত মনুষ্য-জাতিকে নিন্দা করিতে আমি ইচ্ছা করিতেছি না, কিন্তু আমাদিগের রাজস্ব-সংগ্রাহক মহোদয়গণ, আমাদের উচ্চ পদস্থ পরাক্রান্ত ভদ্র মহাশয়-গণ, আমাদের অতুল ধনাঢ্য বড় বড় কুঠীওয়ালা পোদ্দার সকল, এবং বিভবশালী পেট-মোটা বণিক সম্প্রদায়, ইহাদের মধ্যে অনেকেই কি উক্ত থলিয়ার মত অপদার্থ লোকদিগের সহিত আচার ব্যবহার করেন না। কল্য যে ব্যক্তি এক জন সামান্য চাসা ছিল, কল্য যে আহারাভাবে অর্দ্ধাশনে কাল যাপন করিত, কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল ঋতুতেই যে ব্যক্তি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া পথে পথে হাঁটিয়া বেড়াইত, পায়ে জুতা নাই, মাথায়

একটি ছাতিও নাই। মাছ ধরা জালিয়ার ন্যায় সাংসারিক কার্য্যরূপ জল তোল পাড় করিয়া জাল ফেলাতে, বোধ কর সে ব্যক্তি একেবারে সাত ঘড়া স্বর্ণ মুদ্রা পাইল। তাহাতে তাহার বাহ্য ঐশ্বর্য্য বিলক্ষণ বাড়িল, বড় মানুষের মত ঘোঁড়া গাড়ি চাইল চুলও হইল। এমন লোকের বাটীতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত মহল্লোক মহোদয়েরা কি আহার বিহার করেন না? এমন লোক কি ভদ্র সমাজে এক জন ভদ্র লোক বলিয়া পরিগণিত হয় না! কালি যে ব্যক্তি রাজপারিষদ আমীর ওমরার দ্বার প্রবেশ করিতে সাহস করিত না, আজি তাহাকে কি সেই সংকুলোদ্ভবের সহিত এক সঙ্গে বেরুষে চড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায় না? "অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ" পৃথিবীস্থ লোকের দৃষ্টিতে, মনুষ্য যতই বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে পারদর্শী হউন, কোটি মুদ্রাধিপতি ধনাঢ্যের কাছে তিনি কল্কী প্রাপ্ত হন না। এক্ষণে হে ধনী মহাশয়গণ, এই সময়ে আমি তোমাদিগকে একটি উপদেশ দি, সতর্ক থাকিও, ধন-মদে মত্ত তোমরা শীঘ্র হইও না। লোকে তোমাদিগকে যে মান্য করে, সে কেবল ধনের জন্য করে, গুণের জন্য করে না। দৈব দুর্ঘটনায় একবার সর্ব্বস্বান্ত হইলে, থলিয়ার ন্যায় পুনরায় তোমাদিগকে ঘরের কোণে পড়িয়া থাকিতে হইবে, বাটীর ভৃত্যেরা তোমাদিগকে লইয়া পায়ের ধূলি খুঁছিবে।

—০—

গোপাল বাবুর মৎস্যের ঝোল, অথবা "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।"

"গো—প্রিয় প্রতিবাসি যাদব! নিবেদন করি, আর খানিক মৎস্যের ঝোল খাও।

যা—প্রণাম করি ভাই! আমি যথেষ্ট খাইয়াছি, ঝোল আমার কণ্ঠ-দেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

গো—তাহাতে আসে যায় কি, এ বাটীর ঝোলটি অতি উত্তম রান্না হইয়াছে, ইহা পান করিলে তোমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইবে।

যা—এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ঝোল খাইয়া আমি তিনটি বাটি খালি করিয়াছি।

গো—তুমি কি গনিছ? তবে এই চতুর্থ বাটিটি তোমাকে খাইতে হইবে। ভাই! আমোদ করিয়া খাও। তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে, যে, এরূপ প্রস্তুত ঝোল তোমাকে কখনই ক্লান্ত করিবে না। আহা! ইহার কেমন সুস্বাদ। এই যে জেলীর বোতলটি দেখিতেছ, গলিত চন্দন কাষ্ঠের ন্যায় ইহা সুগন্ধ, প্রিয়-বন্ধো! তুমি এটি খাইতে অস্বীকার করিও না। ঐ সব ভাজা অনেক যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে, উহা অতি মুখরোচক, মাছের ঝোলের পর উহা তোমাকে বড় ভাল লাগিবে। ভুলিয়া যাইতেছি, ঐ কোপ্তা আমার বড় প্রিয় খাদ্য, খাইলে অরুচির রুচি হয়? মচ্‌মচ্যা অথচ মুখে দিলে গলিয়া যায়। উহা-রও পাঁচ ছয়টি তোমাকে আহার করিতে হইবে। খাও খাও, মনে কিছু ভাবনা করিও না। দাদা

রামদাস! বাহিরে আইস, নিমন্ত্রিত বন্ধুকে ভাল করিয়া খাইতে এবারে তুমি অনুরোধ কর।

এইরূপে গোপাল বাবু বহু আহার করিবার জন্য প্রতিবাসী যাদবকে সাধ্য-সাধনা করিতে লাগি-লেন; তাহাকে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দিলেন না। যাদবের গলায় গলায় খাওয়া হইয়াছে; উদরে বিন্দু-মাত্র স্থানাভাব, দুঃখের শেষ নাই, অনুরোধও ছাড়া-ইতে পারে না, অগত্যা তাহাকে জেলী সর ভাজা এবং কোপ্তার কিয়দংশ আহার করিতে হইল। কিন্তু রাগে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, সাহস করিয়া যেমন সে গোটাকতক গিলিয়া ফেলিল, অমনি গোপাল বাবু বলিয়া উঠিলেন, যে মানুষ অধিক খায়, আমি তাহাকে বড় ভাল বাসি; বহু ভোজন করিতে ঘৃণা করে, এমন লোক আমার প্রিয় পাত্র নহে। এস, ঐ পাত্রের সমস্ত সামগ্রী গুলী তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক খাও।

হায়! এবারের প্রস্তাবটি যাদবের পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, ভাল সামগ্রী হইলে কি হইবে, সে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে আর পারিল না। শীঘ্র আপনার ছাতা চাদর লইয়া গোপাল বাবুর বাটীর বাহিরে দৌড়িয়া গেল, পুনরায় আসিয়া আর কখন মুখ দেখাইল না।

সুবিজ্ঞ ভাগ্যবান গ্রন্থকারেরা কোন্ সময় কিরূপ গ্রন্থ লিখিয়া পাঠকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা তাহা বিশেষরূপ জানেন। যাহা লেখেন সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক লেখেন; বহুকাল মৌনীভাবে

থাকেন, তথাপি অপ্রয়োজনীয় নীরস গ্রন্থ প্রকাশ করেন না। এ নিয়মের বশবর্ত্তী না হইলে, তাঁহাদিগের গদ্য পদ্য রচনা মৎস্যের ঝোলের ন্যায় পাঠকদের বিরক্তি জনক হয়।

—০—

রাজহংস অথবা পূর্ব্বপুরুষের মান্যে বৃথাভিমানী হওয়া।

একদা এক জন কৃষক একগাছি লম্বা লাঠি হাতে লইয়া, নিকটবর্ত্তী বাজারে এক পাল রাজহংস তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সেই নীচবংশ-জাত চাসা তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে নাই, তাহাদের গতিশক্তি সত্বর নহে বলিয়া, রাজপথে তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রহার ও তাড়াতাড়ি করিতেছিল। বেলা হইলে বাজার উঠিয়া যাইবে, এই তাহার ওজর। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, সকল যুগেই লোভ যেমন মনুষ্যজাতির ধ্বংসকারক হয়, তেমনি রাজহংসেরও নাশক হইয়া থাকে। যাহা হউক, কৃষকের ঐ ওজর রাজহংসেরা গ্রাহ্য করিল না। পথিমধ্যে হঠাৎ এক জন ভ্রমণকারীকে দেখিয়া, অসভ্য চাসার বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট অভিযোগ করিল; বলিল, মহাশয়! আমাদের মত দুর্ভাগা এ পৃথ্বীতলে নাই, এস্থলে আমরা যে কত কষ্ট সহিতেছি তাহা আপনাকে কি জানা-

ইব। আমাদিগকে নীচ জ্ঞান করিয়া, এই অসভ্য চাসা ভয়ঙ্কর রূপে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা যে কত সম্মানের যোগ্য, এ গণ্ডমূর্খ তাহা জানে না; আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা রোম নগর রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা কি সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত নহে? ভ্রমণকারী উত্তর করিলেন, ভাল, তাহা গ্রাহ্য করিলাম, ইতিহাসে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বিষয়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তোমাদের অধিকার কি! রোম নগর তোমাদের আদিপুরুষ দ্বারা রক্ষা হইয়াছিল, এ কথা আমি পড়িয়াছি, সত্য; তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমরা কোন্ কার্য্যের হও? আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, তোমরা নিজে কি মহৎ কর্ম্ম করিয়াছ? যদি কিছুই না করিয়া থাক, তবে কি জন্য তাঁহাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত হইতে চাহ।

রাজহংসগণ! তোমরা আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে কুশলে থাকিতে দেও, তাঁহাদিগের সত্ কীর্ত্তি কীর্ত্তন করা বিধেয় বটে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে অধিক তিরস্কার করিতেছি না, তোমরা উত্তমের মধ্যে কাবাব করিবার যোগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহ।

এইগল্প বাড়াইলে বাড়াইতে পারি।
পাছে হংস রুষ্ট হয় সেই ভয়ে মরি॥

—০—

শৃগাল এবং বেজী অথবা উৎকোচ-গ্রাহী বিচারক।

একদা এক বেজী কোন শৃগালকে কহিল, সখে! এত তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া তুমি কোথায় যাইতেছ? একবার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহিতেছ না, কারণ কি? শৃগাল বলিল, হায়! লোকে নিন্দা-রূপ বিষ-বৃষ্টি আমার উপর বর্ষণ করিতেছে, দুষ্ট প্রতারক বলিয়া আমি গণ্য হইয়াছি। ঐ যে হংস-কুক্কুটদিগের বাসস্থান খড়ুয়া ঘর খানি দেখিতেছ, উহাতে আমি ন্যায় বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই ঘৃণার্হ পরিশ্রম-জনক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আমার লাভ কিছু হয় নাই, লাভের মধ্যে রাত্রিতে নিদ্রা নাই, দিনে খাইবার অবকাশ নাই, আমার শারীরিক স্বাস্থ্য দিন দিন লোপ হইতেছে, তথাপি আমাকে জন-সমাজে নিন্দা-ভাজন হইতে হইয়াছে। এই-রূপ ঘৃণিত, অপমানিত এবং অপবাদিত হওয়াতে, মনে আমার বড়ই ধিক্কার হইতেছে। জগতের লোক, ঐ নিন্দুকদিগের যদি এইরূপ নিন্দাবাদ শ্রবণ করে, তবে অতঃপর নির্দ্দোষিতা কিরূপ দুর্দশা-পন্ন হইবে, তাহা তুমিই বিবেচনা কর। আমি কি এক জন চোর? ইহা মনে হইলে আমাকে পাগল করিয়া ফেলে। এখন তুমি আমার সততা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান কর। এরূপ দুষ্কর্ম্মে দূষিত হইতে তুমি কখন কি আমাকে দেখিয়াছ? সাবধান হইয়া স্মরণ কর, তুমি কোন রূপে কোন এমন একটি দোষ আমার

দেখাইতে পার কি না? বেজী বলিল, না, বন্ধো! যদিও সর্ব্বদা দেখি না বটে, তথাপি দুঃখিত হইয়া আমি তোমাকে বলিতে বাধ্য হইলাম, আমি একবার তোমার নাকে পক্ষী জাতির কোমল ক্ষুদ্র পালক লাগিয়া রহিতে দেখিয়াছি।

রাজকর্ম্মচারী অনেক লোকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকেন, আমাদিগের নগদ টাকা একটিও নাই, যত আয় তত্র ব্যয়। নগরের সমস্ত লোকের নিকটে তাঁহারা ঘোষণা করিয়া দেন, যে, কি আপনার জন্য, কি পরিবারদিগের জন্য, তাঁহারা কিছুই রাখিতে পারেন নাই। সময় ক্রমে তাঁহারাই আবার জমীদারী ক্রয় করেন, মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করেন, নগদ টাকা দিয়া কত স্থাবর বিষয় কিনেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, এরূপ লোকদিগের আয় ব্যয় নিরূপণ কিরূপে সম্পন্ন হয়। যদি রাজ-ধর্ম্মাধিকরণে কেহ প্রমাণ করিতে যায়, যে, গোপনে উৎকোচ লইয়া তাঁহারা এত বিভব করিয়াছেন, সে কর্ম্ম করা বড়ই দুরূহ হইয়া উঠে। শৃগালের গল্প উল্লেখ করিয়া লোকে কিন্তু বলিতে ছাড়ে না, "কোমল পালক উহাঁদের নাকে দৃষ্ট হইয়াছে।"

—০—

পরিশ্রমী ভল্লূক অথবা বল ও কৌশল উভয়ই আবশ্যক।

একদা এক কৃষক যোয়ালি বক্র করণ ব্যবসা করিয়া অনেক লাভ করিত, তাহাই তাহার পরিবারগণের উপজীবিকা ছিল। এ ব্যবসায়ে কেহ কখন অল্প সময় ও অল্প ধৈর্য্যশক্তি দ্বারা কৃতকার্য্য হয় না। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চাসাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইত। একটা ভালূক তাহার দৃষ্টান্তানুসারে সেই রূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিল। কাষ্ঠের জন্য এক ক্রোশ পর্য্যন্ত লোক দিগের বাগানের আম জাম কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ সকল নষ্ট করিতে লাগিল, তাহাতে লোকে কাতর ধ্বনি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে বিস্তর গালাগালি দিল। যাহা হউক এত অপচয় করিয়াও ভল্লূকের সকল পরিশ্রম বৃথা হইল, যোয়ালি বক্র করণ ব্যবসায়ে সে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অতএব বিরক্ত হইয়া সে এক দিন বেগে গমন করত, কৃষককে এইরূপ সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, সহ-কর্ম্মকারি বন্ধো! আমি তোমার পরামর্শ চাহি, আমাকে বুঝাইয়া দেহ; আমার নখুরে কাষ্ঠ সকল ভগ্ন হইয়া যায়, একি ব্যাপার? তথাপি আমি তাহা নোয়াইতে পারি না কেন? বিজ্ঞানশাস্ত্রে এ বিষয়ের উপদেশ বাক্য কি! কৃষক উত্তর করিল, প্রিয়-বন্ধো! "ধৈর্য্য" উহার এক মাত্র উপদেশ বাক্য, কিন্তু তোমাতে ঐ ধৈর্য্য-শক্তির একটি আঁচড় মাত্র নাই।

—০—

গ্রন্থকর্ত্তা এবং দস্যু অথবা লম্পট গ্রন্থকারদিগের দণ্ড।

একবার এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও এক দস্যু, উভয়ে একই সময়ে যমালয়ের নারকীয় প্রদেশে উপস্থিত হইল। গ্রন্থকারের গৌরবে পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিল, তাঁহার গম্ভীর বিদ্যার প্রশংসা সর্ব্বত্র সকল লোকে করিত। কিন্তু তিনি আদি-রস বর্ণন করিয়া স্বরচিত পুস্তকের মধ্যে ভ্রষ্টতারূপ গরলের কুটিল সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, ধর্ম্মনীতি এবং সদভিপ্রায় আক্রমণ করিয়া বিদ্যা-সুন্দর, কামিনী-কুমার, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় রসিকতার বাহ্য আলোক দীপ্তিমান করিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় প্রশংসিত সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা এমনি দুর্ভাগ্য সূত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পরে দেশের সর্ব্বনাশ করিল। তাঁহার অনুষঙ্গী বন্ধু প্রকাশ্য রাজপথে দস্যুবৃত্তি ও হত্যা করিয়া কিছু দিন দুরাচারদিগের যথাযোগ্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু জল্লাদের রজ্জু শীঘ্র তাহার জীবনান্ত করিল। দুরাত্মা, জানপদ বর্গের অধিক অপকার আর করিতে পারিল না।

ঐ উভয় ব্যক্তি যমালয়ে উপস্থিত না হইতে হইতে, উভয়ের অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে, তাহা একেবারে সিদ্ধান্ত হইল। যমরাজ একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দোষীদ্বয়ের দোষ বিচার করিলেন। কোন কথা বলিতে হয় না, তাঁহার ভয়ানক বিচারালয়ে ধার্ম্মিক ও অধা-

র্মিককে অনায়াসেই জানিতে পারা যায়। প্রত্যেক অপরাধী আপন বিবেক-শক্তি দ্বারা আত্ম অপরাধ এবং তদ্দণ্ড দেখিতে পায়। স্পষ্টাক্ষরে সমুদায় যেন তাহার সম্মুখে লেখা থাকে। উকীল মোক্তার সেখানে গিয়া বক্তৃতা ও তর্ক করিতে পারে না, তথায় প্রবেশ করিতে তাহাদের চিরকাল নিষেধ আছে।

যমরাজের অট্টালিকার মধ্যে একটি কুঠরীর ভিতর প্রজ্বলিত অগ্নি নিরন্তর জ্বলিয়া থাকে, তাঁহার ভৃত্য মোটা অথচ ভারি দুই গাছি লৌহ-শৃঙ্খলে আঁকড়া লাগাইয়া ঐ গৃহের কড়ি কাষ্ঠে বিদ্ধ করিল। যমের আজ্ঞায় অপর এক ভৃত্য আপন নাশক হস্ত দ্বারা বড় বড় দুইখান লোহার জাল প্রস্তুত করিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত শৃঙ্খলে ঐ দুইখান জাল ঝুলিয়া দেওয়া হইল। তদ্দর্শনে আগত দুই ব্যক্তির ত্রাস ও আশ্চর্য্যের আর সীমা রহিল না, হতজ্ঞান হইয়া তাহারা বক্র মুখে পরস্পর দেখা দেখি করিতে লাগিল। কি করিবে, ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না, অগত্যা তাহাদিগকে জালে উঠিয়া নিজ নিজ স্থানে উপবেশন করিতে হইল।

দস্যু যে শৃঙ্খলে উপবিষ্ট ছিল, যম-ভৃত্য তাহার নীচে রাশীকৃত শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চারি হাত উচ্চ করিল; পরে গন্ধক ও মেট্যা তেল তদুপরি প্রলেপন করিয়া তাহাতে অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে প্রজ্বলিত কাষ্ঠ-রাশির অগ্নি-শিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। ফট্ ফট্ শব্দ হইতে লাগিল, এবং ক্রমে তাহা লোহার জালের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন

করিলে, অগ্নির ধূম মেঘের ন্যায় গৃহের ছাদ স্পর্শ করিল। তাহাতে দস্যুর দুঃখের আর সীমা রহিল না। সে মনে মনে অনুতাপ করিয়া কহিতে লাগিল, রাজপথে দস্যুবৃত্তি করিয়া আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি; লোকের ধন প্রাণ অপহরণ না করিলে আজি আমায় এরূপ দারুণ যন্ত্রণা সহিতে হইত না। যাহা হউক, গ্রন্থকারের ভাগ্যে প্রথমে এত কঠিন দণ্ড হয় নাই, অপেক্ষাকৃত অল্প দণ্ড দৃষ্ট হইয়াছিল। একটি ভৃত্য সামান্য অগ্নি তাহার অধোভাগে প্রজ্বলিত করিয়া তদুপরি প্রকাণ্ড এক কড়া জল বসাইয়া রাখিল, ইহার উত্তাপে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে দারুণ দুঃখ সহিতে হইল না; বরং যৎকালে তাঁহার সঙ্গী দস্যু পুড়িয়া সিদ্ধ হইতেছিল, তিনি দয়াশূন্য নয়নে তাহা অবলোকন করিতে ছিলেন। পরন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে কড়ার জল ফুটিয়া বুদবুদ উঠিতে লাগিল, মহাপণ্ডিত গ্রন্থকারের কাতর ধ্বনি শ্রবণ করা গেল। তখন নির্দয় ভৃত্য ঐ অগ্নিতে আরো কিছু কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিল, তাহাতে উত্তাপে কড়ার তলা সিন্দুর-বর্ণ হইয়া জল ভয়ানক উষ্ণ হইল। গ্রন্থকার সেই জলে প্রথমে একটি পদ নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে অপর পদটিও দিতে হইয়াছিল। একটি কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, যেমন একটি শব্দ তাঁহার জিহ্বা হইতে বিনির্গত হয়, অমনি নির্দয় ভৃত্য অগ্নিতে এক আটি শুষ্ক কাষ্ঠ ফেলিয়া দেয়। ইহাতে গ্রন্থকারের অসীম ক্রোধ হওয়াতে তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নির আভা বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি ঈশ্বর নিন্দা করিয়া

কহিতে লাগিলেন, আমা অপেক্ষা শত গুণে যে ব্যক্তি দোষী তাহার অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, কিন্তু আমাকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা সহিতে হইয়াছে। হে দেবতা সকল! তোমাদিগের ন্যায়পরতা কোথায়?

উষ্ণ-জল-দগ্ধ মহাপণ্ডিত এইরূপে ঈশ্বর নিন্দা করিলে, নরকাধিষ্ঠাত্রী দেবী আলেক্‌টো তাহাকে প্রতিফল দিবার জন্য হঠাৎ এক গম্ভীর গহ্বর হইতে বহির্গত হইলেন। সহস্র সহস্র সর্প বেণী স্বরূপ হইয়া তাহার মস্তকে ঝুলিতে ছিল। গ্রন্থকার তাহাকে দেখিয়া বাক্য-রহিত ও জ্ঞান-হত হইলেন। দেবী বলিতে লাগিলেন। দগ্ধ কবি সভয় ও সসম্ভ্রমে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল।

"রে দুরাত্মন্ হতভাগ্য! যে ঈশ্বর তোর ভূতপূর্ব্ব মহাপরাধের জন্য যথার্থ দণ্ড দিয়াছেন, সে ঈশ্বরকে সাহস করিয়া তুই নিন্দা করিতেছিস? ঐ গুপ্ত হন্তা দস্যু যে সকল দোষ করিয়াছিল তাহার জীবনের শেষ হওয়াতে সেই সকল দোষেরও শেষ হইল। কিন্তু তোর দোষ শেষ হইবার নহে, তোর অধর্ম্ম-সূচক দূষণীয় লেখা পৃথিবীতে যত দিন থাকিবে, যুগে যুগে পৃথিবীর লোক উহা যত পাঠ করিবে, ততই তোর দোষ বৃদ্ধি হইবে, তার আর কোন সন্দেহ নাই। তোর লেখা পড়িয়া কত লোক সৎপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথগামী হইয়াছে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। মৃত্যু হওয়াতে মর্ত্তালোকে বহু দিন তোর অস্থি সকল ভস্মসাৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু তোর সহস্র সহস্র দোষ দীপ্তিমান করিয়া যে দিন সূর্য্য উদয় না হয়, সে দিনই নয়।

ঐ সকল দোষই তোর ভয়ানক লেখার কদর্য্য ফল মাত্র। তোর সমকালীন যে সকল গ্রন্থকার ছিল, তোর সাংঘাতিক দৃষ্টান্তে তাহাদের কি বিষোৎপত্তি হয় নাই? স্বরচিত গ্রন্থে তুই নাট্যশালার প্রিয় হইয়া পবিত্র ঈশ্বর-মন্দিরকে উপহাস করিয়াছিস। তুই এই জগতে এমন পাপের বীজ বপন করিয়াছিস, যে সহস্র বৎসরের মধ্যে তাহা তেজস্বী বৃক্ষ হইয়া ফলে ফুলে পরিপূরিত হইবে। সে ফুল বিষময় ফুল, সর্ব্বত্রে তাহা নাশকগন্ধ বিস্তারিত করিয়াও শুষ্ক হইয়া মরিবে না, আবার প্রস্ফুটিত হইয়া দেশের অনিষ্ট করিবে। রে! অসুখী দুর্বৃত্ত! যে পর্য্যন্ত তোর অপকারক গ্রন্থ সকল জগতের অপকার করিতে নিবৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তুই নরকের অসীম যন্ত্রণা ভোগ কর।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে আলেক্‌টোর দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, তিনি কম্পিত-কলেবর হইয়া আপন কঠিন হস্ত দ্বারা ঐ পাপাত্মাকে ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া দিলেন এবং অনন্ত কালের জন্য বিষম ভারি লোহার ঢাকনি তাহার উপরে চাপান গেল।

—০—

প্রদেশাধিপতি অথবা উত্তম কর্ম্মাধ্যক্ষ হইলে বিশেষ লাভ হয়।

একদা এক মহাধনাঢ্য প্রদেশাধিপতি সমস্ত বিভ-বের সহিত মনোহর নিজ কেন শয্যা পরিত্যাগ

করিয়া, যে স্থানে যমরাজ অদ্বিতীয় রূপে রাজত্ব করিয়া থাকেন, সেই অন্ধকারময় দেশে যাত্রা করিলেন। সংক্ষেপে বলি, দেশাচারানুযায়ী তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ হইল। উক্ত তমসাবৃত রাজ্যে এক বিচারালয় সংস্থাপিত আছে। তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র বিচারক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন? রাজনীতি বিষয়ে তোমার উপাধি কি? তোমার জন্ম স্থান কোথায়? তিনি উত্তর করিলেন, আমি এক জন দেশাধিপতি, পারস্য দেশে আমার জন্ম স্থান। বহু কাল পীড়া দ্বারা দুর্ব্বল হওয়াতে, নিজে আমি রাজ্য শাসন বা রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে পারি নাই। আমার কর্ম্মাধ্যক্ষ দেওয়ানজী সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বিচারক মহাশয় এই কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, "তবে তুমি অবিলম্বে দেবলোকে গমন কর।"

অশ্বিনীকুমার তৎকালে বর্ত্তমান ছিলেন, বিচারক দিগের এই বিচারে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া ভগ্নস্বরে কহিলেন, বিচার ভাল হয় নাই, ইহাতে করিয়া দুর্নাম হইবে তার কোন সন্দেহ নাই।

প্রধান বিচারক চিত্রগুপ্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, ভাই তুমি এ বিষয়ের কিছুই বুঝিতে পার না; মৃত ব্যক্তির কথা শুনিবা মাত্র তোমার কি বোধ হয় নাই, যে সে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নির্ব্বোধ ব্যক্তি। যদি সে স্বক্ষমতা ব্যবহার করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিত, তবে তাহাতে কি উপকার হইত বল। লাভের মধ্যে সমুদায় রাজ্য নষ্ট হইত, হতভাগ্য প্রজালোক সকল

এত দুঃখ সহ্য করিত, যে তুমি তাহাদের অশ্রুজল নিবারণ করিতে সক্ষম হইতে না। অতএব তাহার রাজকর্ম্মে অক্ষমতাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্ত হইবার সে যথা-যোগ্য ব্যক্তি।

গত কল্য আমি একজন বিচারককে বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতে দেখিয়াছি। মৃত্যুর পর অবশ্যই তিনি দেবলোকে গমন করিবেন।

গর্দ্দভ, অথবা নির্ব্বোধের সম্মান।

একদা এক কৃষকের শিষ্ট ও শান্ত-স্বভাব একটি গর্দ্দভ ছিল। তাহার প্রভু তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিত, এ জন্তুটি আমার মুক্তা ও রত্নস্বরূপ হয়। পাছে কেহ তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে সে তাহার গলায় একটি ক্ষুদ্র ঘন্টা বাঁধিয়া দিল। ইহাতে গর্দ্দভ অত্যন্ত অহঙ্কারী হইয়া গা ফুলাইয়া চলিতে লাগিল; অবশ্য, অলঙ্কৃত এবং সুসজ্জিত হওন বিষয়ে গর্দ্দভের কিছু জ্ঞান ছিল, তাহা না হইলে বা সে আপনাকে এক জন মহাপুরুষ বলিয়া বোধ করিবে কেন? কিন্তু অবিলম্বেই সে দেখিতে পাইল, যে দুর্ভাগ্য বশতঃ নূতন পদ পাইয়া তাহার বিশেষ উপকার হয় নাই, বরং অপকারই হইয়াছে, তাহাতে সকল

জাতীয় গর্দ্দভ এক প্রকার চৈতন্য পাইয়াছে। পাঠকগণ! এ বিষয়ের মর্ম্ম এক্ষণে আমি তোমাদিগকে সংক্ষেপে জ্ঞাত করি, উল্লিখিত গর্দ্দভটি শান্ত ছিল বটে, কিন্তু সৎস্বভাব ছিল না, যে অবধি ঘন্টা দ্বারা সে সুসজ্জিত হইয়াছিল, সে অবধি বিনা দণ্ডে সে আর চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হইত না। পূর্ব্বে সর্ষপ এবং যবের ক্ষেত্রে যাইয়া ইচ্ছানুসারে লোকের শস্য ভক্ষণ করিত, করিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিত, কেহ তাহার দণ্ড বিধান করিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে তাহার সে আমোদ জন্মের মত গেল, তাহার গলার ঘন্টা অনবরত বাজিত, অতএব শর্ষপ ক্ষেত্রের ধারে গেলেই, লোকে তাহার ঘন্টার শব্দ শুনিয়া লাঠি ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়া দিত। এইরূপে গৌরবান্বিত পেটুক জন্তুর দুঃখের আর সীমা রহিল না। লুকাইয়া নিজ প্রভুর ক্ষেত্রে শস্য খাইতে গেলে প্রভু প্রহার করেন, প্রতিবাসীদের ক্ষেত্রে গেলে প্রতিবাসিরা মারে, যেখানে যায় সেই খানেই মারি খায়, সুতরাং নূতন মর্য্যাদা তাহার পক্ষে কাল হইয়া উঠিল, কিছুদিন না খাইতে পাইয়া ক্রমে তাহার অস্থিচর্ম্ম সার হইল।

যে সকল লোক ছোট পদ হইতে ক্রমে উচ্চ পদাভিষিক্ত হয়, তাহাদিগের মধ্যে কত দুষ্ট প্রবঞ্চককে দেখা গিয়া থাকে; যখন তাহাদিগের সামান্য দুজ্ঞেয় পদ ছিল, তখন তাহাদের চাতুর্য্য ও প্রবঞ্চনা কেহ ধরিতে পারিত না, কেহ কিছু টের পাইত না, সকলই অবাধে চলিয়া যাইত। কিন্তু সম্ভ্রান্ত পদে অভিষিক্ত হইলেই, ছোট ঘন্টারূপ নিশান

তাহাদের গলদেশে ঝুলিতে থাকে, তাহাদিগের পদ-শব্দ দূর হইতে টের পাওয়া যায়।

—o—

নেকড়িয়া ব্যাঘ্র ও শৃগাল অথবা অকর্ম্মণ্য বস্তু দান।

যে সকল বস্তু আমাদিগের নিজ ব্যবহার্য্য নহে, তাহাই আমরা আহ্লাদিত হইয়া অপরকে দান করি। এ কথাটি শুদ্ধ আমরা গল্পে শিক্ষা পাই নাই, মনুষ্যের আচার ব্যবহারে পদে পদে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু নির্ম্মল অকপট সত্য, মনুষ্যের অপ্রিয় ও ভয়জনক, একারণ তাহাকে আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

একদা এক শৃগাল নিকটবর্ত্তী কোন গৃহস্থের পালিত হংস কুক্কুটদিগের কুটীরে গিয়া উদর পূরিয়া মাংস ভোজন করিল, এবং ভবিষ্যতে আহার করিবার জন্যেও কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিল। বহু আহারে ক্লান্ত হইয়া সে কতক গুলি তৃণের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রাতুর হইয়াছে, এমত সময়ে দূর হইতে দেখিল, একটা ক্ষুধিত নেকড়িয়া ব্যাঘ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে ব্যাঘ্র তাহার নিকটে আসিয়া বলিল সখে! আজি আমার কি অশুভ দিন, কি কুক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল, কল্য অবধি, কি দূরে কি নিকটে, একখানি অস্থি পর্য্যন্ত

ভক্ষণ করিতে পাই নাই, এজন্য আমি তোমার কাছে যাচ্ঞা করিতে আইলাম, যদি তুমি আমাকে কিছু আহার দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিতে পার। ভাই! কুক্কুরেরা ভয়ানক, মেষপালকগণ সর্ব্বদাই আমাদের উপরে চৌকি দিতেছে; ঘুরিয়া ঘুরিয়া এমনি ক্লান্ত ও ভ্রান্ত হইয়াছি, যে, আর এক ঘন্টা কাল তুমি আমাকে খাদ্য দিয়া ক্ষুধাশান্তি না করিলে আমি প্রাণে মরিয়া যাইব। শৃগাল বলিল, প্রিয় বন্ধো! তোমার কথা শুনিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম, এখানে শুষ্ক তৃণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, ইচ্ছা হয়তো ইহারই কিছু খাও, এ খাদ্য আমি তোমাকে এত দিতে পারি, যে এক ঘন্টা খাইয়া তুমি ফুরাইতে পারিবে না, ক্ষুধাও তোমার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইবে। কিন্তু নেকড়িয়া ব্যাঘ্র মাংসভুক পশু, সে মাংসেরই প্রয়াসী ছিল, ধূর্ত্ত শৃগাল সে বিষয়ে জিহ্বা রোধ করিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। সুতরাং পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধ পশুকে, প্রতারিত হইয়া অগত্যা ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইল, শৃগালের নিকট মাংস থাকাতেও তাহার ক্ষুধা কিছুমাত্র শান্তি হইল না।

বাদ্যকারী অথবা শস্তার তিন অবস্থা।

বাদ্য-বিদ্যাভিলাষী এক ব্যক্তি এক দিন কোন বন্ধুকে ভোজনার্থ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সাতিশয় বাদ্য ভাল বাসিত। অতএব নিমন্ত্রণ-

কারী প্রস্তাব করিল, তুমি আপন ইচ্ছানুসারে তাল মান দিয়া বাজাইতে পার বটে, কিন্তু অদ্যকার ভোজে নূতন শিক্ষিত যে একদল গায়ক সম্প্রদায় আসিয়াছে, তাহাদের গীত বড় একটা সুশ্রাব্য হউক বা না হউক, তাহাদের সঙ্গে তাল দিয়া তোমাকে বাদ্য বাজাইতে হইবে। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল, গায়কগণ বিশেষ উৎসাহ এবং সাহস প্রকাশ করিয়া গাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সুর, তাল এবং মানের ঘর বেমিল অথচ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে সকলই অনিয়ম ও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। তাহাতে নিমন্ত্রণকারী সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইলেন, কুশ্রাব্য কর্কশ বাদ্য ও গীতের গোলে তাহার কর্ণও বধির হইয়া গেল। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, নমস্কার গায়ক মহাশয়গণ! আপনারা বোধ করিতেছেন, গাওনা বড় উত্তম হইতেছে, কিন্তু আপনাদিগের ধুয়ার শব্দে এক ব্যক্তির যে মাথার খুলি উড়িয়া যাইতেছে, ইহা আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই কথাতে নিমন্ত্রিত বাদ্যকারী উত্তর করিল, সত্য সত্যই গায়কগণ কিছু উচ্চস্বরে গান করিতেছে বটে, কিন্তু দেখ তাহাদের ব্যবহার কেমন প্রশংসনীয় হয়, তাহারা তোমার ন্যায় অধিক মদ্য কখন পান করে না।

বন্ধুগণ! আমার কথায় বিশ্বাস কর, যদিও তোমরা অল্প মদ্যপান করিয়া থাক, তথাপি সাবধান হইয়া অগ্রে বুঝিতে হইবে, যেন তাহাতে করিয়া আপনাদিগের ব্যবসার হানি না হয়।

কামান এবং জাহাজের পালি অথবা বল ও ব্যবস্থা উভয়ই আবশ্যক।

একদা এক জাহাজের কামান সকল পালিদিগের প্রতি হিংসা করিয়া দেবতাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ঐ হতভাগা পালি সকল আপনাদিগকে আমাদের ন্যায় উপকারক বোধ করে ইহাই কি বৃথা-ভিমান নহে। যখন ঝড় ও তুফান উপস্থিত হয়, তখন, ময়ূর যেরূপ মেঘাগমে আপনাদিগের অকর্ম্মণ্য পেখম বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, ইহারাও আপনাদিগকে সুবিস্তৃত করিয়া তেমনি ফুলিয়া উঠে। বজ্রাঘাতের সময়ে কেমন বিভিন্ন দৃষ্ট হয়, তখন আমাদের শক্তি দুস্তর সমুদ্রকে শাসন করিয়া জাহাজ সঞ্চালিত করে, মৃত্যু কেবল আমাদের মুখে আছে। আর আমরা উহাদের সঙ্গে গমন করিব না। সমুদায় কার্য্যের ভার আপনাদের হস্তে লইব; হে উত্তর বায়ু অনুকূল হইয়া আইস, তোমার দমকা বাতাস যেন বিপক্ষপক্ষকে প্রতিফল প্রদান করে। এই প্রার্থনাতে উত্তর বায়ু আসিয়া পালিতে এমনি আঘাত করিতে লাগিল যে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। অতঃপর কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে বায়ু নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু মাস্তুল ও পালি না থাকাতে জাহাজখানি তরঙ্গের ক্রীড়ায় পুত্তলিকা স্বরূপ হইল। দেখিতে দেখিতে বোম্বেটিয়াদের জাহাজ আসিয়া এক পার্শ্ব হইতে

উপর্য্যুপরি এমনি গোলাবৃষ্টি করিল, যে, চালনীর মত জাহাজ খানি একেবারে জলমগ্ন হইল।

প্রত্যেকেরই আপনাপন নিয়মিত কর্ম্ম আছে, অস্ত্র শস্ত্র কামান যেরূপ রক্ষা করে, ব্যবস্থা দ্বারা জাহাজ সেই রূপ পরিচালিত হয়।

বৃদ্ধ এবং যুবা নেকুড়িয়া ব্যাঘ্র অথবা উপযুক্ত দর্শকের আবশ্যকতা।

আপনার আহার আপনি খুজিয়া লইতে পারিবে বলিয়া, এক বৃদ্ধ নেকড়িয়া আপন অল্পবয়স্ক পুত্রকে বন মধ্যে প্রেরণ করিল। বলিয়া দিল রাখালদিগের খরচে তুমি যদি আপন খাদ্য অন্বেষণ করিয়া লইতে পার, তবে আমি তোমাকে একটি কপালিয়া পুরুষ বলিব। পিতৃআজ্ঞায় ব্যাঘ্রপুত্র বন পর্য্যটন করণানন্তর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বলিল, পিতঃ আমার সঙ্গে আসুন, একাকী যাইতে আমার ভয় হয়। এক স্থানে আমি নিশ্চয়ই উত্তম খাদ্য দেখিয়া আসিয়াছি। ঐ যে উচ্চ পর্ব্বতটি দেখিতেছেন, উহার উপরিভাগে এক পাল মেষ নিয়ত চরিয়া বেড়ায়, তন্মধ্যে কতকগুলি ছোট এবং কতকগুলি বড় আছে। একটি সর্ব্বাপেক্ষা হৃষ্ট পুষ্ট ও উত্তম, আমরা তাহা-

কেই ধরিয়া ভক্ষণ করিব। এত বহুসঙ্খ্যক মেষ ঐ পালের মধ্যে আছে, যে, উহাদিগকে গণনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু অপেক্ষা করুন, মেষপালক ওখানে আছে কি না আমি অগ্রে দেখিয়া আসি; শুনিয়াছি সে ব্যক্তি বড় সাবধানী সতর্ক ও ধূর্ত্ত। আমি সাবধান পূর্ব্বক গুড়ি মারিয়া গিয়া তাহার কুক্কুর গুলাকে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারা শান্তমূর্ত্তি দুর্ব্বল ও সুশীল, অতএব বোধ হয়, সাহস করিয়া পালের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, বড় একটা অনিষ্ট ঘটিবে না। পুত্রমুখে এতাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া বৃদ্ধ নেকড়িয়া বলিল, তোমার মেষপালের লোভে আমি লুব্ধ হইব না, কারণ আমি বিশেষ জানি, মেষপালক নিজে যদি সাবধানী হয়, তবে সে আপন কুক্কুরগণকে অবশ্যই বিশ্বস্ত রাখিবে। চল আমি তোমাকে অপর মেষপালের মধ্যে লইয়া যাই, সে স্থানে নিরাপদে ও নিঃশব্দে আমরা প্রাণপণ করিয়া সাহস করিতে পারিব, কারণ যদ্যপিও তথায় অনেকগুলী মেষরক্ষক কুক্কুর আছে, তথাপি মেষপালক নিজে গণ্ড মূর্খ। তুমি বিশেষ জানিও, মেষপালক মন্দ হইলে, কুক্কুরগণ কখনই ভাল হয় না।

—o—

বালক ও সর্প অথবা লম্ফ দিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া দেখ।

একদা এক বালক বাইন মাছ ধরিতে গিয়া হঠাৎ একটা সর্প ধরিয়া ফেলিল। তাহাতে সে এমনি ভয়

পাইল, যে, তাহার সমস্ত শরীর মলিন ও বিবর্ণ হইতে লাগিল। বালকের ত্রাস দেখিয়া সর্পের অন্তঃকরণে যেন কিছু দয়া হইল, সে স্থিরভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল "রে নির্ব্বোধ বালক! এবার আমি অনুগ্রহ করিয়া তোকে ক্ষমা করিলাম বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন দুঃসাহসিক কর্ম্ম তুই কখন করিস্ না। আমি এক্ষণে তোকে সতর্ক করিয়া দি, আরবার তুই যদি আমাকে তাচ্ছীল্য করিস, তবে তোর ভাগ্যে কি ঘটিবে তুই তা জানিস্ না।

বণিক ও সমুদ্র অথবা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিও না।

এক দিন এক বণিকের জাহাজ চড়ায় লাগিয়া জলমগ্ন হইল। তাহাতে বণিক সন্তরণ দ্বারা তরঙ্গোপরি ভাসিয়া ভাসিয়া, ক্রমে তটে উপস্থিত হইলেন। একে প্রাণের ভয়, তাহাতে আবার সন্তরণের দারুণ পরিশ্রম, তিনি যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত হইয়া তটের উপর কাদাতেই নিদ্রা গেলেন। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি সমুদ্রকে অভিশাপ দিয়া কহিতে লাগিলেন, 'রে দুর্ব্বৃত্ত সমুদ্র! তুই আমার সর্ব্বনাশের মূল কারণ; তোর দোষেই আমার এতাদৃশ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। প্রথমে তুই বিশ্বাস-ঘাতক আনুকূল্যতা করিস, পরে প্রতারক স্থিরতা দেখাইয়া আপনার উপর

লোকের বিশ্বাস জন্মাইস, তৎপরেই তাহাকে অতলস্পর্শ গভীর স্থানে লইয়া গিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিস। তোকে আর কেহ কি কখন বিশ্বাস করিতে পারে? তখন সমুদ্র মনুষ্য-রূপ ধারণ করিয়া ছদ্ম বেশে সন্তরণকারী বণিকের নিকট আইল, আর বলিল, তুমি অকারণে আমাকে অভিসম্পাত করিয়া এত দুর্বাক্য কহিতেছ কেন? আমার জলে সাঁতার দেওয়া বা জাহাজ ভাসন কোন মতেই ভয়ানক বা বিপদ-জনক নহে। কিন্তু প্রতি বৎসর বরুণরাজের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ধ্বনি আমার অগাধ গভীরতার মধ্যে হয়, ঐ শব্দ কখনই আমাকে শান্তি ও কুশলে থাকিতে দেয় না। আমি পবন রাজারও অধীন, তিনি নিদ্রিত হইলেই চলিত বায়ু নিবৃত্ত হয়; তখন তুমি আমাকে, ইচ্ছা হয় তো, নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার, আমি পৃথিবীর ন্যায় শান্ত ও সুস্থিরমূর্ত্তি হইব।

এই গল্পে উত্তম উপদেশ শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি সাগর জলে জাহাজ চালাইয়া যাইতে চাহে, চলিত বায়ু ও তরঙ্গ ব্যতীত সমুদ্রে তাহার কোন উপকার হয় না।

কৃষক ও গর্দ্দভ অথবা নির্ব্বোধের কার্য্য।

একদা এক কৃষকের উদ্যানে কাক ও চড়াই প্রভৃতি দুষ্টস্বভাব পক্ষী জাতি আসিয়া বড়ই উৎপাত করিত। কৃষক তাহাদিগকে তাড়াইবার

জন্য এক গর্দ্দভ ভাড়া করিয়া আনিল। গর্দ্দভটি সুধীর ও সচ্চরিত্র হওয়াতে অতি লোভ বা চৌর্য্যের কর্ম্ম কিছুই করিত না। যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, প্রাণ পণে সে কার্য্য সমাধা করিবার জন্য অবিশ্রামে দিন রাত্রি পক্ষীদিগকে বাগান হইতে তাড়াইত। এমন কি, সে আপনি গাছের একটি পাতা ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিত না। তথাপি গর্দ্দভ দ্বারা কৃষকের উদ্যানের বড় একটা লাভ হইল না, কারণ পক্ষী দেখিলেই গর্দ্দভ অবিলম্বে চারি পায় দৌড়িয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইত। ইতস্ততঃ এইরূপ করিয়া যাওয়াতে বাগানের কেয়ারি সকল, এমনি নষ্ট হইয়াছিল, চারা গাছ ও শস্য-ক্ষেত্র পদ-দলিত হইয়া এমনি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যে, তত্রত্য সর্ব্ব স্থানে গর্দ্দভের পদচিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই দৃশ্য হইল না। ইতিমধ্যে এক দিন কৃষক উদ্যানে আসিয়া দেখিল, যে, তাহার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। শীত কালে শস্য কর্ত্তন করিবার জন্য যে আশা করিয়াছিল সে আশারও নিরাশ হইয়াছে; তখন তাহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না, সে সত্বর গর্দ্দভের কর্ণ ধরিয়া তৎপৃষ্ঠে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। গর্দ্দভের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া নিকটবর্ত্তী একজন মনুষ্য কহিল, বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, পশুটা কি নির্ব্বোধ! উহার যে অল্প জ্ঞান আছে তাহাতেও ওকি বুঝিতে পারে না, যে এমন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করা তৎপক্ষে কোন মতেই উচিত নহে। কিন্তু যদিও আমি গর্দ্দভের পক্ষ লইতে চাহি না, তথাপি এস্থলে

বলিতে হয়, যে, দণ্ড পাওয়া কোন মতেই তাহার লজ্জার কর্ম্ম নহে ; কারণ যথার্থই সে দোষী, পরন্তু তাহার যেরূপ দোষ, তদতিরিক্ত দণ্ড তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে আর একটি কথাও বক্তব্য, যে কৃষক গর্দ্দভকে আপন জীবিকার উপায় উদ্যান রক্ষার্থে বিশ্বাস করিয়াছিল, সে কৃষকও সম্পূর্ণ দোষী, কারণ সামান্য গাধার জ্ঞান বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া তাদৃশ গুরুতর কর্ম্মের ভার তৎপ্রতি দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কর্ম্ম হইতে পারে।

এক মধুমক্ষিকা ও দুইটী সামান্য মাছি, অথবা বিদেশ ভ্রমণ।

জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবে বলিয়া, একদা দুইটী সামান্য মাছি বিদেশ গমনে মানস করিয়াছিল। তাহারা মধু মক্ষিকাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিল, বলিল ভাই! আমরা শুক পক্ষির মুখে শুনিয়াছি, ভিন্ন দেশের সমুদ্র-তট এবং নদী তীর সকল নাকি বড় সুন্দর? তথায় এমনি মনোহর পরম সুন্দর বস্তু সকল আছে, যে, তাহা দর্শন করিলে চক্ষের নাকি পাপ দূর হয়? স্বদেশে থাকিয়া আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি, আমাদিগের আত্মীয় বা বন্ধু কেহ নাই, যেখানে যাই সেইখান হইতে তাড়িত হইয়া থাকি। আমরা মিষ্ট প্রয়াসী ও সুখাদ্য অভিলাষী ; হিংস্রক মনুষ্য জাতি আমাদের প্রতি নির্দয়তা প্রকাশ করিয়া

এক প্রকার কাচের ঢাকন নির্ম্মাণ করিয়াছে, ঐ ঢাকনে তাহারা সমস্ত সামগ্রী আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, এজন্য আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন বস্তুই আস্বাদন করিতে পাই না। কৃষকেরা আমাদের প্রতি কিছু দয়া প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সেখানেও আমাদের সুখ নাই, দুর্ব্বৃত্ত মাকড়সারা সর্ব্বদাই আমাদের পশ্চাৎ ধাবমান হয়। গাছে বসিলেই ধরিয়া খাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। অতএব স্বদেশে থাকিয়া আমাদিগের সুখ কি আছে বল, বিদেশে যাওয়াই আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

মৌমাছি উত্তর করিল, বন্ধুগণ! প্রত্যেক লোকই আপন এক একটি বিশেষ অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, আমি ইচ্ছা করি তোমাদিগের যাত্রা সুখজনক হউক। আমি কিন্তু দেশ ছাড়িয়া কোথাও যাইব না, পরিশ্রম পূর্ব্বক মধুদান করিয়া আমি স্বদেশের উপকার করি, এজন্য সকলেই আমাকে স্নেহ করিয়া থাকে। কি ধনবান্ রাজা ও রাজমন্ত্রী, কি অল্প ধন কৃষক, সকলেই আমার প্রশংসা করে। আমি যাবজ্জীবন এখানে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু তোমরা যে দেশে ইচ্ছা সে দেশে যাও, সর্ব্বত্রেই তোমাদের অদৃষ্টে সমান ফল ফলিবে। তোমরা থাকিলে কুত্রাপি কোন লোকের উপকার হইবে না; একারণ সম্ভ্রান্ত হইব, লোকে আমাদিগকে ভাল বাসিবে, এমন আশা করা তোমাদের অসম্ভব ও অনর্থক, মাকড়সা ব্যতীত তোমাদিগকে সমাদর করিয়া আহ্বান আর কেহ করিবে না।

যে ব্যক্তি স্বদেশের মঙ্গল জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করে, দেশের লোক সহসা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চায় না, এবং কোথাও গিয়া নিজেও সে সুখী হইতে পারে না। আরো বলি, যে ব্যক্তির আপনাকে কর্ম্মণ্য ও উপকারক করিবার ক্ষমতা নাই, মান্য গণ্য হইবার নিমিত্ত সে যদি দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে যায়, তবে তথায় তাহাকে কোন মতেই অল্প অপমানিত ও ঘৃণিত হইতে হয় না। কারণ আলস্য সকল অনিষ্টের মূল কারণ, উহা সকলেরই অপ্রিয় হইয়া থাকে।

দাম্ভিক পিপীলিকা, অথবা লোভেই ক্ষোভ।

একদা কোন পল্লীগ্রামে একটি পিপীলিকার দৈবক্রমে অসাধারণ আশ্চর্য্য শক্তি হইয়া ছিল, সে এককালে দুইটি বড় বড় যবের দানা তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিত। সে যেমন সাহসী দেখিতে তেমনি সুন্দর, সকলেই তাহাকে প্রশংসা করিত। সে কীট ও কৃমি দেখিবামাত্র আক্রমণ করিত, মাকড়সারাও তাহার সম্মুখে পলাইতে পারিত না, একাকী তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজয় করিত। এইরূপ কর্ম্ম করাতে গ্রামে ঐ পিপীলিকার এমনি সুখ্যাতি হইল যে তাহার কথা ব্যতীত লোকে আর অন্য কথা কহিত না। অত্যন্ত

প্রশংসা ভয়ানক বিষ স্বরূপ, ঐ আশ্চর্য্য জন্তু একবার তাহা বিবেচনা করিত না, বরং অভিমানে মত্ত হইয়া সে মনে করিত, যে, লোকে যে তাহার প্রশংসা করে সে সত্য বই মিথ্যা করে না।

যাহা হউক, অনবরত এইরূপ লোকের প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া পিপীলিকা স্থির প্রতিজ্ঞা করিল, পল্লীগ্রামে থাকা আমার আর উচিত হইতেছে না, সহরে যাইয়া আমায় বলবীর্য্য প্রকাশ করিতে হইবে। শুষ্কতৃণ-পূর্ণ একখান গাড়ি পথ দিয়া যাইতে ছিল, ঐ শকটে পিপীলিকা সিংহের ন্যায় বসিয়া জাঁক জমকে সহরে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে তাহার দর্প চূর্ণ হইল। সে মনে করিয়াছিল, সহর লোকাকীর্ণ স্থান, অগ্নি লাগিলে লোকের যেরূপ ভিড় হয়, আমাকে দেখিতে সেইরূপ বহুলোকের সমাগম হইবে, আমার বলবীর্য্য ও কর্ম্মনৈপুণ্য দর্শনে তাহারা কত প্রশংসা করিবে। কিন্তু তথায় গিয়া দেখিল, যে যাহার কর্ম্মে ব্যস্ত, কেহ তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেছে না। তখন সে আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া, আপনাকে আপনি দেখাইতে লাগিল, বল-বীর্য্যও প্রকাশ করিতে ত্রুটী করিল না। একবার সে একটা ভারি বটপত্র লইয়া একদিকে টানিয়া ফেলে, একবার তাহা বাঁকায়, একবার তুলিয়া ধরে, তথাপি কেহ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করে না। অনন্তর লোকে দেখিতে পাইবে বলিয়া, সে, ঘাসের গাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে অনেক ব্যায়ামও করিল, এক ঘন্টা কাল পরিশ্রম করিল, তথাপি মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইয়া কেহ তাহাকে একটি

কথা বলিল না। ইহাতে সে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৃণ-রক্ষক কুক্কুরকে কহিতে লাগিল, ভাই! সহরের লোক সকল কি নির্ব্বোধ! চক্ষু সত্ত্বেও ইহারা দেখিতে পায় না, আগে যদি এমন জানিতাম, তবে এখানে কখন আসিতাম না। আমি একঘন্টা কাল লুক্কায়িত নহি, প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলা পরিশ্রম করিতেছি, বিস্তারিত হইতেছি, লম্ফ দিতেছি, উঠিয়া বসিতেছি, তথাপি কেহ আমাকে দেখিতে পায় নাই, তাহা কি সম্ভব হইতে পারে? দেশে সকলেই আমাকে জানে, সকলেই আমাকে প্রশংসা ও মান্য করিয়া থাকে, দূর কর, আর এখানে থাকা আমার উচিত নয়। এই কথা বলিয়া বৃথাভিমানী পিপীলিকা লজ্জিত ও ক্ষুব্ধান্তঃ-করণে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

অহমিকায় পরিপূর্ণ আত্মাভিমানী ব্যক্তিরা পিপী-লিকার ন্যায় মনে মনে বিবেচনা করিতে পারে, যে, লোকে আমার কথা ব্যতীত আর অপর কথা কয় না; কিন্তু আপন পরিবার জ্ঞাতি কুটুম্ব ভিন্ন অন্যত্রে কেহ তাহাকে জানে না, যখন তাহার এ জ্ঞানটি হয়, তখন সে সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া থাকে।

—SSSS—

মেষপালক ও সমুদ্র, অথবা ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।

একদা সমুদ্রের অনতিদূরবর্ত্তী এক গ্রামে মেট্যা ঘর দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া এক কৃষক বাস করিত। যে

জায়গায় থাকিত, সে জায়গা ও তন্নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্র সকল তাহার নিজ সম্পত্তি ছিল, অন্য ধনের মধ্যে এক পাল মেষ ও কতকগুলী গো ভিন্ন তাহার নগদ টাকা ছিল না। ইহা সামান্য বিষয় হইলেও ইহাতে তাহার পরিবার ভরণপোষণের অনটন হইত না, অতএব সে সন্তোষ, শান্তি ও সুখে কালযাপন করিত। ভোগ-বিলাস বড়মানুষী জাঁকজমক কাহাকে বলে কৃষক তাহা জানিত না, অতএব তাহার অন্তঃকরণে কোন প্রকার ক্ষোভও হইত না, রাজাদিগের অপেক্ষাও সে সুখী ছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এক দিন কৃষকের মনে উদয় হইল, "বড় বড় জাহাজ সকল ধন এবং বাণিজ্য দ্রব্যে পরিপূরিত হইয়া সমুদ্র পার হওত তটে উপস্থিত হয়; বন্দরের বড় বড় গুদাম ঘর সকল দিন-কয়েক ঐ সকল দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইলেই, লোকে ক্রমে তাহা বিক্রয় করিয়া একেবারে মহাধনী হইয়া উঠে। আমি প্রত্যহ সমুদ্রতটে বসিয়া ইহা বোকার মত দেখিতেছি, কিন্তু নিজে কিছু করিতেছি না, অতএব আমাকেও এইরূপ বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে হইবে।"

এই স্থির করিয়া কৃষক প্রথমে গো মেষাদি, পরে বাটী ঘর দ্বার ভূমি-সম্পত্তি সকলই বিক্রয় করিল। আর ঐ টাকাতে তদ্দেশজাত নানাবিধ বাণিজ্য-দ্রব্য ক্রয় করিয়া সমুদ্র-যাত্রা করিল। কিন্তু বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা, সে অধিক দূরে যায় নাই, সমুদ্রতট তাহার দৃষ্টিপথের অতীত না হইতে হইতেই একটা ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল। তাহাতে জাহাজ খান চড়ায় লাগিয়া চূর্ণ

হইয়া গেল। বাণিজ্য দ্রব্য সকলই নষ্ট হইল। তখন ধনশোকে সে সাতিশয় কাতর হইল, আর নিশ্চয় জ্ঞান করিল যে সমুদ্র অতি প্রতারক। এখন তো প্রাণ যায়, দুস্তর তরঙ্গে ডুবু ডুবু হইয়া একবার ভাসিয়া উঠিয়া অনেক কষ্ট সৃষ্টে তটে আসিয়া প্রাণরক্ষা করিল। পরে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ হইলে, হায়! সর্ব্বস্বান্ত হইলাম বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এখন কি করে, নিজ সম্পত্তি কিছুই নাই, আর এক জন মেষপালকের অধীনে ভৃত্য-কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কেবল মেষরক্ষক হইল।

ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিশেষ পরিশ্রম করিলে কোন্ কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া না যায়? হতভাগ্য কৃষক সপরিবারে সামান্যরূপ ভোজন পানাদি করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিল, অতিরিক্ত ব্যয় যাহাতে হয় সে দিকে যাইত না। কিসে আপনার পূর্ব্ববৎ এক পাল মেষ হয় সর্ব্বদাই এই চেষ্টা করে, অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সুযোগ পাইলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করে। এইরূপ করাতে কিছু সঙ্গতি হইলে সে প্রথমে একপাল মেষ ক্রয় করিল, তাহাতে তাহার মনও কিছু প্রফুল্ল হইল।

এক দিন সে সমুদ্রতটে বসিয়া মেষপাল চরাইতেছে, মেষ-শাবকগণ বিচরণ করিতে করিতে তাহার চতুস্পার্শ্বে নৃত্য করিতেছে, প্রবল বায়ু না হওয়াতে সমুদ্রের জল স্থির-ভাবাপন্ন আছে, জাহাজ সকল নির্ব্বিঘ্নে বন্দর ছাড়িয়া জলে যাইতেছে। এমন সময়ে সে সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, প্রিয়বন্ধো সমুদ্র! আমি তোমাকে বিশেষরূপ জানি, তোমার স্থিরতা ও প্রতারকতা

আমার কিছুই অবিদিত নাই। তুমি পুনরায় লোক সকলের অর্থাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, করিতে চাও কর, কিন্তু আমার ঠাঁই আর কিছুই পাইবে না। প্রতারণা করিতে ইচ্ছা হয় তো অপরকে প্রতারণা কর, কিন্তু আমি আর তোমার দ্বারা প্রতারিত হইব না। এক বার তুমি আমার সর্ব্বস্ব লইয়াছ, লোভ দেখাইয়া এখন তুমি অন্যের সর্ব্বনাশ কর, কিন্তু আমি তোমাকে আর একটি পয়সাও দিব না।

পাঠকগণ! নিশ্চয় যাহা পাওয়া যায় তাহাই মনোনীত কর, আশার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি দার্ঢ্য রাখিও না। কারণ, উহাতে অনেক বার অনেক লোকে প্রতারিত হইয়াছে। ভবিষ্যত আশায় নির্ভর করিয়া প্রতারিত হয় নাই, সহস্র লোকের মধ্যে এক জন এমন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। নিশ্চিত লাভের উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে, ভবিষ্যৎ সুখের আশা আমি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া থাকি। যাহা আমার সে আমারই আছে, অন্যের জন্য আমি মনকে ত্যক্ত বিরক্ত করি না।

পাশবদ্ধ ভল্লূক, অথবা কাল্পনিক নির্দ্দোষিতা।

একদা একটী হৃষ্টপুষ্ট ভল্লূক ব্যাধের জালে পড়িল। যত ক্ষণ মৃত্যু দূরবর্ত্তী থাকে, ততক্ষণ লোকে তদ্বিষয়ে উপহাস করে, কিন্তু নিকটে আসিলে তাহাকে কেহ

দেখিতে চায় না। প্রাণ ত্যাগ করিতে ভল্লূকের কোন মতেই ইচ্ছা হইল না, সে প্রাণপণে মুক্তি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। সে যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ ছিল না, কিন্তু জালে বদ্ধ থাকিয়া কিরূপে যুদ্ধ করিতে পারে। তাহাতে আবার সম্মুখ-ভাগ হইতে পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত কুক্কুর ধ্বনি, তীর বর্ষণ এবং বন্দুকের শব্দ তাহাকে ভয় দেখাইতেছিল। কি করে, সে অগত্যা শিকারীর বশীভূত হইয়া, বলে যাহা না পারিল, তাহা ধূর্ত্ততাতে নিষ্পাদন করিতে ইচ্ছা করিল। অতএব তদ্বন্ধনকারী ব্যক্তিকে সে এইরূপে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, প্রিয়বন্ধো! আমি আপনকার কি করিয়াছি? আমার দোষ কি? আপনি আমাকে ধৃতকরিয়াছেন কেন! আপনি কি অমূলক জনরবে বিশ্বাস করেন, যে, আমরা বিশ্বাস্য নহি, ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্রক জন্তু, ছোট বড় বিচারকরি না, যাহাকে পাই তাহাকেই ধরিয়া খাই? আপনি আমার রক্ত চাহেন কেন? এই বনস্থিত অপর বহু জন্তুর ন্যায় আমি কখন মৃত শরীর ভোজন বা কাহাকেও রূপভ্রষ্ট করি নাই, এ বিষয়ের সাক্ষি চাহেন তো অনেককে সাক্ষি দিতে পারি।

শিকারী উত্তর করিল, একথা সত্য, মৃতদিগের প্রতি তুমি যে শ্রদ্ধা ভক্তি কর, তজ্জন্য আমি তোমাকে প্রশংসা করি বটে, কিন্তু সুযোগ পাইলে জীবিত লোককে বিনাশ করিতে তুমি কিছু মাত্র ক্রটী কর না। আমি বিশেষ জানি এখানে আসিয়া কোন ব্যক্তি তোমা কর্ত্তৃক হত বা আহত না হইয়া

প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। এই জন্য আমি আজি তোমাকে পরাজয় করিয়াছি। বরং আমি ইচ্ছা করি তুমি মৃত লোককে খাইবে, তথাপি জীবিত লোকের সুখ বিনাশে প্রবৃত্ত হইবে না।

— o —

ধান্যের শীষ, অথবা ভোগ বিলাস রহিত সন্তোষ।

একদা ধান্য-ক্ষেত্র-স্থিত একটি ধান্যের শীষ, সঞ্চলিত বায়ু দ্বারা দুলিতে দুলিতে বলিতে লাগিল, দেখিতেছি, অনেক ফুলের গাছই কাঁচপাত্রে আচ্ছাদিত থাকে, যত্ন পূর্ব্বক রোপিত, উষ্ণীকৃত এবং প্রতিপালিত হয়। কিন্তু পোকায় আমায় খাইয়া ফেলিতেছে, সূর্য্যোত্তাপে তাপিত হইতেছি, ঝড়ে শীতে দুঃখ পাইতেছি, আমার কি কঠিন প্রাণ, পোড়া অদৃষ্টে সুখ নাই, স্বচ্ছন্দ নাই, বিপদে রক্ষা করে এমন কোন আত্মীয় লোক নাই।

এইরূপ নানাপ্রকার আক্ষেপ করিয়া ঐ ধান্যের শীষ ক্রোধ ভরে ভূম্যধিকারী কৃষককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, জগতে ন্যায়-পরায়ণ কি এক জন মনুষ্য নাই? আমি এই মনোহর ধান্যক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছি, আমার প্রতি তুমি দৃকপাত করনা, অত্যন্ত অশ্রদ্ধা কর, তোমার চক্ষু ও আস্বাদনে যাকে ভাল লাগে, তারই তুমি বিশেষ যত্ন কর। আমি প্রাণপণ করিয়া তোমার উপকার করি, কিন্তু তুমি এক দিনের

জন্যেও আমার সে উপকার মান না। ধনের তুলনায় আমি কি তোমার সর্ব্বস্ব ধন নহি। মৃত্তিকাতে তুমি আমায় বপন করিয়াছিলে, সেই অবধি তুমি আমার আর কি যত্ন করিয়াছ? ঝড় এবং শিলাবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তুমি আমার কি করিয়াছিলে? বল, কোন্ দিন আমি তোমার দ্বারা সেবিত ও উষ্ণী-কৃত হইয়াছি? আমার চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিতে যে ঘাস্ জন্মিয়াছিল তুমি কি তাহা উৎপাটন করিয়াছিলে? জলাভাবে আমার মূল যখন শুষ্ক হইতেছিল, তুমি কি তাহাতে জল দিয়াছিলে? না, তুমি তাহার কিছুই কর নাই। আমি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, তুমি, যে সকল ফুলে কোন উপকার নাই, যাহাতে তোমাকে সন্তুষ্ট বা ধনী করিতে পারে না, তাহারই জন্য কাতর এবং অতিমাত্র ব্যস্ত ছিলে, তাহাদিগের রক্ষার জন্য একটী উষ্ণ কাঁচের ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছ, এতদ্ভিন্ন আরো কত কি করিয়াছ তাহা বলিতে পারি না। ঐ রূপ যত্ন ও সাবধানে আমায় যদি প্রতিপালন করিতে, তবে আজি আমার বর্ণ ও মূর্ত্তি অন্যপ্রকার হইত। আমার নিমিত্ত তুমি একটি প্রকাণ্ড উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ কর; আমি পণ করিলাম, যে ধান্য তুমি এখন পাইতেছ, তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ধান্য পাইবে। ধনেরও সীমা থাকিবে না, সহরে ধান্য বিক্রয় করিয়া, গাড়ি ভরিয়া টাকা আনিতে পারিবে।

এই সকল কথা শুনিয়া কৃষক উত্তর করিল, আমি তোমার জন্য যে সকল কাজ করিয়াছি, বোধ হয় তুমি তাহা দেখ নাই। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে

আমি এই ক্ষেত্র দুই তিন বার লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়াছি, তাহাতেই তৃণ সকল মরিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তুমি মৃত্তিকার আর্দ্র রসে দিন দিন পুষ্ট হইয়াছ। বর্ষার জলে এই ক্ষেত্র যখন পরিপূর্ণ ছিল, তখন সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একবার আমি জল কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া তোমার গোড়া নিড়াইয়া দিতাম, তাহাতেই তোমাকে এত সবল ও সতেজ করিয়াছে। তুমি অকর্ম্মণ্য আশ্রম গৃহের জন্য বৃথা দুঃখ কর, তোমার পক্ষে উহা কোন কাজের নহে। বায়ু ও বারিতে তোমার বিশেষ পুষ্টি হইয়া থাকে। আমি ভাল রূপ জানি অন্য কিছুই তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে। অতএব তোমার প্রার্থনা কোন মতেই আমি গ্রাহ্য করিতে পারিলাম না, করিতে গেলে অন্নাভাবে আমায় সপরিবারে প্রাণে মরিতে হইবে।

শ্রমোপজীবী, কৃষক এবং সিপাহী প্রভৃতি সামান্য লোকেরা প্রতিবাসীদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিংসা দৃষ্টি করে, তাহারা প্রত্যেকেই আপন আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া থাকে, একবারও মনোমধ্যে বিবেচনা করে না যে তাহাদের অবস্থা তাহাদের সুখের বিশেষ উপযোগী হয়।

কৃষক ও সর্প, অথবা বাহ্য পরিবর্ত্তনে মন পরিবর্ত্তন হয় না।

একদা এক সর্প কোন কৃষকের গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, প্রতিবাসী বন্ধো! আমার প্রার্থনা এই, আইস

আমরা ভবিষ্যতে কুশল এবং বন্ধুত্ব-ভাবে থাকিয়া সুখে কালযাপন করি। আমি তোমাকে নিশ্চয় জ্ঞাত করিতেছি, আমার অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। তুমি আমাকে কদাচ আর ভয় করিও না। বিগত বসন্ত কালে আমি আমার চর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সর্পের এই সকল কথাতে কৃষকের তৎপ্রতি বিশ্বাস হইল না, সে সত্বর একগাছি লাঠি আনিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, রে দুর্ব্বৃত্ত! আমি তোকে বিশেষরূপ জানি। তোর নূতন চর্ম্ম হইলে কি হইবে, পূর্ব্বে তোর অন্তঃকরণ যেরূপ কপট ছিল এখনও সেইরূপই আছে, হিংস্রকের সরল চিত্ত সহসা কখন হয় না। এই কথা বলিয়া সে লগুড় দ্বারা কপট ধূর্ত্ত প্রতিবাসীর প্রাণ বধ করিল।

—০—

বনপুষ্প, অথবা সকল আশা সফলা হয় না।

একদা কোন নির্জন স্থানে একটি বন্য লতা প্রস্ফুটিত পুষ্প সমূহ দ্বারা সুশোভিত ছিল, হঠাৎ মেঘ ঝড় প্রযুক্ত দুর্দিন হওয়াতে সে ঝুলিয়া পড়িয়া অর্দ্ধশুষ্ক হইল। ভূমিতে অবনত হইয়া মৃত প্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে সে কাতরস্বরে বসন্ত ঋতুকে সম্বোধন করিয়া মৃদুবচনে বলিতে লাগিল, হে বসন্তরাজ! আমাকে দয়া কর। আপনি যদি মধুরমন্দ বায়ু সঞ্চালন করেন, মনোহর আরক্তবর্ণ সূর্য্য উদয় করাইয়া তাহার সুসহ জীবনদায়ক কিরণ দ্বারা আমার উপর

দীপ্তি প্রদান করেন, তবেই আমি খাড়া হইয়া দাড়াইতে পারি, পুনরায় আমার মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হয়।

তৎকালে একটি মধুমক্ষিকা ইতস্ততঃ বিহার করিয়া বেড়াইতেছিল, বনলতার এই কথা শুনিয়া সে বলিতে লাগিল, বনলতে! মুখে বলা অতি সহজ বইতো নয়, তুমি কি বোধ কর, তোমার তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে সূর্য্যের আর কোন কর্ম্ম নাই। তোমার বৃন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে কি না, তুমি পুষ্পোৎপাদনে সক্ষম হইতেছ কি না, তোমার বর্ণ বিবর্ণ হইতেছে কি না, শুদ্ধই কি তিনি এই ভাবনা করেন? আমার কথায় বিশ্বাস কর, তাঁহার সময় মহামূল্য, তোমার চিন্তায় কদাচ তিনি কালাতিপাত করেন না। আমার ন্যায় শূন্যমার্গে উড়িয়া যাইতে যদি তোমার ক্ষমতা থাকিত, তবে অবশ্যই দেখিতে পাইতে, সূর্য্য দ্বারা বিশাল বিচরণ ভূমি সকল হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছে, তিনি প্রাণদায়ক কিরণ দ্বারা ক্ষেত্রের শস্য এবং অপর উপকারী উদ্ভিজ্জ সকলকে সতেজ করিতেছেন। তাঁহার উত্তাপে অত্যুচ্চ দেবদারু এবং প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সকল সজীব ও তেজস্বী থাকিয়া, জগতস্থ তাধৎ প্রাণীকে সুশীতল ছায়া প্রদান করিতেছে। তিনি পুষ্পবৃক্ষের কোমল পুষ্পকোষ সকল মনোরম সুন্দর বর্ণে সুশোভিত করিতে ভালবাসেন বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্য নাই, সৌরভ নাই, তুমিতো এমন ফুলের মধ্যে গণ্য, তুমি কি বোধ কর, তিনি তাহাদের যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তোমারও সেইরূপ করিবেন? কাল করাল

খড়্গ হস্তে লইয়া যদিও সকলকে বিনাশ করেন, তথাপি ঐ সুগন্ধ সুন্দর পুষ্প সকলকে বিনাশের সময় তাঁহার দুঃখ উপস্থিত হয়। কিন্তু তুমিতো নির্গুণ দুর্ব্বল জীবমাত্র, কিসের জন্য তিনি তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন? অতএব কি বসন্তরাজ কি সূর্য্য, আত্ম সুখ হেতু কাহারো কাছে বারম্বার প্রার্থনা করিয়া আর বিরক্ত করিও না, তুমিও বৃথা আশা একেবারে পরিত্যাগ কর। সূর্য্য তোমাকে আরক্তবর্ণ আভা অথবা দীপ্তি প্রদান কদাচ করিবেন না, তুমি নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ কর।

এই কথা হইতে হইতে গগনমণ্ডল পরিষ্কার হইয়া নীলবর্ণ হইল, সূর্য্যদেব আরক্তবর্ণ হইয়া উদিত হইলেন, তাহাতে তাঁহার হিতকারক রশ্মি পৃথিবীকে আলোকময় করিল। বনলতা তাঁহার দিব্য দীপ্তিতে সতেজ হওয়াতে অবিলম্বে তাহার শুষ্ক বৃন্ত নূতন জীবন পাইল। মধুমক্ষিকা তাহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা সত্য হইল না।

হে অদৃষ্ট-প্রসন্ন মনুষ্যগণ! সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যবন্ত হইয়া তোমরা পরম সুখে কালযাপন করিতেছ, কর, কিন্তু বদান্যতাশীল সূর্য্যের দৃষ্টান্ত, যেন তোমাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের দৃষ্টান্ত হয়। তাঁহার উত্তাপ দানের প্রথা যেন নিরন্তর তোমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে থাকে। শূন্যমার্গ হইতে কিরণ দিবার সময়ে তিনি যেরূপ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষকে তেজস্বী ও উত্তাপিত করেন, সামান্য দূর্ব্বাদলকেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। তিনি যে খানে উদিত হন, আনন্দ ও সুখ সর্ব্বত্র তাঁহার

সঙ্গে সঙ্গে যায়। তাঁহাকে দেখিলে চিত্ত যেন প্রসারিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, কিছু বিশেষ করেন না, জীব মাত্রেরই অন্তরে তিনি প্রবেশ করিয়া সকলকেই আনন্দ প্রদান করেন। হীরকের নির্ম্মল জ্যোতি সামান্য সুখজনক বটে, কিন্তু তাঁহার জ্যোতি পৃথিবীর যেরূপ মহাসুখকারক পদার্থ অমন আর কোন বস্তু নাই। এই জন্যই জগতের সকলে তাঁহার প্রশংসা ও গৌরব করিয়া থাকে।

—ssss—

কাক এবং কুক্কুটী, অথবা অসার আশা।

ফরাসিরা মস্কো রাজধানী আক্রমণ করিয়া, যখন তত্রত্য লোকদিগকে সশঙ্কিত করিয়াছিল, তখন স্মোলেনস্ক নগরের রাজকুমার বিপক্ষ পক্ষের কোপ হইতে দেশ রক্ষার জন্য ষড়যন্ত্ররূপ একটি ফাঁদ পাতিয়াছিলেন। মধুমক্ষিকার দল মধুচক্র পরিত্যাগ করণ সময়ে যেরূপ ব্যস্তসমস্ত হয়, মস্কোনগর নিবাসীরা ছোট বড় সকলে সংমিলিত হইয়া সাতিশয় ব্যস্ত হওত সত্বর বেগে সেইরূপ পলায়ন করিতেছিল। ইত্যবসরে একটি শান্তমূর্ত্তি কাক উচ্চ একখানি 'খড়ুয়া ঘরের মটকার উপর বসিয়া পাখা বিস্তার করিতেছে, এবং এক এক বার চঞ্চু দ্বারা তাহা ঘর্ষণ করিতে করিতে মনে মনে এই অস্থিরতা ও ঘোর কলরবের কারণ ভাবিতেছে। এমত সময়ে পথে চালিত একখান শকটের উপরিভাগ হইতে একটি কুক্কুটী তাহাকে

উচ্চৈঃস্বরে বলিল একি বন্ধো! সকলে যখন পলায়ন করিতেছে, তখন তুমি কিরূপে নিশ্চিন্তভাবে স্থির হইয়া আছ, এখন পর্য্যন্ত কি তুমি জান না যে এই মস্কোর অন্য প্রবেশ দ্বার-দিয়া শত্রু সকল নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

কাক অবিচলিত চিত্তে উত্তর করিল, শত্রু আইলে আমার কি হইবে, আমিতো স্থান পরিত্যাগ করিব না। শত্রুপক্ষ তোমার জাতির পক্ষে ভয়জনক বটে, কিন্তু আমার জাতির পক্ষে কি? কারণ আমি বিশেষ জানি কাক-মাংস কি কাবাব, কি ঝোল কোন অংশে আহার্য্য নহে। আমার বিবেচনা হইতেছে, নূতন আগত লোকদিগের সহিত আমার সৌহার্দ্দভাব হইবে, তাহাদিগের ভোজনাবশিষ্ট উত্তম দ্রব্য খাইয়া আমি চঞ্চু সার্থক করিব। কোমল মাংস খণ্ড, মজ্জা পূর্ণ অস্থি এবং সুস্বাদু পনির প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য আমি যে কত খাইব তাহা বলিতে পারি না। অত-এব অনর্থক বাক্যব্যয়ে আবশ্যক নাই, নমস্কার! তোমার যাত্রা সুখজনক হউক। কাকপক্ষী এই সকল কথা বলিয়া স্বস্থানে স্থিরভাবে রহিল, কিন্তু ভবি-ষ্যতে উত্তম পনির ভোজন করিয়া সুখী হওনের যে আশা করিয়াছিল, সে আশা তাহার পূর্ণ হইল না। শত্রু পক্ষের ক্ষুধাতুর সৈন্যদল তাহাকে ধৃত করিয়া তন্মাংস রন্ধন করিয়া খাইয়া ক্ষুধা শান্তি করিল।

আমরা ভবিষ্যৎ সুখের অসার আশায় এই রূপ প্রতারিত হই। সুদশার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা যত ধাবমান হই, সৌভাগ্য আমাদের করতল-

স্থিত বোধ করিয়া আমরা যত ব্যগ্র হই, ততই উল্টা উৎপত্তি হইতে থাকে। এই রূপ আশাতে কাকের ন্যায় অনেকবার আমাদিগকে অধঃপতিত হইয়া ভর্জ্জিত হইতে হয়।

—০—

নেকড়িয়া ও মূষিক, অথবা কড়া বলে হাঁড়ী ভাই তোমার তলা কাল।

একদা ধূসর বর্ণ একটি নেকড়িয়া মেষপালের মধ্য হইতে সত্বর এক মেষ ধৃত করিয়া বনে টানিয়া লইয়া গেল, এবং অতি যত্নে নিভৃত এক কোণে লইয়া গিয়া ব্যগ্রতা-পূর্ব্বক আহার করিতে লাগিল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র ঐ দুর্ব্বল জন্তুকে এমনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল, যে, তাহার ভগ্ন অস্থির কড় মড় শব্দ দূর হইতে শুনা গিয়াছিল। কিন্তু যেরূপ অনেক বার ঘটিয়া থাকে, ঐ হিংস্র পশু যতই ক্ষুধিত হউক না কেন, সে একেবারে সমুদায় মাংস নিঃশেষ করিয়া খাইতে পারিল না। এজন্য অবশিষ্ট মাংস সন্ধ্যা-কালে খাইতে মনস্থ করিল। মেষমাংস একে সুখাদ্য খাদ্য, তাহাতে আবার বহু ভোজনে ব্যাঘ্র ক্লান্ত হইয়াছিল, অতএব ভূমিতলে শরীর বিস্তারিত করিয়া সে শয়ন করিয়া রহিল। সায়ংকালীয় সুস্বাদু আহারের সদ্গন্ধ-প্রযুক্ত তাহার অনেক প্রতিবাসী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলে, একটি ইন্দুরও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিল; কিন্তু ক্ষুদ্র ইন্দুর গ্রাহের মধ্যে নয়, কেহ কিছু না বলাতে, সে ধূর্ত্ততা-পূর্ব্বক আস্তে

আস্তে গুঁড়ি মারিয়া গিয়া মেষ মাংসের অল্প অংশ আহার করিল। সে স্থানে কতকগুলি শুষ্ক তৃণ ও পাতা পড়িয়াছিল, ইন্দুরটা নিঃশব্দে অল্পক্ষণ গুঁড়ি মারিয়া তাহার ভিতরে বসিল, পরে সত্বর আর খানিকটা মাংস মুখে করিয়া দৌড়িয়া এক গাছের কোটরে লুকাইল। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ব্যাঘ্র দেখিতে পাইল, যে, তাহার উপাদেয় খাদ্যের কিয়দংশ অপহৃত হইয়াছে, তাহাতে তাহার ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, সে যথাসাধ্য উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। "রে দস্যুগণ! রে হত্যাকারীগণ, হে পুলিসের লোক সকল!, ধর, ধর, দুরাত্মারা আমার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া যায়।"

পাঠকগণ! সহরের জজ দয়াল বাবুর এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিতে আমি একবার দেখিয়াছি, তিনি বিচারকের কর্ম্মে উৎকোচ লইয়া যত টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার বাটীতে দস্যু পড়িয়া সে সমস্ত অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। চোর যাইবার সময় তিনি উচ্চৈঃস্বরে চৌকীদার! জমাদার! থানাদার! বলিয়া, চোর ধর, চোর ধর, কহিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।

—০—

কৃষক এবং অশ্ব, অথবা ভবিষ্যৎ ফল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা বিধেয়।

একদা এক কৃষক আপন শস্যক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত ছোলা ছড়াইয়াছিল। এক অল্প বয়স্ক নির্ব্বোধ ঘোটক এক দিন তাহা অবলোকন করিয়া মনে মনে বলিতে

লাগিল, কৃষক এস্থানে এত ছোলা কেন ছড়াইয়াছে? আমিতো এমন কর্ম্মের কথা কখন শুনি নাই। মনুষ্য জাতি আমাদের অপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে এতাদৃশ বহু-পরিমাণে ছোলা ছড়ান কি বুদ্ধিমানের কর্ম্ম হয়? এতদপেক্ষা অধিক উপ-হাসাস্পদ এবং নির্বুদ্ধিতার কার্য্য আর কি আছে? ইহা না করিয়া, ঐ সকল শস্য যদি আমাকে কিম্বা আমার আত্মীয় পিঙ্গলবর্ণ ঘোটককে অথবা কুক্কুটী-দিগকে দেওয়া হইত, তবে কত উপকার দর্শিত। ঘোটকের যা বিবেচনা তা বলুক, কিন্তু বসন্তকাল আইলে কৃষক শস্য কর্ত্তন করিয়া যত ছোলা ছড়াইয়া-ছিল, তাহার শত গুণ লাভ করিল।

লোকে ভবিষ্যৎ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া মূর্খতা-প্রযুক্ত ঈশ্বর নিন্দা করে।

বানর এবং চসমা, অথবা নির্ব্বোধেরা প্রয়ো-জনীয় পদার্থের গুণ জানে না।

একদা বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত একটি বানরের দুর্ব্বল চক্ষু হইয়াছিল। এতাদৃশ বিষয়ে চক্ষুর উপযোগী চসমা ব্যবহার করিলে বিপদ বড় একটা হয় না। ইহা জানিয়া বানর খুঁজিয়া খুজিয়া ভাল ছয়খান চসমা সংগ্রহ করিল, করিয়া, কোন খান মস্তকের উপর দেয়, কোন খান লাঙ্গুলে লাগায়, কোন খান চাটে, কোন

খানার বা গন্ধ আঘ্রাণ করে। এইরূপ যত করে, চসমা কোন মতেই ব্যবহারোপযোগী হয় না, তাহার দর্শন-শক্তি যেমন ছিল সেইরূপই রহিল। তাহাতে সে ক্রোধান্ধ হইয়া শপথ করত কহিতে লাগিল, চসমার যে সকল গুণ বর্ণিত আছে সে সব মিথ্যা, তাহাতে যে বিশ্বাস করে, তত্তুল্য নির্ব্বোধ আর নাই। আমি প্রতারিত হইয়াছি, পূর্ব্বে যা দেখিতাম তদপেক্ষা এক চুলও বেশি দেখিতে পাই না। এইরূপে বানর ক্ষুব্ধ হইয়া সক্রোধে ঐ চসমা সকল কঠিন প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল, উহার উজ্জ্বল চকচক্যা ক্ষুদ্র কণা ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্ট হইল না।

—০—

উৎক্রোশ পক্ষী ও কুক্কুটী, অথবা অতি সূক্ষ্ম বিবেচক।

অতি সুন্দর নির্ম্মল দিনে এক উৎক্রোশ পক্ষী শূন্য মার্গে উঠিয়া, যেখানে মেঘ সকল আছে এমন উচ্চ স্থানে বিহার করিতেছিল। পরে শোঁ শোঁ শব্দে নামিয়া ঐ পক্ষীরাজ এক গোলা ঘরের উপরিভাগে বসিল, কিন্তু সে স্থান তাহার বসিবার যোগ্য স্থান ছিল না। পূর্ব্বকালে রাজাধিরাজ মহারাজ চক্রবর্ত্তীগণ ভ্রমণ-কালে কোন দিবস নীচ লোকের বাটীতে গিয়া তাহাকে চরিতার্থ করিতেন, বোধ হয় পক্ষীরাজও তদনুসারে গোলাঘরের সম্ভ্রম বর্দ্ধনার্থ তদুপরি উপ-

বেশন করিয়াছিল। রাজাদিগের মনের খেয়াল, কি জানি শ্রম পরিবর্জ্জনের আশায় তাঁহারা সামান্য গৃহস্থের আশ্রমে আশ্রয় লইতেন; কিন্তু কি অভিপ্রায়ে উৎক্রোশ অত্যুচ্চ দেবদারু বৃক্ষ বা পাহাড় পর্ব্বতে না বসিয়া সামান্য গোলাঘরের মটকার উপর বসিল, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে উৎক্রোশ সে গোলা ছাড়িয়া, অপর এক গোলায় গিয়া বসিল। তদ্দর্শনে এক কুক্কুটী নিকটস্থ আর একটি কুক্কুটীকে কহিল, ভাই! লোকে উৎক্রোশকে কিসের জন্য এত প্রশংসা করে, যদি তাহাদের প্রশংসা উড্ডয়ন শক্তির জন্য হয়, তবে আমরাওতো এক গোলা হইতে অপর গোলায় উড়িয়া যাইতে পারি। আমরা নির্ব্বোধ নহি, অদ্যাবধি আর উৎক্রোশের গৌরব করিব না, আমাদের অপেক্ষা তাহাদিগের অধিক পদ ও চক্ষু নাই, উড্ডয়ন বিষয়ে তাহারা আমাদের সমতুল্য হইয়া থাকে, কারণ কুক্কুটীরা সচরাচর নিম্নে যেরূপ সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা প্রায় সেইরূপ করে। উৎক্রোশ কুক্কুটীর এই অনর্থক বাক্য শুনিয়া বিরক্তিভাব প্রকাশ করত কহিতে লাগিল, তুমি যাহা বলিতেছ তাহার কিয়দংশ সত্য বটে, উৎক্রোশদিগের বসতি যদি কখন নিম্ন স্থানে ঘটে, তবে সে অতি অল্পক্ষণের জন্য, কিন্তু কুক্কুটীরা কখনই মেঘের সন্নিহিত শূন্যমার্গে উড়িয়া যাইতে পারে না।

পাঠকগণ! মহাপণ্ডিত বিদ্বান পুরুষদিগের বিদ্যা ও ক্ষমতার বিষয় বিচার করিতে হইলে, তাঁহাদের দুর্ব্বল বৃত্তির উপর দৃষ্টিপাত করা কোন মতেই উচিত

নহে ; তাঁহাদের উচ্চ শক্তি এবং মহানুভবতা রূপ সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তদ্বিষয়ে কথোপকথন করা বিধেয়, যদি তাঁহারা কোন বিষয়ে নীচগামী হন, তবে তাঁহাতে তোমরা কটাক্ষ দৃষ্টি কদাচ করিও না।

—o—

বোয়াল মৎস্য এবং বিড়াল, অথবা আত্ম-বৃত্তির অতিক্রান্ত কার্য্য করিও না।

পুরাকালের একটি প্রবাদ আছে, "চর্ম্মকার যাবজ্জীবন চর্ম্মের কর্ম্ম করুক" কারণ আত্মবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পরবৃত্তি আশ্রয় করিলে অনৈপুণ্য প্রযুক্ত অনেকের কুঘটনা ঘটিয়া থাকে। যেমন চর্ম্মকারের পক্ষে উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা দুরূহ, তেমনি জুতা নির্ম্মাণ মোদকের পক্ষে সুকঠিন হইয়া থাকে। আত্ম ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অপরের ব্যবসায়ে যে প্রবর্ত্ত হয়, তাহাকে বিরোধী প্রগল্‌ভ এবং স্বেচ্ছাচারী বলা যাইতে পারে, কারণ তাহাতে করিয়া সে উৎকৃষ্ট কর্ম্মকে অপকৃষ্ট বই আর করে না, সুতরাং জনসমাজে হাস্যাস্পদ হয়।

একদা কদাকার এক বোয়াল মৎস্যের মনে উদয় হইল, যে বিড়াল-জাতির ন্যায় আমি ইন্দুর ধরিতে যাইব। বোধ হয় কুপ্রবৃত্তি বশতঃ তাহার মনে হিংসা উপস্থিত হইয়াছিল, অথবা নিয়ত মৎস্য আহার করিতে তাহার আর রুচি হইল না। যাহা হউক, বোয়াল মিষ্টবাক্যে বিড়ালকে ইন্দুর শিকার করিবার

জন্য অনুরোধ করিয়া কহিল, ভাই! অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে শিকার করিতে চল, অদ্যকার শিকারে যত মূষিক মারিব তাহা আমাদের ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিয়া একটি উত্তম ভোজ প্রস্তুত করা যাইবে। বিড়াল বলিল, ও কথায় কাজ নাই, আমি তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তুমি চলিয়া যাও, জলচর মৎস্য হইয়া কেমন করিয়া এমন দুরূহ ব্যাপারে তুমি প্রবৃত্ত হইতে চাহ। মনে রাখ, এরূপ কর্ম্ম করিতে গেলে তোমাকে ঘৃণাস্পদ হইতে হইবে, তখন বলিওনা বিড়াল আমাকে লোভ দেখাইয়া এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছে। শিকারে অল্পই লোক কৃতকার্য্য হয়, বন্ধো! এ দুরাশা পরিত্যাগ কর, মূষিক ধরাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। বোয়াল উত্তর করিল, মূষিক ধরিতে মনে আমি স্থির সংকল্প করিয়াছি, মাছে আমার আর প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট আছে, অতএব আর কোন কথা উত্থাপন করিও না, আইস আমরা এই শুভক্ষণে শিকার করিতে যাই। বিড়াল সম্মত হইল, তাহারা উভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে শিকার করিতে গেল।

পাঠকগণ! অতঃপর যাহা হইল তাহা মন দিয়া প্রণিধান কর; শুনিলে তোমরা আমোদিত হইয়া যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিবে। বিড়াল বলিল আহার না করিয়া আমি শিকার করিতে পারি না, চল প্রথমে ধানের গোলায় গিয়া গোটাকতক ইন্দুর মারিয়া খাই, পরে তোমার জন্য যথেষ্ট মারিয়া আনিব। ধান্যের গোলায় সচরাচর বড় বড় ইন্দুর থাকে,

এক একটা মার্জার অপেক্ষাও আকারে বৃহৎ হয়। বিড়াল তথায় যাইয়া একটা ইন্দুরকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যেমন তৎপ্রতি ধাবমান হইল, অমনি আর গোটাকতক বড় বড় ইন্দুর আসিয়া বোয়ালকে আক্রমণ পূর্ব্বক সকলে চিবাইয়া তাহার লাঙ্গূল কাটিয়া লইল। বোয়াল জলজন্তু, স্থলে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ রক্ষা করে এমন সামর্থ্য নাই, কি করে, যাতনাতে অস্থির হইয়া মুখ ব্যাদান করিয়া মৃতবৎ ভূতলে পড়িয়া রহিল। তখন বিড়াল তাহার এই অবস্থা দর্শনে আর স্থির হইতে পারিল না, সত্বর দৌড়িয়া আসিয়া যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া একটা পুকুরে ফেলিয়া দিল। ফেলিয়া দিবার সময় এই কথা কহিল, রে নির্ব্বোধ! যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, ইটি তোমার পক্ষে উপদেশ স্বরূপ, অতঃপর পরিণামদর্শি হইও, তোমার জাতি বোয়ালমৎস্যে আর যেন কখন ইন্দুর ধরিতে প্রবৃত্ত না হয় *।

---

* রুসিয়া দেশের একজন নাবিক সেনাপতি, একদল পদাতিক সৈন্য লইয়া, মহারাজ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু পদাতিক সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে তিনি সুদক্ষ ছিলেন না, সুতরাং বিশেষরূপে পরাজিত ও আহত হইয়াছিলেন। ক্রীলফ তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া এই গল্প রচনা করিয়াছিলেন।

উৎক্রোশ পক্ষী ও মধুমক্ষিকা, অথবা গৌরব রহিত শ্রম।

উচ্চ পদস্থ হইয়া যে ব্যক্তি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিশ্রম পূর্ব্বক সম্পাদন করে, সেই যথার্থ সুখী হয়। জগতের সমস্ত লোক তাঁহার কার্য্যের সাক্ষী হইয়া তাঁহার পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উত্তেজনা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি লোক-দেখান কর্ম্ম না করিয়া বিনয়-নম্র-ভাবে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করে, যে ধন্যবাদ ও মর্য্যাদালাভ করিতে কিছুমাত্র আশা করে না, আত্ম-সুখ চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক সাধারণের সুখ যাহার ক্লেশ ও যত্নের মুখ্য ব্রত, মানব জাতির হিত সাধন যাহার একমাত্র অভিপ্রেত, সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত উচ্চ-পদস্থ লোক অপেক্ষা অধিক সম্ভ্রান্ত ও গৌরবান্বিত হইয়া থাকে।

একদা এক উৎক্রোশ পক্ষী ক্রমাগত এক মধুমক্ষি-কাকে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া বলিতে লাগিল, "প্রিয় বন্ধো! তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে, তুমি সারাদিন পরিশ্রম ও ক্লেশ করিয়া দিনাতিপাত কর, কিন্তু তাহাতে করিয়া তোমার লাভ হয় কি? সুখ নাই, সচ্ছন্দ নাই, কেমন করিয়া সমস্ত জীবন কালটা কেবল পরিশ্রম করিয়া কাটাইতেছ, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা সহস্র সহস্র মক্ষিকা সংমি-লিত হইয়া বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক মধুচক্র নির্ম্মাণ কর, কিন্তু তোমাদিগের সে পরিশ্রম কে দেখিয়া থাকে?

এতাদৃশ পরিশ্রমের পর পরিণামে ভাল হইবে, এমন যে কোন বিশেষ অভিপ্রেত তোমাদের আছে, তাতো কিছুই দেখিতে পাই না, দেখিবার মধ্যে কেবল অজ্ঞাত অপরিচিত এবং অপ্রশংসিত রূপে প্রাণত্যাগ কর, এইমাত্র দেখিয়া থাকি। দেখ তোমাতে আমাতে কত প্রভেদ। যখন আমরা আমাদের অতি বৃহৎ ছায়াপ্রদ পাখা বিস্তারিত করিয়া অত্যুচ্চ শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হই, তখন কোন পক্ষী সাহস করিয়া পৃথিবী হইতে উঠে না। মেষ পালকেরা মেষ পাল লইয়া সচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারে না, দ্রুতগামী হরিণ কদাচিৎ ভূমি স্পর্শ করিতে সাহস করে, বনের উপরিভাগে আমার ছায়া দেখিলেই তাহারা বিচরণ ভূমি হইতে দূরে পলাইয়া যায়। এই কথা শুনিয়া মধুমক্ষিকা উত্তর করিল, আপনি যে প্রভূত সম্ভ্রম এবং প্রশংসার যোগ্য পাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু আমি জানি সাধারণের মঙ্গল জন্য আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের পরিশ্রমের আমরা প্রশংসা লাভ করিতে চাহি না, সে কর্ম্ম সুসিদ্ধ করিতে পারিলে আমাদের জন্ম সার্থক হয়। যখন আমরা আমাদের মধুক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন মনে মনে আমাদের এই মাত্র সুখ হয়, যে এই মধুর কিয়দংশ আমরা সম্ভোগ করিতে পাইব, অপরাংশ সাধারণের মঙ্গলার্থ ব্যবহৃত হইবে।

শিকারে নিযুক্ত খরগোশ, অথবা প্রগলভতার পুরস্কার।

একদা অনেক জন্তু সমবেত হইয়া শিকারে এক ভল্লূক পরাজয় করিয়াছিল। সুবিস্তীর্ণ ময়দানে তাহারা ঐ ভল্লূককে ফেলিয়া যে যাহার অংশ ভাগ করিয়া লইতে চাহিল। ইত্যবসরে একটা খরগোশ গুড়ি মারিয়া আসিয়া শিকার-লব্ধ পশুটার কাণ কাটিয়া লইবার উপক্রম করিলে, অপর জন্তুগণ তাহাকে বলিল, "তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে? আমাদিগের মধ্যে কেহ কখন তোমাকে শিকার করিতে দেখে নাই।" খরগোশ উত্তর করিল, বন্ধুগণ! ভল্লূককে প্রতারিত কে করিয়াছিল? আমি ভিন্ন উহাকে ভয় দেখাইয়া কে বনের বাহির করিতে পারিত? খরগোশ যে বৃথা দম্ভ প্রকাশ করিতেছে, তাহা সকলেরই স্পষ্টানুভব হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার বাক্য কৌশল এবং রসিকতাতে সকলে এমনি আমোদিত হইল, যে ভাগের সময় ভল্লূক-কর্ণের কিয়দংশ তাহাকে না দিয়া থাকিতে পারিল না।

অহঙ্কারী প্রগল্‌ভী লোকেরা নিয়ত জনসমাজে হাস্যাস্পদ হয় বটে কিন্তু লব্ধ দ্রব্য ভাগের সময় অগ্রে সে ব্যক্তির নাম ধর্ত্তব্য হইয়া থাকে।

নেকড়িয়া ব্যাঘ্র এবং কোকিল, অথবা দুষ্ট লোক সর্ব্বত্রই অসুখী।

এক দিন একটা নেকড়িয়া ব্যাঘ্র বনবাসী কোকিল পক্ষীকে কহিল, প্রতিবাসী বন্ধো! নমস্কার করি, আমি এখান হইতে চলিলাম, এখানে থাকিয়া আমি বিরক্ত হইয়াছি, সচ্ছন্দে থাকিতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু সে চেষ্টা আমার বৃথা চেষ্টা হয়। কি মনুষ্য কি কুক্কুর জাতি উভয়েই আমার প্রতি সমান ব্যবহার করে, অতএব এখানে থাকিলে সুখ আমার কদাচ হইবে না। এস্থান এমনি কুস্থান, স্বর্গদূত হইলেও তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, মনের সুখে সে এক দিন সচ্ছন্দ হইয়া বাহিরে যাইতে পারে না। কোকিল জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি কোথা যাইতে মানস করিয়াছ? নেকড়িয়া উত্তর করিল আরকেডিয়া দেশের মনোহর অরণ্যে যাইতেছি। শুনিয়াছি তত্রত্য প্রতিবাসী লোক সকল বড়ই উত্তম, ক্ষেত্র সকল উর্ব্বরা, এখানকার নদী স্রোতের ন্যায় তথায় দুগ্ধ ও মধুর স্রোত বহে। সেখানকার মনুষ্যেরা মেষ শাবক সদৃশ নির্দ্দোষ, এমনি দুর্ব্বল যে, যুদ্ধ হাঙ্গামের কাছ-দিয়া যায় না। এক কথায় বলি, পূর্ব্বকালে যে সত্য-যুগের কথা শুনিয়াছ, সেই সত্য যুগের প্রাদুর্ভাব তথায় দেখিতে পাওয়া যায়; জীব মাত্রেই পরস্পর ভ্রাতা ভগিনী এবং পরমাত্মীয় বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া কালযাপন করে; এমন কি, হিংস্রস্বভাব কুক্কুরেরাও দংশন ও চীৎকার করিতে জানে না।

বনপ্রিয় বন্ধু কোকিল! সত্য করিয়া বল, যেরূপ বর্ণনা করিলাম, এমন স্থান কি মনোহর স্থান নহে? স্বপ্নেও তুমি কি সেই কুশলী এবং শান্ত স্বভাব লোক-দিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাও না। এক্ষণে বিদায় হই, তুমি আমাকে মনে রাখিও! আশীর্ব্বাদ কর, যে অভিপ্রায়ে যাইতেছি, সেই কুশল আহ্লাদ ও যথেষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য যেন সুখে সম্ভোগ করি, এখানকার ন্যায় অনিবার্য্য দুঃখ বৈরক্তিতে যেন আমাকে পতিত হইতে না হয়। বলিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়, দিনে সতত আপনি আপনাকে রক্ষা করিতে হয়, সচ্ছন্দ কিছু মাত্র নাই, রাত্রিতেও বিশ্বাস করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না, এমন স্থলে কাহাকেও কি বাস করিতে আছে? কোকিল বলিল, প্রিয় প্রতিবাসিন্! তোমার যাত্রা শুভ-প্রদ হউক! কিন্তু আমি নিবেদন করি, "তুমি তোমার কুরীতি কুব্যবহার কুচরিত্র এবং তীক্ষ্ণ দন্ত গুলি যাইবার সময় এখানে রাখিয়া যাইও।" নেকড়িয়া বলিল, তুমি আমাকে ঠাট্টা করিতেছ, তোমার অনর্থক বাক্য ছাড়িয়া দেও। কোকিল কহিল, ঠাট্টা নয়, সেখানে যখন তোমার শরীরের চর্ম্ম উঠিয়া যাইবে, তখন তুমি আমার এই কথা গুলি মনে মনে বিবেচনা করিও।

যে ব্যক্তি নিজে মন্দ হয়, সে সকলকেই মন্দ দেখিয়া থাকে, এই সুবিস্তীর্ণ জগতের কোন স্থানে ভাল লোক তাহার দৃষ্টি গোচর হয় না। সে যথাতথা যাউক না কেন, কোন স্থানে সন্তুষ্ট এবং সুখী হইয়া বাস করিতে পারে না।

অন্নদা বাবু, অথবা ফাঁকি দিয়া ধনাঢ্য কৃপণের দানশীল নাম লাভ।

একদা এক মহানগরে অন্নদা বাবু নামে এক বৃদ্ধ ধনবান কৃপণ লোক বাস করিতেন। কৃপণতার জন্য তাঁহার প্রতিবাসীগণ তাহাকে নিন্দা করিয়া কহিত, ও নরাধমের অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিলে কি হইবে, ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র লোক অন্নাভাবে মরিয়া যায়, তথাপি ঐ পাষাণ-চিত্ত পাষণ্ড তাহাদিগকে একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে না। এই অপযশের প্রতি-বিধান হেতু অন্নদা বাবু অন্ন দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, প্রতি শনিবার আমার বাটীতে যত ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র লোক আসিবে, আমি সকলকে পর্য্যাপ্ত রূপ অন্ন দান করিব। তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে নির্ধন ক্ষুধার্ত্ত লোকেরা তাঁহার বাটীতে আসিতে আরম্ভ করিল, পথিকেরা তাঁহার উদ্‌ঘাটিত দ্বার এবং তথায় ভিক্ষুকের জনতা দেখিয়া, বলিতে লাগিল, "হতভাগ্য ব্যক্তি! এই দাতব্যতা দ্বারাই ইহার ধন নিঃশেষ হইবে।" এরূপ ভয়ের আবশ্যকতা নাই, অদাতা অন্নদা বাবু ধন রক্ষার বিশেষ কৌশল জানিতেন, শনিবার হইলেই তিনি বাটীর রক্ষক ভয়ানক বড় বড় গোটাকতক কুক্কুর ছাড়িয়া দিতেন। অন্ন প্রার্থী দরিদ্র লোকেরা যদিও কষ্ট কল্পে তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিত, তথাপি সেখানে অন্নের কণা একটি দেখিতে পাইত না; কুক্কুরের করাল দন্ত হইতে

প্রাণ বাঁচাইয়া অস্থি চর্ম্ম লইয়া বাহিরে আসা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য সাধন হইত। যাহা হউক কুক্কুর দ্বারা তাঁহার দানশীলতার বাধা হইল বটে, কিন্তু প্রকাশ্য সংবাদ পত্রের ঘোষণা দ্বারা "অন্নদা বাবু মহান অন্নদাতা এবং সাধু বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইলেন। অন্ন দেওয়া হউক বা না হউক, ফাঁকি দিয়া তো নাম কেনা হইল।

ধনাঢ্য লোকেরা সাধারণ মাঙ্গলিক বিষয়ে ধন দান করিতে স্বীকার করেন, কিন্তু একটি কপর্দ্দকও দেন না; তাঁহাদিগের পালিত কুক্কুরগণ, স্বাক্ষরিত চাঁদার পুস্তক হাতে লইয়া সরকারদিগকে তাঁহার নিকটে যাইতে দেয় না।

রাজবাটীতে শূকর প্রবেশ, অথবা অশুদ্ধ সংশোধন।

একদা একটা শূকর দৈবক্রমে কোন রাজপ্রাসাদের উঠানে প্রবেশ করিল। করিয়া, তত্রত্য অশ্বশালা এবং রন্ধনশালা পর্য্যটন করিতে লাগিল। যেখানে গোবরের গাদা দেখে, যেখানে ময়লা ও জঞ্জাল-রাশি তাহার নেত্রগোচর হয়, সেই খানেই সে আপন সুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গড়াগড়ি দেয়। কয়েক ঘণ্টা এইরূপ করণানন্তর সে একটা পুকুরে পড়িয়া গাত্র ধৌত করিল, পরে যে শূকর সেই শূকরের অব-স্থায় স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। তাহার প্রভু তাহাকে

দেখিয়া বলিতে লাগিল, শূকর! লোকে বলে, রাজবাটী মহামূল্য প্রস্তর এবং হীরকাদি দ্বারা এমনি খচিত, যে, তাহার প্রভা চক্ষুতে পড়িলে চক্ষে ঝাপসা লাগে"; একথা সত্য কি না? তুমি তথায় গিয়া কি দেখিয়া আইলে? শূকর উত্তর করিল, ও সকলই অনর্থক কথা মাত্র। আমি সেরূপ কোন বস্তু দেখি নাই। আমি সমস্ত দিন রাজবাটীর চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি, দেখিবার মধ্যে, পা হইতে আমার কাণ যত উচ্চ, এমন উচ্চ জঞ্জাল রাশি ও গোবর গাদা আমি চক্ষে দেখিয়াছিলাম।"

পুস্তক প্রকাশিত হইলে তদ্গুণের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করেন, এমন অনেক পণ্ডিত আছেন; শূকরের দৃষ্টান্ত, তাঁহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য প্রয়োগ হইতে পারে; কারণ এই জন্তরা অস্পর্শ্য ময়লা ব্যতীত অপর উত্তম দ্রব্যের তত্ত্ব করে না।

—o—

তরবারি, অথবা আবদ্ধ মনুষ্যের অস্থানে বাস।

একদা ইস্পাত নির্ম্মিত তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট একখানি তরবারি বাজারে পুরাতন লোহার সঙ্গে এক দোকানদারের দোকানে পড়িয়াছিল। এক জন পথিক কৃষক তাহা দেখিতে পাইয়া কয়েকটি পয়সা মূল্য দিয়া ঐ অস্ত্রখানি কিনিল, উল্লাসে সে যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যে, বীর পুরুষের ন্যায় ঐ তরবারি খানি সত্বর

ব্যবহার করা আবশ্যক হইয়াছে। অতএব কাল বিলম্ব করিল না, কামারের বাড়ী লইয়া গিয়া সে তাহাতে একটি যথাযোগ্য বাঁট দিয়া আনিল, আনিয়া, কখন সে ঐ অস্ত্র দ্বারা কাষ্ঠ কাটিয়া কাষ্ঠ পাদুকা নির্ম্মাণ করে, কখন রন্ধনশালার ব্যবহারার্থ সে তাহাতে সুঁদরির চেলা চিরে, কখন কঞ্চি ও গাছের ছোট ছোট ডাল কাটিয়া বাগানের বেড়া বন্ধন করে। এক বৎসর কাল এইরূপ অনুপযুক্ত ব্যবহার করাতে সুতীক্ষ্ণ অসি খানির ধার পড়িয়া গেল, তখন তাহা পল্লীগ্রামবাসী বালকদিগের ক্রীড়া দ্রব্য ব্যতিরেকে আর কিছুই হইল না। একদিন ঐ তরবারি খানি বেড়ার নীচে পড়িয়া রহিয়াছে, এমত সময়ে একটা শূকর তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিয়া উচ্চস্বরে বলিল, রে তরবারি! ধিক্ ধিক্ কি ছিলি কি হইয়াছিস। এরূপ অধঃপতিত ও অপদস্থ হইতে তোর কি লজ্জা হইল না? কোথায় যোদ্ধাদিগের হস্তে থাকিয়া আত্ম গৌরব প্রকাশ করিবি, না, বালকদিগের খেলানা তোকে হইতে হইয়াছে। তরবারি উত্তর করিল, সত্য বটে, যুদ্ধবিশারদ লোকের হস্তে আমি ভয়ানক অস্ত্র হই, কিন্তু আমি স্ব ইচ্ছায় এখানে আসি নাই, আমার প্রভু আমার গুণ না জানিয়া আমাকে এইরূপ দুরবস্থা গ্রস্ত করিয়াছেন; অতএব আমার পক্ষে ক্ষতি বটে, তা সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি লজ্জিত হইতে হয়, তবে তাঁহারও লজ্জা পাওয়া উচিত।

—o—

কৃষকের বন্ধুগণ, অথবা নিষ্প্রয়োজনীয় সান্ত্বনাকারী।

একদিন ঘোর অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রিতে এক জন চোর এক কৃষকের বাটীতে গোপনে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া ঘরের প্রাচীর এবং ছাদের অধোভাগে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু টাকার ঝুলি কোথায় ঝুলিতেছিল খুজিয়া পাইল না। অনন্তর চোর গৃহ মধ্যে যে কোন সামগ্রী পাইল, তাহাতেই হস্তক্ষেপ করিল, তদ্দ্বারা ধনবান কৃষকের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, সে শয্যার নীচে যে টাকার থলিয়াটি ছিল তাহাই লইয়া বেগে বাটীর বাহিরে আইল। "ভাইরে কে কোথায় আছ, দৌড়িয়া আইস, আমার বাটীতে চোর পড়িয়া আমার সর্ব্বস্ব লইয়া যায়" এই কথা বলিয়া সে অনেক চীৎকার করিল বটে, কিন্তু রাত্রিকাল বলিয়া কেহ তৎকথায় কর্ণপাত করিল না, তখন সে কি করে, দৌড়াইয়া প্রতিবাসীদের বাটী পর্য্যন্ত যাইয়া চেঁচাইতে লাগিল, তাহাতে তাহারা গাত্রোত্থান করিলে, কৃষক, "এই দুঃসময়ে আমাকে সাহায্য কর" এই কথা বলিয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। সাহায্যের কথা শুনিয়া তাহারা প্রত্যেকেই আত্ম বুদ্ধি অনুসারে তাহাকে পরামর্শ দিতে লাগিল। এক জন কহিল, ধনের অহঙ্কার সকলকার কাছে করা তোমার উচিত ছিল না; আর একজন কহিল, শয়নাগারের নিকটে তোমার ভাণ্ডার ঘর প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল তোমা-

দের সকলের ভুল হইয়াছে, বাটীর মধ্যে দুই তিনটা ভয়ানক প্রহরী কুক্কুর উহার পোষা উচিত ছিল, আমার অল্পদিন দুইটি কুক্কুর শাবক হইয়াছে, তুমি যদি লইয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন কর, তবে আমি জলে ডুবাইয়া মারিব না। এইরূপে কৃষকের আত্মীয় কুটুম্বগণ কৃষককে যথেষ্ট সৎ পরামর্শ দিল বটে, কিন্তু চোর তাড়াইবার কোন উদ্যোগ না করাতে, সে কৃষকের ঘটি বাটি লইয়া পলায়ন করিল। পৃথিবীর গতিই এই, দুরদৃষ্ট ঘটিলে যথেষ্ট পরামর্শ দেয় এমন অনেক অনেক লোক আছে। কিন্তু তাহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা একবারে বধির হইয়া পড়ে, জিহ্বাতে তাহারা যে অনুরাগ প্রকাশ করে, কার্য্যে তাহার শতাংশের একাংশও করে না।

—o—

গৃহ নির্ম্মাতা শৃগাল, অথবা অপকৃষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করণের ফল।

একদা এক সিংহ একপাল কুক্কুট পুষিয়াছিল? রাত্রিকালে চোরেরা তাহার প্রাচীর বহিয়া আসিয়া ঐ গৃহপালিত পক্ষীদিগের মধ্যে অনেককেই চুরি করিয়া লইয়া যাইত। সিংহ ইহাতে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া, চোর প্রবেশ করিতে না পারে এমন একটি অত্যুচ্চ কুক্কুট-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চাহিল। নির্ম্মাণ বিষয়ে অপর পশুগণের মত জিজ্ঞাসা করাতে, সকলেই বলিল

গৃহ নির্ম্মাণে শৃগাল অতি দক্ষব্যক্তি, অতএব তাহাকেই একর্ম্মের ভার দেওয়া উচিত। তদনুসারে শৃগাল নিযুক্ত হইয়া দিন রাত্রি পরিশ্রম করত কুক্কুটদিগের সকল সুবিধা-জনক এমন একটি বাটী নির্ম্মাণ করিল, যে, তাহার নির্ম্মাণ কৌশল দর্শনে সকলেই তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। বাটীর উচ্চ প্রাচীর এবং সুদৃঢ় দ্বার হওয়াতে সিংহ শৃগালকে ধন্যবাদ করিয়া অনেক পারিতোষিক দিল বটে, কিন্তু তথাপি প্রতি-দিন দুই একটি কুক্কুট বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কিরূপে এরূপ ঘটনা হয়, সিংহ ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না, এজন্য থানায় যাইয়া দারোগার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইল; তাহাতে দারোগা বিশেষ-রূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলে, গৃহ-নির্ম্মাতা শৃগাল চৌর্য্যাপবাদের অপরাধী হইয়া ধরা পড়িল। ঐ ধূর্ত্ত জন্তু গৃহ-নির্ম্মাণ সময়ে এমনি করিয়া তাহার ভিত্তি বানাইয়াছিল, যে, অপর কেহ তাহাতে প্রবেশ করিয়া চুরি করিতে পারিত না, কিন্তু বাটীর এক দেশে সে একটি অদৃশ্য ছিদ্র রাখিয়া ছিল, তাহা দিয়া সে নিজে তন্মধ্যে যাওয়া আসা করিতে পারিত।

ক্ষুর, অথবা সুনিপুণ কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ঈর্ষাবৃত্তি।

পাঠকগণ! আমি এক দিন বিদেশে আমার এক বন্ধুর বাটীতে গিয়াছিলাম, ভোজনান্তে তাঁহার সহিত এক গৃহে শয়ন করিয়া আছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া

দেখিলাম, আমার বন্ধু সাতিশয় আকুলিত চিত্তে হাহাকার ও কাতরধ্বনি করিতেছেন। রাত্রিকালে আমি তাঁহাকে সহর্ষচিত্ত ও প্রফুল্লবদন দেখিয়া ছিলাম, প্রাতঃকালে হঠাৎ তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে মহাশয়! আপনি পীড়িত হইয়াছেন না কি? তিনি বলিলেন, না, আমি নাপিত ডাকি না, ক্ষৌর কর্ম্ম নিজে নিষ্পাদন করিতেছি, এ কথা শুনিয়া আমি আরো আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, শুদ্ধ উহা না আর কিছু আছে? তিনি বলিলেন, না, আর কিছু নয়। তথাপি আমার সন্দেহ দূর না হওয়াতে, আমি একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম। দেখিলাম, তিনি দ্রাজযুক্ত একখানি বড় আর্শীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, অজস্র অশ্রুবারি তাঁহার চক্ষু হইতে বিনির্গত হইতেছে। এক এক বার আঃ! উঃ করিয়া এমনি মুখভঙ্গি করিতেছেন, যেন জীবিতাবস্থায় কেহ তাঁহার শরীর হইতে চর্ম্ম উঠাইয়া লইতেছে। তাহাতে আমি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিলাম, ভাই! যে যন্ত্রণা পাইতেছ, তুমি নিজেই তাহার মূল কারণ। তোমার ও খানি ক্ষুর নহে, ভোঁতা ছুরি বলিলেই হয়, উহাতে যে চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গিয়া রক্তপাত হইবে, সে বড় আশ্চর্য্য নহে। বন্ধু উত্তর করিলেন, "আপনি যা বলিতেছেন সত্য বটে, কিন্তু আমি ভোঁতা ক্ষুরই সতত ব্যবহার করি, তীক্ষ্ণ ক্ষুর যে ব্যবহার করি না তাহার কারণ এই, করিলে সর্ব্বদাই আমার দাড়ি কাটিয়া যায়।

অনেক ধনাঢ্য লোকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় আছে, কার্য্য সম্পাদন এবং সৎপরামর্শ দিবার নিমিত্ত তাহারা মূর্খ লোককে দেওয়ান নিযুক্ত করেন, সুপণ্ডিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সে কর্ম্ম প্রদান করেন না।

বিড়াল এবং পাচক ব্রাহ্মণ, অথবা কার্য্যে প্রয়োজন কথায় নহে।

একদা এক পাচক ব্রাহ্মণ কোন বন্ধুর আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণে গেলেন, যাইবার সময় রন্ধন-শালার বিশ্বস্ত বিড়ালকে কহিলেন, তুমি সাবধানে চৌকি দিবে, থালার বড় ভাজা মাছটি যেন ইন্দুরে না খায়। কিন্তু নিমন্ত্রণ রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, তিনি রান্নাঘরের অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন, এক স্থানে উক্ত মৎস্যের খানিকটা মাথা এবং অপর স্থানে খানিকটা লেজ পড়িয়া রহিয়াছে; বিড়ালটা সচ্ছন্দে মৎস্যের অপরাংশ এক কোণে বসিয়া ভক্ষণ করিতেছে। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণের ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, বাকপটুতা প্রকাশ করিয়া তিনি বিড়ালকে এইরূপ মিষ্ট ভৎসনা করিতে লাগিলেন, " রে দুর্ব্বৃত্ত! তুই কেমন করিয়া এরূপ ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিলি, এরূপ কর্ম্ম করিতে তোর কি লজ্জা হইল না, আমাকে ফাঁকি দিতে চাহিলে কি হইবে, গৃহের ভিত্তি সকল তোর দুষ্কর্ম্মের যে সাক্ষ্য দিতেছে, ইহা কি তোর মনো-মধ্যে একবার উদয় হইল না। বিড়াল জাতির

মধ্যে তুই শান্তমূর্ত্তি এবং ধীর স্বভাবের একটি উপমা স্বরূপ ছিলি, এখন তোকে প্রতিবাসীগণ চৌরাপবাদ দিবে, তাহারা বহুভুক নেকড়িয়া ব্যাঘ্রকে যেরূপ দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তোকেও দেখিলে সেইরূপ দূর দূর করিয়া তাড়াইবে। বিড়াল সদ্বক্তা ব্রাহ্মণের বক্তৃতা সকল ভালরূপে শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে করিয়া সে বড় একটা উৎকণ্ঠিত হইল না, বরং তিনি যখন বাক্য-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে ছিলেন, সে তখন আগ্রহাতিশয় সহকারে ভোজন করিয়া, বড় ভাজা মাছ-টিকে নিঃশেষিত করিল।

অপবাদকদিগের বাক্য সর্পবিষ অপেক্ষাও দূষণীয়।

ভূতেও কখন কখন ন্যায়পরায়ণ হয়। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে তাহা সুপ্রকাশিত হইবে। একদা নরককুণ্ডবাসী এক সর্পের সহিত একজন পর-নিন্দুকের বিবাদ উপস্থিত হইল, মানবজাতির অনিষ্ট সাধন বিষয়ে প্রাধান্য কাহার হয়? অপবাদক প্রথমে আপনার জিহ্বা দেখাইয়া নিজ প্রাধান্য সপ্রমাণ করিতে চাহিলে, সর্প তাহার বিষদন্ত দেখাইয়া তাহাকে পরাভব করিবার চেষ্টা পাইলং। উভয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত, পরস্পর বাক্যব্যয় ছাড়িয়া গালাগালি করিবার উপক্রম করে, এমন সময়ে একটা ভূত তথায় উপনীত হইয়া, অপ-বাদকের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সর্পকে কহিল,

"হে সর্প! তোমাদিগের নাশক দন্ত স্পর্শ হইবা মাত্র জীবের প্রাণ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তোমাদের বিষের সীমা আছে, দূরস্থিত লোককে তোমরা আহত বা ক্ষত করিতে পার না। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী অপবাদকের জিহ্বার কাছে তুমি কোথায় লাগ, উহা পর্ব্বত ও সমুদ্রকে বাধা না মানিয়া পরের অপবাদ করে। এজন্য আমি মনুষ্যের অনিষ্ট সাধন বিষয়ে অপবাদকের প্রাধান্য দিলাম।

চকমকি প্রস্তর ও হীরা, অথবা আত্মশ্লাঘার ভৎর্সনা।

একদা এক খণ্ড অমূল্য হীরক পথে পড়িয়াছিল, এক জন বণিক তাহা দেখিতে পাইয়া যত্ন পূর্ব্বক কুড়াইয়া রাজধানীতে লইয়া গেল। অমন বহুমূল্য হীরা আর কে লয়? তত্রত্য রাজা স্বয়ং তাহা ক্রয় করিয়া, স্বর্ণে মণ্ডিত করত আপন রাজমুকুটে বসাইলেন। হীরায় এতাদৃশ সৌভাগ্য দর্শনে, একখান চকমকি পাথরের ঈর্ষা উপস্থিত হইলে, সে এক জন পথিককে দেখিয়া বিনীত ভাবে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি আমারে তুলিয়া লইয়া রাজধানীতে চলুন। আমিও প্রস্তর এবং হীরকও প্রস্তর, উভয়েই বহুকাল এই পথে পড়িয়া রহিয়া ছিলাম, হীরক এখন রাজমুকুটের ভূষণ হইয়া পরম সুখে ও মহা সম্ভ্রমে কালযাপন করিতেছে, আমি পথি মধ্যে থাকিয়া রৌদ্র এবং বৃষ্টি হেতু দুঃখ পাইতেছি। শুনুন

মহাশয়! কোন আপত্তি করিবেন না, আমাকে সহরে লইয়া গেলে আপনকার যথেষ্ট অর্থ লাভ হইবে, এবং আমিও হীরার ন্যায় সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব। এই কথাতে পথিক সম্মত হইয়া চকমকি পাথরকে সহরে লইয়া গেল, গিয়া হীরকের ন্যায় তাহাকে বিক্রয় করিবার জন্য ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ একটি পয়সাও দিয়া তাহা ক্রয় করিল না; বরং বহু মূল্য চাওয়াতে লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিল, সুতরাং পথিক তাহাতে সাতিশয় লজ্জিত হইয়া চকমকি পাথরকে দূর করিয়া পথে ফেলিয়া দিল, তখন তাহার আত্ম গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়াতে, সে পূর্ব্বে যে দশায় ছিল এখনও সেই দশা প্রাপ্ত হইল।

খেঁকশিয়াল এবং পার্ব্বত্য ছাগ, অথবা কপট বন্ধু।

একদা এক সিংহ সক্রোধে উপত্যকা-মধ্যবর্ত্তী এক পার্ব্বত্য ছাগের পশ্চাদ্ধাবমান হইল। তাহাকে ধরে আর কি, বড় একটা বিলম্ব নাই, কার্য্য সিদ্ধির প্রায় নিশ্চয় হইয়াছে, সিংহের ভবিষ্যতে ভোজন আশাও বলবতী। এমত সময়ে একটা গভীর খাত তাহাদের সম্মুখে পড়িল, পার্ব্বত্য ছাগ স্বভাবতঃ তীরের ন্যায় দ্রুতগামী; তাহাতে আবার সে প্রাণভয়ে আকুলিত এবং কম্পিত কলেবর হইয়াছিল, সুতরাং মরিয়াছি, না মরিতে আছে, এই জ্ঞান করিয়া সে প্রাণপণে একেবারে

এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খাতের পর পারে চলিয়া গেল। লম্ফ দিলে পাছে বিপদ ঘটে, এই সন্দেহ প্রযুক্ত সিংহ গতি নিরুদ্ধ করিয়া বিলম্ব করিতেছে; এমত সময়ে তাহার প্রিয়মিত্র খেঁকশিয়াল তাহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, কি সখে! এতাদৃশ তেজস্বী এবং বলবন্ত হইয়া তুমি ঘৃণার্হ পার্ব্বত্য ছাগটাকে ছাড়িয়া দিলে। খাতটা প্রশস্ত দেখিয়া ভয় পাও কেন? তোমার যে অসীম শক্তি, প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া প্রাণপণ পূর্ব্বক যত্ন করিলেই তুমি অবশ্যই পর পারে যাইবে। আমি তোমাকে বিপদে ফেলিতে চাহি না, কিন্তু বন্ধুত্ব আছে বলিয়া সত্য কহিতেছি, তোমার ক্ষমতাতে না হয় এমন কোন কার্য্যই নাই। এই সকল বাক্যে সিংহের শোণিতে যেন নূতন সজীবতার আবির্ভাব হইলে, সে পরপারে যাইবার নিমিত্ত সমস্ত বলের সহিত এক লম্ফ প্রদান করিল। বৃথা চেষ্টা! যেমন করিল অমনি খাতের গভীর স্থানে পড়িয়া তাহার সমস্ত শরীর একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল।

পাঠকগণ! যদি জিজ্ঞাসা কর পরামর্শদাতা বন্ধু খেঁকশিয়াল সিংহের এতাদৃশ বিপদ-সময়ে কি করিয়াছিল? করিবে আর কি! সে সাবধান হইয়া সতর্কভাবে আস্তে আস্তে খানার ভিতর নামিল? দেখিল এখন অপর চেষ্টা বৃথা হইবে, অতএব কপট বন্ধুর শেষ কালের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাই নিষ্পাদন করিল। সে এক মাস কাল খাবার জন্য অন্য কোন উদ্যোগ করিল না, সিংহের মৃত দেহ সচ্ছন্দ পূর্ব্বক খাইয়া মাঁসাতিপাত করিল।

তিন জন চাসা, অথবা রাজনীতি সম্পর্কীয় তর্ক।

রুসিয়া দেশস্থ তিন জন চাসা এক দিন রাজধানী সেন্টপিটর্ধ্‌সবর্গের বাজারে কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। কাঠ বেচিয়া আসিতে আসিতে রাত্রি উপস্থিত হইলে, তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারিল না, এক পান্থশালায় রাত্রি যাপন করিল। স্বভাবতঃ পরিশ্রমী লোকেরা বহ্বাহারী, উদর পূর্ণ না থাকিলে তাহারা সচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারে না। অতএব ক্ষুধায় কাতর হওয়াতে তাহারা খাদ্যান্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া আধ-খান পাউরুটী, অল্প ঝোল এবং খানিকটা ছাতুর মণ্ড ব্যতীত আর কিছুই পাইল না। সেন্ট পিটরস্‌বর্গের লোকের পক্ষে তাহা কোন মতেই মুখপ্রিয় উপযুক্ত খাদ্য নহে, না হউক, এমন অসময়ে তাহারা ভাল খাবার জিনিস কোথায় পায়! অতএব উদর পূর্ণ হউক বা না হউক, ঐ আধখানি রুটী তাহারা তিন জনে ভাগ করিয়া খাইতে বসিল। আর বসিবার সময় স্বদেশের রীত্যনুসারে তিনবার তিনটী ক্রুশ চিহ্ন করিল। উক্ত তিন জন চাসার মধ্যে একজন অতি ধূর্ত্ত-স্বভাব ছিল, সে দেখিল ভাগ করিয়া খাইলে পর্য্যাপ্ত রূপ আহারের তো কোন উপায় নাই, এ সময়ে বল প্রকাশ করাও চলে না, অতএব চাতুর্য্য করাই বিধেয়। এই বিবেচনায় সে একজন অনুষঙ্গী বন্ধুকে কহিল,

ভাই টমী! তুমি জান এ ব্যক্তিকে এবার মস্তক মুণ্ডন* করিতে হইবে; চীনদেশীয় লোকেরা, আমাদিগের রুষীয় সম্রাটকে চায়ের জন্য রাজকর দিতে চায় নাই, এজন্য যুদ্ধার্থ তিনি বহুল সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। অপর দুই জন চাসা, লেখা পড়া জানাতে মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্র পড়িত, এই কথাতে তাহারা সাতিশয় চিন্তিত হইয়া, উভয়ে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, অমন দূর দেশে সৈন্য প্রেরণ কিরূপে সুবিধা হয়? সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণ করণের উপযুক্ত ব্যক্তি কে? দেশের মঙ্গল চেষ্টায় তাহারা রাজনীতি বিষয়ক এইরূপ নানা কথোপকথনে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বজাতির সৌভাগ্য সাধনে তাহারা উভয়ে এইরূপ ব্যাপৃত আছে, ইত্যবসরে তৃতীয় ধূর্ত্ত ব্যক্তি ঝোল ছাতুর মণ্ড এবং রুটী সমস্ত খাদ্য সামগ্রী আহার করিয়া উদর পরিতৃপ্তি করিল।

পাঠকগণ! স্বদেশ বিষয়ে তাচ্ছীল্য করিয়া বিদেশ সংক্রান্ত নানা কথা কহে এমন অনেক বাচাল লোক আছে, চীনদেশে অগ্নি লাগিয়াছে তাহারা পরিষ্কার রূপ দেখে, কিন্তু আপনাদের বসতি গৃহ যে অনল দ্বারা ভস্মীভূত হইতেছে, ইহা তাহারা একবারও অনুভব করে না!

---

* রুসিয়া দেশস্থ কৃষকদিগের মস্তকের লম্বা কেশ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে, সৈন্য শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলে ঐ সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিতে হয়।

শাসনকর্ত্তা হস্তী, অথবা নির্ব্বোধ মাজিষ্টর হইলে অনিষ্টোৎপত্তি হয়।

বিজ্ঞতা বিহীন যে কর্ত্তৃত্ব সে কর্ত্তৃত্ব বদান্যশীল হইলেও তাহাতে লাভ কিছু হয় না, বরং অনিষ্টেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একদা এক বৃহদরণ্যের শাসনকর্ত্তা একটী হস্তী নিযুক্ত হইল, প্রকাণ্ড শরীর বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি কিছু মাত্র ছিল না, আর সে এমনি দয়াশীল ছিল যে বনের একটী মাছিও তদ্দ্বারা নষ্ট হইত না। এক দিন মেষগণ তৎসমক্ষে আসিয়া এই অভিযোগ করিল, মহাশয়! নেকড়িয়া ব্যাঘ্রদিগের অত্যাচারে বনের ধারে আর আমরা চরিতে পারি না, উহারা প্রহার করিয়া আমাদিগের গাত্রের চর্ম্ম পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলে। এই অভিযোগ শ্রবণে দয়ালু শাসনকর্ত্তা ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া নেকড়িয়াদিগকে ডাকাইলেন, আর বলিতে লাগিলেন রে পাজি! রে দুর্ব্বৃত্ত দল এরূপ অসদাচার করিতে তোদের কে অনুমতি দিল? নেকড়িয়ারা, সসম্ভ্রমে তাহাকে নমস্কার করিয়া বিনীত ভাবে কহিল, ধর্ম্মাবতার! ক্ষমা করুন, আপনকার আজ্ঞার বহির্ভূত কর্ম্ম আমরা কদাচ একটী করি নাই। গত বৎসর শীতকালে দারুণ শীত প্রযুক্ত যখন আমরা দুঃখ পাইতেছিলাম, তখন দুঃখের অবস্থা মহাশয়কে জ্ঞাত করাতে, আপনিই আমাদিগকে অনুমতি করিয়াছিলেন, যে, মেষের লোম লইয়া তোমরা উষ্ণ বস্ত্র নির্ম্মাণ কর, সেই অনুমত্যনুসারে আমরা এক একটী মেষের লোম লই, ইহাতেও তাহারা আপনকার কাছে

আসিয়া আপত্তি প্রকাশ করে। হস্তী বলিল ভাল, আমি অন্যায় আজ্ঞা কখন দিব না, পূর্ব্বে তোমরা এক একটী মেষের যেরূপ লোম লইতে, এখনও সেইরূপ লইও, কিন্তু তদ্ভিন্ন উহাদিগের গাত্র হইতে যদি এক তোলা পশম লও, তবেই তোমরা আমার অত্যন্ত বিরাগ-ভাজন হইবে। তাহাতে নেকড়িয়ারা আহ্লাদিত হইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, যে আজ্ঞা মহাশয়! আমরা লোম লইব, পশম কখন স্পর্শ করিব না। লোম, পশম, একই বস্তু, নির্বুদ্ধি শাসনকর্ত্তার এ জ্ঞান থাকিলে, মেষদিগের অনিষ্ট নিবারণ অবশ্যই হইতে পারিত।

মধুচক্র দর্শক ভল্লুক, অথবা মন্দ বিচারককে শাসন করা দুঃসাধ্য।

একদা বসন্ত কালে মধুচক্র মধুশূন্য হওয়াতে, সমস্ত পশু সংমিলিত হইয়া এক জন তত্ত্বাবধারক দর্শক নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিল। সম্ভ্রান্ত পদ জানিয়া অনেকেই এ কর্ম্ম প্রার্থনা করিল বটে, কিন্তু কাহাকেও না দিয়া সুপ্রসিদ্ধ মধুপ্রিয় ভল্লুককেই মনোনীত করা হইল। এক দিন ভল্লুক তত্ত্বাবধান করিতে গিয়া মধুচক্র হইতে মধু লইয়া আপন গহ্বরে পলায়ন করিতেছে, একটা পশু ইহা অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাতে ভল্লুকের অপবাদের আর

সীমা রহিল না, বনের সমস্ত পশু তাহার বিপক্ষ হইয়া তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। তখন বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে, এই দণ্ডাজ্ঞা হইল, যে, প্রতি বৎসর শীতকালে সে পর্ব্বত গহ্বরে কারারুদ্ধ থাকিবে। ভল্লুক ইহাতে আপত্তি করিয়া অনেক প্রতিবাদ করিল বটে, কিন্তু মহাপরাধী বলিয়া কেহ তৎ কথায় কর্ণপাত করিল না। না করুক, সে সংগৃহীত মধু সঙ্গে লইয়া গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং গোপন ভাবে সেই মধু খাইয়া স্বচ্ছন্দে শীতকাল অতিপাত করিল *।

ক্ষুদ্র নদী, অথবা অপকর্ম্মের সুযোগ অভাবে নির্দ্দোষিতা।

একদা এক মেষপালক সাতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করত এক ক্ষুদ্র প্রবাহের নিকটে গিয়া অভিযোগ করিয়া বলিল, মহানদীর দৌরাত্ম্যে আমি আর তিষ্ঠিতে পারি না, উহার স্রোতে আমার মেষ-শাবকগণ নষ্ট হইয়াছে। মেষ পালককে অশ্রু বিসর্জন করিতে দেখিয়া ক্ষুদ্র প্রবাহের অন্তঃকরণে এককালে ক্রোধ ও দয়া উভয়েরই সঞ্চার হইল। তখন নদীকে উদ্দেশ,

---

* ভূতপূর্ব্বকালে রুসিয়া দেশের মহা ধনাঢ্য কুলীনবর্গ হীন অপরাধে অপরাধী হইলে, তাঁহাদের সম্পত্তি রাজ আজ্ঞায় কিছু দিন আবদ্ধ থাকিত। ক্রীলফ ঐ দণ্ড লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় এই গল্প লিখিয়াছেন।

করিয়া সে মৃদুস্বরে এই কথা বলিতে লাগিল, হা! নিষ্ঠুর মহা নদী! তোমার তরঙ্গ আমার মত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ নহে, তুমি বহুসঙ্খ্যক জীব জন্তু ও মানব দেহকে আপন অতলস্পর্শ গভীর স্থানে লইয়া গিয়া প্রাণ বিনাশ কর। পরমেশ্বর যদি দয়া করিয়া আমার অগভীর অল্প-জল-বিশিষ্ট প্রবাহকে তোমা সদৃশী মহা নদী করিতেন, তবে আমি কেমন শান্ত শিষ্ট ও নম্র স্বভাব হইতাম; কি কৃষকদিগের পর্ণকুটীর কি কুক্কুটী-দিগের কোমল পালক, আমা দ্বারা কাহারও কোন অনিষ্ট হইত না। আমি দ্রবীভূত রৌপ্য-বারির ন্যায় প্রীতিপ্রদ উপত্যকার মধ্য দিয়া যাইব, মহা-সাগরের গভীর সলিলে গিয়া যে পর্য্যন্ত আমার জল সংমিশ্রিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমার শুভ্রবর্ণ রৌপ্য ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস হইবে না।

ক্ষুদ্র নদীতো এই প্রকার বলিয়া, আপন প্রকৃত মনোগত ভাব প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু অষ্টাহ বহির্ভূত না হইতে হইতে শূন্য মার্গে ঘোরতর কৃষ্ণ-বর্ণ মেঘের সঞ্চার হইল, তাহাতে ক্রমাগত দিবা রাত্রি অতিবৃষ্টি হওয়াতে পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া তদুপরিস্থিত জল বেগবতী স্রোতের ন্যায় ক্ষুদ্র নদীতে পড়িল। তখন ঐ ক্ষুদ্র নদী মহা নদীর ন্যায় একেবারে পরিপূ-রিত ও প্লাবিত হইল, সমুদ্র তরঙ্গ সদৃশ তাহার বন্যাতে তীরস্থিত বহুকালের বড় বড় বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপা-টিত হইয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। উহার পার্শ্ববর্ত্তী তিন চারি রসি পর্য্যন্ত ভূমি ভাঙ্গিয়া জল-সাৎ হইল, তত্রত্য লোকদিগের ঘর দ্বার কিছুই

রহিল না, যে মেষপালকের প্রতি দয়া করিয়া ক্ষুদ্র নদী মহানদীকে ইতিপূর্ব্বে অত তিরস্কার করিয়াছিল, সেই মেষপালক মেষপাল শুদ্ধ প্রাণে নিহত হইল। তাহার ঘরের ভিত্তি এবং বৃক্ষ সকলও উৎপাটিত হইয়া জলে ভাসিয়া গেল।

অনেক ক্ষুদ্র নদী মৃদু ও শান্তভাবে বহিয়া যাইয়া মনোহর কল কল ধ্বনি দ্বারা মানব জাতির কর্ণ-সুখ প্রদান করে বটে, কিন্তু সময় পাইলে তাহারাই আবার দেশ বিধ্বংস করে। যত দিন তাহাদিগের মধ্যে গভীর জল না হয়, তত দিন তাহারা তত্তীরবাসী লোকদিগের প্রীতিপ্রদ হয়।

পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ এবং চোর, অথবা দুর্বৃত্তের দয়া।

একদা পল্লীগ্রামবাসী এক জন গৃহস্থ হস্তে একটি গাভী এবং দুগ্ধভাণ্ড ক্রয় করিয়া নিবিড় বনের মধ্য দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। এমন সময়ে এক জন চোর দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করত তাহার হস্ত হইতে গাভী ও দুগ্ধভাণ্ড উভয়ই কাড়িয়া লইল। তখন গৃহস্থ চাসা ক্রন্দন করিতে করিতে চোরকে বলিতে লাগিল, ভাই! দয়া কর, গাভীটি লইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, আমি এক বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম করিয়া মাসে

মাসে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়া এই গাভী ক্রয় করিয়াছি। তুমি ইটি বলপূর্ব্বক লইলে আমার যার পর নাই মনোদুঃখ হইবে। চাসার এই মর্ম্মভেদী কথা শুনিয়া চোরের অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইলে, সে তাহাকে বলিল; "কৃষক! তুমি ক্রন্দন করিও না, হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিলে গাভীটি বিক্রয়ের পক্ষে উত্তম, আমি এখানে উহার দুগ্ধ-দোহন করিতে চাহি না, অতএব দুগ্ধ ভাণ্ডটি ফিরিয়া দিতেছি, তুমি উহা লইয়া সুখে গৃহে গমন কর।

—o—

মেঘ, অথবা বদান্যতার অবিধেয় ব্যবহার।

গ্রীষ্মের প্রাবল্য প্রযুক্ত একবার কোন দেশ সূর্য্যোত্তাপে জ্বলিয়া গিয়াছিল, বারিপূর্ণ একখান ঘন মেঘ ঐ দেশের উপরিভাগ দিয়া চলিয়া গেল। তথাপি উহাঁর শুষ্ক ভূমিতে বিন্দুমাত্র বারি বর্ষণ করিল না। সমুদ্রের উপরিভাগে গিয়া ঐ মেঘ স্থগিত হইলে, উহার সমস্ত বৃষ্টি অর্ণবে পতিত হইল। অনন্তর মেঘ পর্ব্বতের নিকট গমন করিয়া আপন বদান্যতা গুণের আপনি শ্লাঘা করিতে লাগিল। তৎশ্রবণে পর্ব্বত তাহাকে উত্তর প্রদান করিল, ভাই! তোমার দানশীলতার সৌরভ কিছুমাত্র নাই, অপাত্রে দান করিয়া তুমি আবার অহঙ্কার করিতেছ! জলাভাবে যে দেশ শুষ্ক হইয়া মরিতেছে, তাহাতে যদি তুমি বারি বর্ষণ

করিতে, তবে দেশের লোক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ-যন্ত্রণা সহ্য করিত না, তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা হইত। কিন্তু যে সমুদ্র অপরিমেয় অগাধ জলে পরিপূর্ণ, বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে জলের ইয়ত্তা করিতে পারে না, তাহাতে তোমার বারি বর্ষণে ফল হইল কি?

সাহায্য লাভে যাহাদিগের বিশেষ উপকার হয় না, যাহাদের পক্ষে ঐ সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে, তাহাদিগকে সাহায্য করিলে প্রকৃত দরিদ্র লোক-দিগের অনিষ্ট করা হয়।

—০—

প্রথমাবস্থায় গর্দ্দভদিগের কাঠ বিড়ালের আকার, অথবা ভীরু লোকের পদবৃদ্ধি অনিষ্টের কারণ হয়।

কথিত আছে, প্রথমাবস্থায় গর্দ্দভের আকার কাঠ-বিড়ালের ন্যায় ছিল, এবং এখন যেরূপ শব্দ করে তখনও সেইরূপ চীৎকার শব্দ করিত। এমন জঘন্য জন্তুকে ভ্রমেও কেহ দেখিতে ইচ্ছা করিত না। গর্দ্দভ এই ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইয়া কার্য্য দ্বারা আপনাকে একটি প্রসিদ্ধ জন্তু করিতে ইচ্ছা করিল বটে, কিন্তু অভিমান প্রযুক্ত সে যাহা অভিলাষ করিল, অসদৃশ ক্ষুদ্রাকার প্রযুক্ত সে অভিলাষ তাহার সিদ্ধ হইল না, বরং পশু-সমাজে আরো তাহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইল।

অতএব সে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে প্রভো! এ দীন হীনের প্রতি একবার আপনি সকরুণ নেত্রে করুণা দৃষ্টি করুন, আমা ব্যতীত আপনি সকল পশুকেই সম্ভ্রান্ত পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। গোবৎসের শরীরের ন্যায় যদি আমার শরীর করিতেন, তবে ব্যাঘ্র ভল্লূক প্রভৃতি দুরন্ত পশুগণ আমার কাছে চুঁ শব্দ করিতে সক্ষম হইত না। উহারা সকলেই আমাকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিত, সুবিখ্যাত হইয়া আমি সকলকার নিকট সম্ভ্রান্ত এবং সমাদৃত হইতাম। গর্দ্দভ প্রতিদিন বিধাতার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিত, তাহার ঘোঙানী বিধাতা আর সহিতে পারিলেন না, ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া তাহার কামনানুরূপ বর প্রদান করিলেন, তাহাতে ক্ষুদ্র গর্দ্দভ হঠাৎ একটি বৃহদ্‌গর্দ্দভ হইয়া উঠিল।

বিধাতার প্রসাদে গর্দ্দভ দীর্ঘাকার হইলে, আপন স্বাভাবিক উচ্চ কর্কশ শব্দ এবং লম্বা উন্নত কর্ণ দ্বারা বনবাসী পশুগণের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল, বিশেষ তাহারা তাহার দন্ত দেখিলে কম্পিত-কলেবর হইত। কিন্তু অচিরে তাহারা জানিতে পারিল যে সে অপর কোন ভয়ানক পশু নহে, ভূতপূর্ব্বের ক্ষুদ্র গর্দ্দভ কেবল বৃহদাকার হইয়াছে; অতএব সকলে সংমিলিত হইয়া তাহাকে জল আনয়ন কর্ম্মে নিযুক্ত করত দণ্ড প্রদান করিল।

ক্ষুদ্রস্বভাব নীচাশয় ব্যক্তি ভদ্র-সমাজে সমাবিষ্ট হইলেও মহৎ ও ভদ্র হইতে পারে না।

দুইটি কুক্কুর, অথবা সৌভাগ্য নীচের প্রতিই কৃপাদৃষ্টি করে।

একদা বারবো নামে একটি প্রহরী বিশ্বস্ত বৃদ্ধ কুক্কুর বহুকালের পরিচিত জঙ্গো নামা একটি ক্ষুদ্র-মূর্ত্তি প্রিয়দর্শন কুক্কুরের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ করিল। জঙ্গো তখন জানালার পার্শ্বস্থিত একটি মনোহর শয্যায় উপবেশন করিয়া রাজপথের লোক সকল দেখিতেছিল। বারবো জঙ্গোকে দেখিয়া সহর্ষচিত্তে বলিতে লাগিল, ভাই জঙ্গো, আজি কালি তোমার কেমন চলিতেছে, আমরা উভয়ে তো একই প্রভুর বাটীতে পড়িয়া থাকিতাম, আহরাভাবে বহু দিন আমাদিগকে উপবাস করিতে হইত, এখন তোমার সে সব দিন মনে পড়ে কি না? জঙ্গো উত্তর করিল, এখন আমি স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছি, অসন্তোষের কারণ কিছু নাই, যখন যাহা প্রয়োজন হয়, প্রভু আমাকে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। ভৃত্যেরা রূপার বাসনে আমাকে আহার করিতে দেয়, আমি সতত প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকি, রাত্রিকালে তাঁহার সুকোমল শয্যায় আমি নিদ্রা যাইয়া থাকি। জঙ্গো জিজ্ঞাসা করিল, আমার কথা তো শুনিলে, ভাল তোমার অবস্থা কিরূপ? বারবো লাঙ্গুল এবং মস্তক অবনত করিয়া উত্তর করিল, হায়! পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়া ছিলে এখনও সেইরূপ আছে, কিছু মাত্র পরিবর্ত্ত হয় নাই। আমি প্রহরী কুক্কুর, অপর জাগরূক কুক্কুরদিগের ন্যায় শীত ও ক্ষুধার জ্বালা আমাকে

নিরন্তর সহ্য করিতে হয়, বেড়ার নিম্ন ভাগ আমার নিদ্রা যাইবার স্থান, বৃষ্টি হইলে আমি জল কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি কাঁপিতে থাকি, যদি কাতরতা হেতু অসময়ে চীৎকার করি, তবে তখনই আমাকে নিদারুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি তুমিতো জঘন্য ক্ষুদ্র জন্তু, কিসে তোমার এমন সৌ-ভাগ্য হইল? তোমা অপেক্ষা শতগুণে আমি বৃহৎ ও বলবান্ হইয়াও দিবারাত্রি এত দুঃখ পাই কেন? তুমি তোমার প্রভুর জন্য কি কর্ম্ম করিয়া থাক? জঙ্গো উত্তর করিল, কি আশ্চর্য্য প্রশ্নই তুমি জিজ্ঞাসা কর, কি আর করিব? আমি পশ্চাৎ দুই পদে দণ্ডায়-মান হইয়া লম্ফ ক্রীড়া এবং সোহাগ করিতে করিতে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই, আমাকে দেখিয়া কত লোকে চমৎকৃত হইয়া প্রশংসা করিতে থাকে। পাঠকগণ! কোন গুণ নাই এমন কত লোক, ক্ষুদ্র মূর্ত্তি প্রিয়দর্শন কুক্কুরের ন্যায় এই পৃথিবীতে সৌভাগ্যশীল ও কৃত-কার্য্য হয়, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তোষামোদ করা তাহা-দের শ্রীবৃদ্ধির মুল কারণ জানিবে।

পিঞ্জর স্থিত কাঠবিড়াল, অথবা অনর্থক পরিশ্রম।

একদা এক পল্লীগ্রামে কোন পর্ব্বাহ প্রযুক্ত লোক সকল একদিন কর্ম্মে অবসর পাইয়া প্রকাশ্য রাজপথে আমোদ প্রমোদ করিতেছিল। একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার জানালায় ঝুলান ঘূর্ণায়মান গোল পিঞ্জরে এক সুদৃশ্য কাঠবিড়াল

আশ্চর্য্যরূপ অঙ্গ সঞ্চালন করিতেছিল, তাহারা কৌতু-
হলাক্রান্ত হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। কাঠবিড়া-
লের চামর সদৃশ ঝাঁকড়া লেজটি উন্নতভাবে মস্তক ও
কর্ণের উপর লাগিয়া যেন ছত্রদণ্ড হইয়াছিল, তাহার
পা সকল এমনি দ্রুত বেগে সঞ্চালিত হইয়া পিঞ্জরের
চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিতেছিল, যে, হঠাৎ তাহা অপ-
রের নেত্রগোচর হয় না। লোকের ভিড় দেখিয়া
একটি শালিক পক্ষী তথায় উপস্থিত হইয়া এক বৃক্ষশা-
খায় উপবেশন করত কাঠবিড়ালের তামাসা দেখিতে
লাগিল, কিন্তু অপর লোক যাদৃশ মোহিত হইয়াছিল,
সে তদ্রূপ হয় নাই। শালিক বিরক্তি ভাব প্রকাশ
করিয়া কাঠবিড়ালকে কহিল, তুমি ও কি কাজ করি-
তেছ? কাঠাবিড়াল উত্তর করিল, "হায়! ও দুঃখের
কথা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? আজি সমস্ত দিন
আমাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, যে মহান
ধনাঢ্য লোকের ভৃত্য-কর্ম্মে আমি নিযুক্ত আছি,
তাঁহার কর্ম্ম করিতে করিতে আমার মস্তকের ঘর্ম্ম পদ-
তলে পতিত হয়, ভোজন পান এবং নিশ্বাস ফেলিতে
একটু অবকাশ পাই না।" এই কথা বলিয়া কাঠ-
বিড়াল পুনর্ব্বার পিঞ্জর মধ্যে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।
শালিক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময় এই কথা
বলিয়া গেল, "যা বলিতেছ তা সত্য, তোমার বিষয়
এখন আমার স্পষ্টানুভব হইয়াছে, তুমি দৌড়াও,
তুমি দৌড়াও, তুমি সতত দৌড়িয়া থাক, কিন্তু যে খান-
কার সেই খানেই আছ, জানালা হইতে এক হাত
সরিয়া যাইতে তোমার সামর্থ্য নাই।

অনেক মনুষ্য পরিশ্রম করে বটে, কিন্তু পদোন্নতি কিছুই করিতে পারে না, ঘূর্ণায়মান গোল পিঞ্জরস্থিত কাঠ বিড়ালের ন্যায় কেবল ঘুরিয়া মরে।
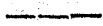
প্রস্তর এবং বৃষ্টি, অথবা কর্ম্মণ্যতা বহুকাল কর্ম্ম করিলেই হয় না।

একদা এক খান প্রস্তর বহুকাল ক্ষেত্রে পড়িয়াছিল। হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি দ্বারা ক্ষেত্রের মৃত্তিকা আর্দ্র হওয়াতে কৃষকেরা আনন্দ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রস্তর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি নির্ব্বোধ! এক কি দুই ঘন্টা কাল বৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহাতেই তোমরা এত আনন্দ ও কলরব করিতেছ। শান্ত স্বভাব সুশীল ঋষিদিগের ন্যায় আমি এখানে এক যুগ কাল পড়িয়া রহিয়াছি। চিনিতে না পারিয়া এক অসভ্য চাসা আমাকে এখানে হস্ত দ্বারা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, তথাপি তোমরা কেহ আমাকে ধন্যবাদ বা নমস্কার করিতেছ না। বুঝিলাম, এ ঘৃণার্হ জগতে কৃতজ্ঞতার লেশ মাত্র নাই।

ক্ষেত্র-স্থিত একটা কৃষী প্রস্তরের এই সকল কথা শ্রবণে রুষ্ট হইয়া কহিল, "জিহ্বা সম্বরণ কর," পাগলের মত মিছা বক বক করিয়া বকিও না। এই ক্ষেত্র সূর্য্যোত্তাপে অগ্নিদগ্ধবৎ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল,

বৃষ্টি দ্বারা অত্রত্য উদ্ভিজ্জ সকল যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, কৃষকদিগের ফল লাভের আশা বলবতী হইয়াছে। তুমি বহুকাল এই ক্ষেত্রে আলস্যে কালযাপন করিয়া বল কি উপকার করিয়াছ? তুমি কেবল পৃথিবীর দুর্ব্বহ ভার ব্যতীত আর কিছুই নহ।

রাজকর্ম্মচারী অনেক ব্যক্তি স্ব স্ব অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া অনেক বার বলিয়া থাকেন, যে, আমি ত্রিশ বৎসর এই কর্ম্ম করিতেছি, পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবার যথার্থ যোগ্য লোক হই; কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে, তাঁহাদিগের কার্য্য উক্ত অকর্ম্মণ্য প্রস্তরের ন্যায় অনর্থক বই আর কিছুই বোধ হয় না।

—o—

ধন বিভাগ, অথবা ঘরে আগুন লাগিলে বিবাদ করা।

একবার জন কয়েক বণিক পরস্পর নিয়মানুসারে অর্থ প্রদান করিয়া সংমিলিত ভাবে একটি ব্যবসায় করিয়াছিল। এই বাণিজ্যে তাহাদিগের বহু অর্থ লাভ হইলে, তাহারা লাভের ধন বিভাগ করিয়া লইতে মনস্থ করিল। ধন বিভাগ করিতে গেলেই প্রায় বিবাদ উপস্থিত হয়। লাভের অঙ্কে কে কত টাকা পাইবে, পরস্পর বহুক্ষণ ধরিয়া তাহারা এই বিবাদ করিতেছে, এমত সময়ে হঠাৎ একটা কলরব ও চীৎকার শব্দ উঠিল, যে, কুঠি বাড়ীর গুদাম ঘরে আগুন লাগিয়াছে, বাণিজ্য দ্রব্য পুড়িয়া যায়, রক্ষা করি-

বার ইচ্ছা হয় তো শীঘ্র দৌড়িয়া আইস। এই কথা শুনিবামাত্র এক জন বণিক কহিল, অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে আমরা হিসাব মিটাইয়া ফেলিব, এখন বাণিজ্য দ্রব্য কিসে রক্ষা হয় তাহার উপায় করা যাউক। অপর ব্যক্তি অমনি বলিল, "বটেই তো, হাজার টাকা না দিলে আমি কখন যাইব না।" তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "দুই সহস্র মুদ্রা আমার যথার্থ প্রাপ্য, তাহা হইলে, যে নিয়মে আমি মূল ধনের অংশ দিয়াছি তদনুসারে হিসাব ঠিক হয়।" অন্যেরা চীৎ-কার শব্দ করিয়া কহিল, "তোমাদিগের প্রস্তাবে আমরা কখনই সম্মত হইতে পারিনা, কেমন করিয়া এবং কেনই বা তোমরা অতো টাকা পাইবে অগ্রে তাহার কারণ জানিতে চাহি, মূল ধন কত টাকা? কত টাকাই বা লাভ হইয়াছে? গুদামে কত টাকার মাল আছে? দেনা পাওনা বাদ লাভের অঙ্কে অবশিষ্ট কত টাকা থাকিবে? এইরূপ তর্ক বিতর্ক ও বিবাদ করিতে করিতে, বাণিজ্য-দ্রব্য যে অগ্নি লাগিয়া দগ্ধ হইতেছিল, তাহারা তাহা একেবারে ভুলিয়া গেল। তাহাতে অগ্নি সমস্ত দ্রব্য ভস্মসাৎ করিয়া ক্রমে কড়িকাট পর্য্যন্ত ধরিল, সমস্ত বাটী বহ্নিশিখায় দেদীপ্যমান এবং ধূমও পর্ব্বতাকারে শূন্য মার্গে উড্ডীয়মান হইল, খট্ খট্ ফট্ ফট্ বিকট শব্দে ছাদ ও কড়িকাট ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তখন বণি-কেরা চৈতন্য পাইয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিল বটে, কিন্তু উঠিতে না উঠিতে ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহারা সকলেই মরিয়া গেল।

কি সম্পত্তি, কি রাজ্য, ঐক্যদ্বারা যাহা রক্ষা হইতে পারে, অনৈক্য প্রযুক্ত তাহা এইরূপে নষ্ট হইয়া থাকে। বণিকেরা স্বার্থপর হইয়া কেবল আত্ম লাভের চেষ্টা না করিলে, তাহাদের এ সর্ব্বনাশ কখনই ঘটিত না।

ভূস্বামী ও ইন্দুর, অথবা যে ঘোঁড়াটা চড়িবার যোগ্য তাহাতে জিন লাগান কর্ত্তব্য।

পাঠকগণ! বাটীতে চৌর্য্য দোষ ঘটিলে সকল ভৃত্যের প্রতি দোষারোপ করা কোন মতেই উচিত নহে। ইন্দুরের তীক্ষ্ণদন্তে অপচয় হইবে না বলিয়া, একদা এক জমীদার বণিক ব্যবসায় সামগ্রী এবং অপর নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল উত্তম রূপে রক্ষা করিবার কারণ, আপন বসদ্বাটীর মধ্যে একটা সুদৃঢ় ভাণ্ডার ঘর নির্ম্মাণ করিলেন। পরে প্রহরী স্বরূপ ঐ ভাণ্ডারে কয়েক টা বিড়াল নিযুক্ত হইল। তাহারা দিবা রাত্রি চৌকি দিতে থাকে, ইন্দুর কর্ত্তৃক দ্রব্য অপচয়ের আর কোন ভয় নাই, সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া বণিক স্বচ্ছন্দে সুনিদ্রায় রাত্রি যাপন করেন। পুলিশের ভৃত্য পাহারা ওয়ালাদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক হইয়া একটা বিড়ালি স্বয়ং চুরি করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিনের পর বণিক ভাণ্ডারে আসিয়া দ্রব্য অপচয় হইতেছে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু প্রকৃত চোরকে

ধরিতে পারিলেন না, অতএব তিনি সক্রোধে দোষী নির্দ্দোষ বিবেচনা না করিয়া সকল বিড়ালকেই নিদারুণ প্রহার করিলেন। এই অবিচার এবং অন্যায়াচরণে বিড়ালেরা সকলেই রুষ্ট হইয়া তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিল, ভাণ্ডার ঘরে চৌকি দিতে কেহই রহিল না। ইন্দুরেরা এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, এখন বিড়ালদিগকে না দেখিতে পাইয়া তাহারা পালে পালে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং এক মাস শেষ না হইতে হইতে সমুদায় দ্রব্য ভক্ষণ পূর্ব্বক নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

—০—

প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী, অথবা মারিতে গেলেই মারি খাইতে হয়।

একবার এক জন পিতৃব্য তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে কহিল, "রাখাল! এখানে তুমি এস, এতক্ষণ কোথায় লুকাইয়াছিলে! আমি যেমন করিয়া দোকানের জিনিষ বিক্রয় করি, তুমি যদি তেমনি করিয়া কর, তবে তোমার ক্ষতি, বোধ হয়, কখনই হইবে না। তুমি জান, পোলণ্ড দেশের যে কাপড় খানটা ছাতা পড়া ও দাগী অবস্থায় এত কাল আমার দোকানে পড়িয়াছিল, ইংলণ্ডের নূতন কাপড় বলিয়া আজি আমি তাহা উচিত মূল্যে বিক্রয় করিয়াছি, দেখিতেছি নির্ব্বোধকে ঠকাইয়া অর্থ লাভ করা বড়ই সহজ কর্ম্ম হয়।" ভ্রাতুষ্পুত্র

গোপাল বলিল, কে এমন নির্ব্বোধ যে চক্ষু সত্ত্বে তোমার তেমন পচা কাপড় কিনিল, তুমি যদি তাহাকে তেমন মন্দ কাপড় বিক্রয় করিয়া থাক, তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে, যে, সে তোমাকে তৎপরিবর্ত্তে হয় চোরা নতুবা জাল বেঙ্ক নোট অবশ্যই দিয়াছে।

বণিকদিগের খরিদারকে ঠকান বড় আশ্চর্য্য-কর্ম্ম নহে, আমরা বড় বড় বণিককেও এই দোষে দূষিত দেখিতে পাই; কিন্তু সত্য জানিও; প্রতারকেরা অনেকবার প্রতারিত হইয়া থাকে।

চিরুণী, অথবা আপনার নিন্দা আপনি করাই বিধেয়।

একদা এক ভদ্রলোকের স্ত্রী চুল আঁচড়াইবার নিমিত্ত আপন পুত্রকে একখানি চিরুণী দিয়াছিলেন। চিরুণী খানি পাইয়া বালক বড়ই আহ্লাদিত হইল, সে ঘন্টায় ঘন্টায় এক এক বার চিরুণী হস্তে লয়, এবং কৃষ্ণবর্ণ সুচিক্কণ আপন কেশ আঁচড়াইয়া তাহার প্রশংসা করিয়া বলিতে থাকে, আহা! একি সুন্দর বস্তু! চুল ইহাতে একবার জড়িয়া যায় না, এবং একটি কেশও কখন ছিঁড়ে না। দৈব ক্রমে চিরুণী খানি এক দিন হঠাৎ হারাইয়া গেল, বালক-স্বভাব প্রযুক্ত ধুলা খেলা করাতে তাহার চুলও মলিন এবং জড়িত

ভাব হইল। তদ্দর্শনে তাহার দাসী আর এক খানি চিরুণী আনিয়া তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তাহাতে তাহার অসুখ বই সুখ হইল না। ক্রন্দন করাতে ভৃত্যা অনেক অন্বেষণ করিয়া বালকের প্রিয় চিরুণী খানি খুজিয়া আনিল, কিন্তু ধূলা তৈল লাগা জড়ান চুলে উহা প্রবিষ্ট হইল না, আঁচড়ানতে মূল শুদ্ধ গোছা গোছা চুল ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। যাতনাতে অস্থির হইয়া বালক তখন চিরুণীকে অভিশাপ দিতে লাগিল; চিরুণী উত্তর করিল তুমি আমাকে মিছা মিছি কেন অভিসম্পাত কর, আমি পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম এখনও সেইরূপ আছি, তোমার চুল তেলে ধূলায় জড়িয়া গিয়াছে, যদি নিন্দা করিতে হয় আপন চুলকে নিন্দা কর, আমি নিন্দার পাত্র নহি।

বিবেক শক্তি নির্ম্মল থাকিলে সত্য গ্রাহ্য হয়, কিন্তু ঐ বিবেক দোষ দ্বারা জড়ীভূত হইলে, সত্যপথে কখন চলিতে চায় না।

সিংহশাবকের বিদ্যাশিক্ষা, অথবা যেরূপ অবস্থা তদুপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

পশুদিগের রাজা হইলে তৎকর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? আপন পুত্রকে এই শিক্ষা দিবার জন্য, একদা এক সিংহ চিন্তিত ও উৎসুক হইয়া, শিক্ষক অন্বেষণ করিতেছিল।

তাহাতে তৎসভাস্থ এক ব্যক্তি এ বিষয়ে শৃগালকে প্রস্তাব করিলে, পশুরাজ অসম্মত হইয়া কহিল, না, শৃগাল বড় মিথ্যাবাদী, রাজপুত্রদিগকে মিথ্যা কহিতে শিখান কোন মতেই উচিত নহে। অপর এক জন এ বিষয়ে বিড়ালকে উল্লেখ করিলে, সিংহ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিল, বিড়ালকে সুচতুর এবং পরিচ্ছন্ন দেখা যায় বটে, কিন্তু সে অভক্ত অবিশ্বস্ত এবং ধূর্ত্ত, এরূপ ব্যক্তি রাজপুত্রের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষক নহে। তৃতীয় ব্যক্তি ব্যাঘ্রকে যথা-যোগ্য শিক্ষক বোধ করিয়া প্রস্তাব করিলে, সিংহ উত্তর করিল, ব্যাঘ্র অতি বলবান সাহসী এবং যুদ্ধ-বিশারদ বটে, কিন্তু সে মূর্খ অবিবেচক এবং সদ্বিচার-শূন্য ব্যক্তি; সদুপদেশ দেওয়া, সদ্বিচার করা, এবং রণ-কুশল হওয়া, যখন রাজাদিগের কর্ত্তব্য বিধি, তখন কাণ্ডজ্ঞান রহিত মূর্খ ব্যাঘ্রের হস্তে রাজপুত্রের শিক্ষা বিধানের ভার প্রদান করা কোন মতেই বিধেয় নহে। ব্যাঘ্রের জ্ঞানের মধ্যে, অবিবেচনারূপে তীক্ষ্ণ নখর ব্যবহার করা একমাত্র জ্ঞান আছে। এইরূপে সিংহ শাবককে শিক্ষা দিবার জন্য, হস্তী প্রভৃতি অনেক পশু কর্ম্ম প্রার্থনা করিল, সিংহ একটা না একটা দোষ দেখাইয়া তাহাদের সকলকেই অনুপযুক্ত বলিল। অবশেষে উৎক্রোশ পক্ষী এই কর্ম্ম প্রার্থনা করিলে, সিংহ উপযুক্ত পাত্র বোধ করিয়া কহিল, উৎক্রোশ, পক্ষীদিগের রাজা, রাজকুমারের শিক্ষা-কার্য্যে রাজ-বংশজাত মহানুভবকে নিযুক্ত করা বিধেয়। অতঃ-পর পক্ষীরাজ উৎক্রোশের বাটীতে সিংহ-শাবকের

শিক্ষা আরম্ভ হইলে, এক বৎসরের মধ্যে সে অনেক শিখিয়া ফেলিল, সিংহ আত্ম-পুত্রের আশ্চর্য্য জ্ঞানের প্রশংসা-বাদ সকল পক্ষীর মুখে শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইল। এক দিন পশুরাজ ছোট বড় তাবৎ পশুকে আহ্বান করিয়া একটি মহাসভা করণান্তর, রাজপুত্রকে তথায় আনাইয়া কহিতে লাগিল, "বৎস! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, শীঘ্র আমাকে লোকান্তর গমন করিতে হইবে, তুমি যুবা পুরুষ, উপযুক্ত পুত্র, আমার অবর্ত্তমানে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া তুমি আমার রাজ্য শাসন করিবে। এক্ষণে পক্ষীরাজের সহবাসে চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া তুমি কি কি বিদ্যা শিখিয়াছ তাহার পরিচয় দেও, তাহাতে তোমার প্রজা লোকের উপকার হইবে কি না? আমি বিবেচনা করিয়া দেখি। সিংহ শাবক উত্তর করিল, পিতঃ যে বিদ্যা আমি অধ্যয়ন করিয়াছি, এ রাজসভার কোন ব্যক্তি তাহার বিন্দু বিসর্গ জানে না। বটের পক্ষী অবধি-উৎক্রোশ পক্ষী পর্য্যন্ত, কাহারা কোন্ স্থানে সমাগত ও সংমিলিত হয়, আমি সে সকল স্থান জানি; তাহাদের নাম, তাহাদের মূর্ত্তি, তাহারা কি প্রকার ডিম্ব প্রসব করে, তাহাদের কোথায় কিরূপ নীড় থাকে, কি নিয়মে তাহারা আপন আপন প্রসূত শাবকদিগকে প্রতিপালন করে, কিছুই আমার অবিদিত নাই। এ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে বলিয়া শিক্ষক মহাশয় আমাকে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। আমার সহাধ্যায়ী পক্ষী সকল অনেক বার আমাকে বলিয়াছে, যে, কালে আমি আকাশের নক্ষত্র

স্পর্শ করিতে পারিব! রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলে, আমি, পশুদিগকে পক্ষীর নীড় যেরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ শিখাইতে পারিব, তদ্বিষয়ে অণু-মাত্র সন্দেহ নাই। এই সকল কথা শুনিয়া সিংহ ও তৎসভাস্থ পশু সকল অবাক ও বিস্ময়াপন্ন হইল, বড় বড় পশুগণ মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল, কি বলিবে ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। সভা ভঙ্গ কালে তাহাদের চীৎকার ও কলরবের আর পরিসীমা রহিল না, সকলেই যেন সিংহ শাবককে উপহাস করিয়া তৎপ্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিল। সিংহ দেখিল, উৎক্রোশের নিকট তাহার পুত্র কিছুই শিক্ষা পায় নাই, অতএব ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিল, রে নির্ব্বোধ সন্তান! পক্ষীদিগের নাম ও রীতি চরিত্র জানিয়া সিংহসন্তা-নের ফল কি? ঈশ্বর আমাদিগকে সকল পশুর উপর আধিপত্য দিয়াছেন, তাহাদিগের অভাব কি? কি কর্ম্ম করিলে প্রজারা সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে? এ সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য হয়।

পাঠকগণ, স্বদেশীয় লোকদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি জানা, এবং কিসে তাহাদের মঙ্গল সাধন হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া, আমাদের অত্যাব-শ্যক প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিবে; এ জ্ঞান জন্মিলে অপর জ্ঞান তোমরা যত লাভ কর বা না কর, তাহাতে কিছু মাত্র হানি নাই।

দুই বালক অথবা পদোন্নতির পর অকৃতজ্ঞতা।

এক জন বালক অপর এক বালকের নিকট দুঃখে প্রকাশ করিয়া কহিল, ভাই! ফলের বাগানে গিয়াছিলাম, বাদাম গাছ হইতে বাদাম পাড়া আজি বড় সুকঠিন হইয়াছে, ডাল সকল অত্যুচ্চ, কোন মতে হাত বাড়াইয়া ধরিতে পারিলাম না। এই কথা শুনিয়া অপর বালক বলিল, বন্ধো! তজ্জন্য ভাবনা কি? তুমি আমার স্কন্ধে উঠিয়া বৃক্ষারোহণ কর, তাহা হইলে উভয়েরই উপকার এবং কার্য্য সিদ্ধি হইবে। এই প্রস্তাবে দুই জনেই সম্মত হইলে, এক জন অপর জনের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বৃক্ষে পদার্পণ করিল। আর, ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিয়া ইন্দুরেরা যেরূপ উদর পূর্ণ করত শস্য ভক্ষণ করে, বালক সেইরূপ যত পারিল, বাদাম খাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার যে অনুষঙ্গী বন্ধু খাইবার প্রত্যাশায় মুখ ব্যাদান করিয়াছিল, তাহার মুখে দুষ্ট বালক খোসা বই আর কিছু ফেলিয়া দিল না।

এ সংসারে অনেক মনুষ্য উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যে সকল বন্ধু তাহাদের উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে বিশেষ পরিশ্রম করে, পদ প্রাপ্তি হইলে তাহারা পূর্ব্বোক্ত দুষ্ট বালকের ন্যায় তাহাদিগকে খোসা বই আর কিছু প্রদান করে না।

———

হংস, কাঁকড়া, ও বোয়াল মৎস্য, অথবা অসমান বাহক।

এক দিন হংস, কাঁকড়া, এবং মৎস্য, একখান হালকা গাড়ী টানিবার জন্য সজ্জিত হইল। তাহারা গাড়ী টানিতে টানিতে একটা অন্যটা হইতে পৃথক হইতে লাগিল, কিন্তু গাড়ী এক পদ ও নড়িল না। শকট লঘু ছিল তথাপি তাহা নড়িল না কেন? ইহার সত্য কারণ এই। হংস আকাশে উড্ডীয়মান হইল, কাঁকড়া পশ্চাৎ গমন করিল, এবং মৎস্য জলে ধাবমান হইল। কাহার দোষ ছিল তাহার বিচার করা আমার কর্ম্ম নয়, কিন্তু গাড়ী যে একই স্থানে ছিল তাহা আমি নিশ্চয় জানি।

—o—

তেজস্বী অশ্ব, অথবা লাগামের আবশ্যকতা।

একদা একজন সুনিপুণ অশ্বারোহীর এমনি একটি সুশিক্ষিত ঘোটক ছিল, যে, তাহার লাগাম স্পর্শ না করিয়া কেবল কথা বলিলে, সে ধীরে অথবা শীঘ্র গমন করিত। এক দিন ঐ আরোহী লাগাম দেওয়া অনাবশ্যক বুঝিয়া, তাহা খুলিয়া লইলেন এবং তাহাকে বরাবর যাইতে দিলেন। অশ্ব মস্তক ও কেশর উচ্চ করিয়া চলিতে চলিতে আপনার অপ্রতিবন্ধকতা টের পাইল, ও তাহার রক্ত উত্তপ্ত হওয়াতে সে সম্পূর্ণ বেগে দৌড়াইতে

লাগিল। অশ্বারোহী তাহাকে স্থগিত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু লাগাম না থাকাতে তাহার সকল চেষ্টা বৃথা হইল, তিনি অবিলম্বে ভূপতিত হইলেন। আর ঘোটকও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতিতে এক গড়ানিয়া স্থানে উপস্থিত হওয়াতে, তথা হইতে পড়িয়া একেবারে চুর্ণ অস্থি হইল। তখন আরোহী ধীরে ধীরে আসিয়া অশ্বের দশা দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন হায়! এ সকল আমার দোষ, আমি যদি তোমার উত্তাপ ও তেজ নিবারণ জন্য তোমার মুখে লাগান দিতাম, তাহা হইলে আমার এ দুর্গতি হইত না, এবং তুমিও মরিতে না। স্বাধীনতা মনোরম্য ও উত্তম বটে, কিন্তু মনুষ্যেরা আটকে না থাকিলে হঠাৎ বিনাশে ধাবিত হয়।

—ssss—

আপন ছায়ার পশ্চাৎ যাওয়া, অথবা কি রূপে স্ত্রীলোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়।

এক দিন এক মনুষ্য আপন ছায়া ধরিবার জন্য অতিশয় উদ্যোগ করিলেন। তিনি দুই এক পা অগ্রসর হইলে, ছায়াও তদ্রূপ করিল, তিনি দৌড়াইলেন, ছায়াও অবিশ্রান্ত দৌড়াইল, কিন্তু সে ব্যক্তি সুবিবেচক হওয়াতে একবার পশ্চাৎ গমন করিলেন, তখন ছায়াও গর্ব্ব শূন্য হইয়া মনুষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

হে স্ত্রীজাতি! আমি এ বিষয়টী তোমাদিগেতে খাটা-ইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু যে ব্যক্তি ধনবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে বলিতেছি। হে বিবাহার্থী পুরুষ! শ্রবণ কর, তুমি ধনবতীর পশ্চাৎ গেলে সে পলায়ন করিবে, ও তুমি পিঠ ফিরাইলে সে তোমার পশ্চাৎ ধাবমানা হইবে।

এক মনুষ্যের তিন স্ত্রী, অথবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

একদা এক যুবা পুরুষ আপন স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর দুই স্ত্রীকে বিবাহ করিল। রাজা তাহাতে মহা কুপিত হইয়া আপন বিচারকদিগকে ডাকিয়া অপ-রাধী ব্যক্তির বিচারের ভার দিলেন, আর বলিয়া দিলেন তোমরা যদি কঠিন শাস্তি না দিয়া উহাকে ছাড়িয়া দেও, তবে তোমাদের ফাঁসি হইবে। বিচার-পতিরা অনেক অনুসন্ধানের পর ব্যবস্থা পাইলেন, তিন স্ত্রী বিবাহ অপরাধের দণ্ড নাই, কিন্তু দুই স্ত্রী বিবাহ অপরাধের কঠিন শাস্তি আছে। অতএব উহাকে সাক্ষাৎ কোন দণ্ড দিতে না পারিয়া, কৌশলে এই শাস্তি দিলেন, যে তিন স্ত্রীরই সহিত তাহাকে সহবাস করিতে হইবে। লোকেরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, ঐ প্রকার দোষের নিমিত্তে ইহা কিছুই শাস্তি নহে। উহা কি শাস্তি নয়? এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি গলায় দড়ী দিয়া আত্মঘাতী হইল।

মেষপালক এবং মশক অথবা পরের জন্য উগ্রতার ফল।

কোন মেষপালক আপন বিশ্বস্ত কুক্কুরের উপর নির্ভর করিয়া, এক শীতল উপবনে নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ একটী বিষাক্ত ফণী ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইল। মৃত্যু সন্নিকট ও মহাবিপদ উপস্থিত দেখিয়া, মশক তাহার কর্ণে হুল ফুটাইলে, মেষপালক জাগ্রত হইয়া এক আঘাতে তর্জ্জনকারি প্রাণনাশক সর্পের ও অপর আঘাতে উদ্ধার-কর্ত্তা মশকের প্রাণ নষ্ট করিল। দুর্ব্বল লোকেরা প্রধান লোকদিগকে মহা বিপদের উপায় দেখাইয়া দিতে গিয়া মশকের দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বড় ইন্দুর এবং ক্ষুদ্র মূষিক, অথবা ভীরুর বিবেচনা।

একদা একটী ভীরু ক্ষুদ্র মুষিক, একটা বড় ইন্দুরকে কহিল, ঘোষজদিগের বড় বিড়ালটা যে গত কল্য সিংহদ্বারা হত হইয়া ছিল, সে সংবাদ কি তুমি শুনিয়াছ? আমরা এখন শান্তিতে বাস করিব। ইন্দুর কহিল যদি নখের কথা বল, তাহা হইলে সিংহ জীবিত নাই। কেননা বিড়াল পশুদের মধ্যে বলবান। ভীরু ব্যক্তির বিশ্বাস আছে যে তাহার শত্রুকে সকলে ভয় করে।

মক্ষিকা ও মৌমাছি, অথবা বেহায়ার বালাই দূর।

একদা বসন্ত-কালে একটি মক্ষিকা পুষ্পের উপর বসিয়া বিশ্রাম ও বায়ু সেবন করিতে ছিল। সে মৌমাছিকে মধু সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত দেখিয়া কহিতে লাগিল, আমার কি সৌভাগ্য, এমন কোন প্রাসাদ নাই যেথানে আমি প্রবেশ করি নাই। বিবাহেতে ও ভোজেতে আমি সর্ব্বাগ্রে সুস্বাদ মৎস্যাদি ভক্ষণ ও চীন দেশীয় পাত্রে ভোজন এবং স্ফটিক কাঁচের পাত্রে সুরাপান করি। স্ত্রীলোকদিগের আরক্ত-বর্ণ গালে ও সুন্দর কেশোপরি বসি। মৌমাছি কহিল এ সকলই আমি জানি তথাপি অপকার-জনক বলিয়া কেহ তোমাকে দেখিতে চায় না, দেখিলেই তাড়াইয়া দিতে উদ্যোগ করে। মাছি কহিল তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহারা যদি আমাকে দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দেয়, তবে আমি বাতায়ন দিয়া পুনরায় যাই।

নৃত্যকারী মৎস্য অথবা অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা।

সিংহ বন ও মাঠের কর্ত্তা। একবার সে জলের উপরও কর্ত্তৃত্ব করিতে ইচ্ছা করিল। কে তাহাদের সভাপতি হইবে জিজ্ঞাসা করাতে, শৃগাল মনোনীত হইল, সে তথায় যাইয়া উত্তমরূপ আহার করিয়া অনতি-

বিলম্বে মহা স্থূলকায় ও হৃষ্টপুষ্ট হইল। শৃগাল যখন বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে ছিল, তখন গ্রামস্থ পরিচিত যে পশুটা তাহার সঙ্গে গিয়াছিল, সে সুযোগ পাইয়া মৎস্য ধরিয়া ভোজন করিতে লাগিল। রাজার নিকট উক্ত ব্যাপারের সংবাদ পৌঁছিলে, রাজা ঐ সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিতে নিশ্চয় করিলেন। এক দিন সিংহ নদীতীরে অর্থাৎ শৃগালের আবাসে উপস্থিত হইল, সেই সময় শৃগালের সখা তাহার রাত্রি-কালের খাদ্য রন্ধন করিতেছিল। দুর্ভাগা মৎস্য-সকল কড়ায় জীবন্ত পরিত্যক্ত হওয়াতে যন্ত্রণাতে লম্ফ দিতে ছিল। সিংহ এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল, একি? শৃগাল উত্তর করিল, মহারাজ আমার অধ্যক্ষ অতি যাথার্থিক লোক, অন্যায়াচরণ কখন করে না; এই মৎস্য-সকল আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমাদের সহিত আসিয়াছে। সিংহ কহিল তবে তাহাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখা যায় কেন? শৃগাল কহিল মহারাজ! এখন উহাদের ছুটি হওয়াতে আপনকার শ্রীমুখ দর্শনে সকল কর্ম্ম ফেলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। পশুরাজ উল্লিখিত সাহসিকতা দেখিয়া ক্রোধে জ্বলন্ত অগ্নি প্রায় হইল, এবং শাসনকর্ত্তা ও অধ্যক্ষকে আপন নখর দ্বারা বিদ্ধ করত, চীৎকার করাইয়া নৃত্যের বাদ্য বাজাইতে ও তাল মান দিতে দিল।

অধীশ্বরেরা দেশ ভ্রমণকালীন অনেকবার এতদ্রূপ শৃগাল স্বভাব লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন,

তাহারা সম্ভবনীয় প্রশংসা যোগ্য কথোপকথন দ্বারা কড়াস্থিত ভাজা মাছের অভিপ্রায় গুপ্ত রাখিয়া দেন ।

দুষ্ট ব্যক্তি, অথবা পাপের দণ্ড আপনা আপনি হয় ।

কোন সময় এক দুষ্ট মনুষ্য অপর জন কয়েক অনুষঙ্গী লোকের সহিত স্বর্গবাসী দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নির্দ্ধারণ করিল । তাহারা তীর ধনুক বর্ষা এবং প্রস্তর দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া, যমরাজকে শূন্য হইতে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইল । দেবতারা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রকে তাহাদের উপর মেঘ গর্জ্জন করিতে কহিলেন । দেবরাজ কহিলেন বিলম্ব কর, উহাদের নিজেব হস্তই উহাদিগকে এখনই শাস্তি দিবে । তখন মহাশব্দ শুনা যাইতে লাগিল, ও বিপক্ষদের প্রস্তর এবং তীর বর্ষণে আকাশ অন্ধকারময় হইল । কিন্তু মৃত্যু সহস্র ভয়ানক প্রকারে তাহাদিগকে আঘাত করিল, কেননা তাহাদের স্বহস্ত নিক্ষিপ্ত প্রস্তর ও তীর তাহাদেরই মস্তকোপরি পড়িল ।

—o—

পত্র এবং শিকড়, অথবা মনুষ্যের কর্ম্মশীলতা ।

একদা গ্রীষ্মকালে বৃক্ষের পত্র সকল আপনাদের শোভা সৌন্দর্য্য ও সজীবতা বিষয়ে আপনা আপনি

প্রশংসা করিতেছিল, আর রাখাল ও ভ্রমণকারী-দিগকে তাহারা যে সুশীতল ছায়া প্রদান করে তদ্বিষয়ে দর্প করিতেছিল। এমন সময়ে ভূগর্ভ হইতে কে • যেন মৃদুস্বরে বলিল, তোমরা আমাদিগকেও অল্প প্রশংসা করিতে পার। পত্র সকল ক্রোধভরে শাখাতে ইতস্ততঃ দোলায়মান হইয়া কহিল, তুই কে রে দাম্ভিক মূর্খ! সে বলিল যাহাতে তোমরা বর্দ্ধিত হও আমরা সেই শিকড়। কি আশ্চর্য্য যাহারা নীচস্থ অন্ধকারময় স্থান হইতে তোমাদের পোষণ করে, ও যাহাদের দ্বারা তোমাদের সৌন্দর্য্য এবং তেজ বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগকে কি তোমরা চিনিতে পার না, তোমাদের ভাগ্য আমাদের ভাগ্যের সহিত যে সন্নিবিষ্ট ইহা কি তোমরা জান না। বসন্তকাল তোমাদিগকে সবুজ বর্ণ দেয় বটে, কিন্তু যদি তোমাদের মূল নষ্ট হয় তাহা হইলে গুঁড়ি পত্র এবং শাখা সম্বলিত তোমরা সকলেই শুষ্ক হইবে।

—০—

যাদু-ঘরের আশ্চর্য্য দ্রব্য, অথবা সূক্ষ্ম বিবেচক।

এক মনুষ্য আপন মিত্রকে কহিল, অদ্য প্রায় সমস্ত দিন আমি যাদু ঘরে কালযাপন করিয়াছিলাম, তাহাতে অতিশয় উল্লাসিত হইয়াছি। পক্ষী, পোকা, শত শত প্রকার সুন্দর-বর্ণ মক্ষিকা, মরকত মণি, 'পলা, পদ্ম রাগ মণি এবং সূচীর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি দর্শনে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহাতে অপর

ব্যক্তি কহিল, তুমি কি তথায় পর্ব্বতাকার হস্তী দেখ নাই? সুক্ষ্ম বিবেচক কহিল, না, আমি তাহা একেবারে তুচ্ছ বোধ করিয়াছিলাম।

—০—

দুই জন খৃষ্টান চাসা, অথবা মাতলামীর দোষ।

দুরবস্থা-গ্রস্ত দুই জন চাসার এক দিন পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, এক জন কহিল, ভাই! ঈশ্বরের বিড়ম্বনায় আমার ঘর দ্বার সকলই পুড়িয়া গিয়াছে, আমি এখন পথের ভিকারী হইয়াছি। অপর জন উত্তর করিল, সে কি প্রকার? চাসা বলিল, হায়! সে দুঃখের কথা আর বলিও না, ক্রিস্-মিস পর্ব্বের দিন জন কয়েক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে একটি ভোজ দিয়াছিলাম, ব্রাণ্ডী খাইয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, নেশায় টলমল করিতেছি, এমন সময়ে মনে হইল, গোয়াল ঘরের গোরু দুটিকে যাব দেওয়া হয় নাই, প্রদীপ হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি যেমন যাব দিতে গেলাম, অমনি "পপাত ধরণী তলে" খড়ের গাদায় প্রদীপের আগুণ লাগিয়া একেবারে আমার ঘর জ্বলিয়া উঠিল। নেশায় হাবুডুবু খাইতেছি, মাথা তুলিয়া চীৎকার করি এমন সামর্থ্য নাই; বন্ধুরা আসিয়া আমার পা ধরিয়া টানিয়া বাহির না করিলে আমি শুদ্ধ মরিয়া যাইতাম।

অনন্তর সে আর ব্যক্তিকে কহিল আমার কথা তো শুনিলে, ক্রিস্‌মিসের দিন তুমি কেমন আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলে? দ্বিতীয় চাসা বলিল, আমোদের একশেষ, ক্রিস্‌মিসের আমোদে আমি পঙ্গু প্রায় হইয়াছি, আমার শরীরের অস্থি সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অপর্য্যাপ্ত ব্রাণ্ডী খাইয়া আমি মত্ত হইয়াছিলাম, এমন সময়ে আমার এক জন বন্ধু এক গেলাস বিয়ার খাইতে চাহিল, বিয়ার তখন উপরে ছিল না। বাহাদুরী দেখাইবার নিমিত্ত আমি প্রদীপ লইলাম না, নীচের গুদাম হইতে বিয়া-রের বোতল আনিবার জন্য আমি যেমন শিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিব, অমনি ভূতে যেন আমার ঘাড়ে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিলেক। আমি গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নীচে পড়িয়া গেলাম, তাহাতে আমার পা ও ঊরুদেশ ভাঙ্গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, আমি পঙ্গু হইয়া অর্দ্ধ-মনুষ্য বৎ হইয়াছি।

তৃতীয় এক জন চাসা উভয় মদ্যপের এই সকল কথা শুনিয়া বলিতে লাগিল, মদ্য পানের পর কর্ম্ম করিতে গিয়া এক জনের ঘর পুড়িয়া গেল। এক জন পঙ্গু হইল, এমন কুৎসিত বিষসদৃশ মাদক দ্রব্য ব্যবহার জন্য আমি তোমাদের উভয়কেই নিন্দা বাদ করি।

আলোক, মাতালের পক্ষে যেরূপ অনিষ্ট কারক, মূর্খের পক্ষেও সেইরূপ; কিন্তু আলোক অভাবে বিষম বিপত্তি ঘটিবার অনেক সম্ভাবনা আছে।

নেকড়িয়া ব্যাঘ্র এবং মেষ, অথবা বলবানের কাছে দুর্ব্বলের বিচার।

বহুকাল পর্য্যন্ত নেকড়িয়ারা মেষ-পালের মধ্যে পড়িয়া অনেক মেষ নষ্ট করিত। অরণ্যের প্রধান প্রধান পশু সকল এই বার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহা নিবারণ করিবার জন্য একটি সভা সংস্থাপন করিল। সভ্যেরা অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির করিল, যদ্যপি কোন নেকড়িয়া ব্যাঘ্র মেষের অনিষ্ট করে, তবে এই সভার সম্মুখে সে আনীত হইয়া বিচারিত হইবে।

এক জন বলিল আমি স্বীকার করিলাম, যে নেকড়িয়া ব্যাঘ্র সতত কিছু অপকারক জন্তু নহে, কোন অনিষ্ট করে না, অথচ অনেক বার তাহাদিগকে মেষের খোঁয়াড়ের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। অপর জন বলিল, তা বটে, বোধ হয় তখন তাহারা ক্ষুধিত ছিল না।

এইরূপ নানা জনে নানা কথা কহিবার পর, অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী সভা দ্বারা এই স্থির হইল, যে, নেকড়িয়া ব্যাঘ্র কোন মেষের অনিষ্ট করিবা মাত্র, মেষ তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া বিচার-স্থানে বিচারার্থ আনিবে। এ ব্যবস্থা কিছু মন্দ ব্যবস্থা নহে, কিন্তু তদনুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম হইবে কে? ব্যবস্থাপকদিগের মধ্যে অনেকেই নেকড়িয়া ব্যাঘ্র ছিল, তাহাদিগের দ্বারা স্বজাতীয় পশুকে ধরিবার নিমিত্ত যে অনুমতি

প্রকাশ হইল, সে কেবল ছলনা মাত্র, ফলে নেক-ড়িয়ারাই মেষদিগকে ধরিত, মেষ দ্বারা নেকড়িয়া ধৃত হওয়া কেবল অসম্ভব বাক্য মাত্র।

—ssss—

কলওয়ালা, অথবা যে ব্যক্তি নিন্দার যোগ্য নহে তাহাকে নিন্দা করা অনুচিত।

ময়দার কলে জল যোগাইবার নিমিত্ত, এক জন কল-ওয়ালার কল-ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি ডোবা জলে পরিপূর্ণ ছিল। পাকা নরদামা দিয়া ঐ জল কল-ঘরে আসিত, ঐ নরদামা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে জল বাহিরে যাইতে লাগিল। প্রথমে মেরামত করিলে উহা সহজে মেরামত হইতে পারিত, কিন্তু কলওয়ালা সে কর্ম্মে বিলম্ব করিয়া কহিল, এত শীঘ্র ক্লেশ করিয়া সংস্কার করণের আবশ্যক নাই, এখনও যথেষ্ট জল আছে। অনন্তর প্রচুর প্রমাণে জল বহিয়া যাওয়াতে ডোবার অনেক জল হ্রাস হইয়া গেল, তথাপি কলওয়ালার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল না, সে বিলম্ব করিয়া কহিতে লাগিল, সমুদ্র কি আমার কলের চাকা ঘুরাইতে আসিবে, যা আছে আমার সমস্ত জীবন জল খরচ করিলেও ফুরা-ইয়া যাবে না। এইরূপ বিলম্ব করিতে করিতে স্থানে স্থানে যোগ পড়িয়া জলপ্রণালী অনেকটা ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাতে স্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে জল বাহির হওয়াতে, ডোবার জল একেবারে শুষ্ক হইয়া

পড়িল, সুতরাং জলাভাবে কলের চাকা আর চলিল না। তখন যন্ত্রের স্বামী শঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া কি করিবে এই বিবেচনায় ডোবার ধারে গেল, গিয়া দেখিল, তাহার কুক্কুটীগণ ডোবার অবশিষ্ট জল পান করিতেছে। তদ্দর্শনে তাহার ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, সে চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "রে পাপাত্মা! রে দুরাচার সকল! জল রক্ষা কিসে হইবে তদুপায় যখন আমি চিন্তা করিতেছি, তখন তোরা কোন্ বিবেচনায় অবশিষ্ট জল পান করিতে প্রবৃত্ত হইলি বল্‌তো। এই কথা বলিয়া সে হস্ত-স্থিত লগুড় দ্বারা সকল কুক্কুটীরই প্রাণ বিনাশ করিল। এখন তাহার দুরদৃষ্ট পূর্ণ হইয়া উঠিল, জল-বিহীন এবং কুক্কুটী-বিহীন হইয়া সে পরিবারদিগের জীবিকা নিষ্পাদনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছিল।

অনেক জমীদার নির্ব্বোধ লোকের ন্যায় বিস্তর ধন ভোগবিলাসে অপব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ভৃত্যেরা অসাবধানতা প্রযুক্ত যদি একটী মোম বাতি হারায়, তবে তাহাদিগের দণ্ড বিধানে কিছু মাত্র ত্রুটী করেন না। তাঁহারা মনে করেন এই উপায় অবলম্বনে তাঁহাদিগের অপব্যয়ের প্রতিবিধান হইবে, কিন্তু এরূপে ধন সঞ্চয় করিলে অনেক ধনাঢ্য পরিবার যে ছার খার হয়, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও একবার বিবেচনা করেন না।

ডুবুরী, অথবা জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার সময় আপন গভীরতা অতিক্রম করিওনা।

কোন সময়ে এক রাজার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, বিদ্যা মনুষ্যের হিত-কারক কি অহিত-কারক, লেখা পড়া শিখিলে মনুষ্যের শারীরিক বৃত্তি বুদ্ধি-বৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উন্নত এবং নবীভূত হয় কি না? রাজপ্রাসাদে পণ্ডিতদিগের সভার পর সভা হইতে লাগিল, অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, কিন্তু কিছুই মীমাংসা না হওয়াতে রাজার সংশয় রূপ তিমির দূর হইল না, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত হইলেন। এক দিন এক পূজ্যপদ প্রাচীন ঋষির সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি গললগ্ন বস্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপনার সন্দেহের কথা কহিলেন। তাহাতে মুনি অন্য উত্তর না দিয়া রাজ-সমক্ষে নিম্ন-লিখিত গল্পটি বর্ণন করিলেন।

ভারতবর্ষীয় মহাসাগরের তটে একদা এক প্রাচীন দরিদ্র ধীবর বাস করিত। তাহার শেষ দশা উপস্থিত হইলে, তৎপুত্রগণ পিতার দরিদ্রাবস্থা দর্শনে অসুখী এবং অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, জালি-য়ার কর্ম্ম আমরা আর করিব না, এতদপেক্ষা যাহাতে অধিক ধনোপার্জ্জন হয়, আমরা এমন কর্ম্মের চেষ্টা করিব। ইহা স্থির করিয়া তাহারা মৎস্যের পরিবর্ত্তে সমুদ্র মধ্যে মুক্তা ধরিতে চাহিল। তিন ভ্রাতায় যদিও তাহারা সমান সাঁতার দিতে পারিত, তথাপি মুক্তা-

লাভে সমানরূপ তাহারা কৃতকার্য্য হইল না। জ্যেষ্ঠ অলস স্বভাব হওয়াতে সমুদ্রের জলে এক বারও পদ প্রক্ষেপ করিল না, অসাবধান রূপে তটে গমনাগমন করিয়া ভাবিতে লাগিল, তরঙ্গহিল্লোলে তট ধৌত হইলেই আপনা আপনি মুক্তা আসিবে, তজ্জন্য আমাকে বড় একটা আয়াস করিতে হইবে না। কিন্তু তাহার ইচ্ছানুরূপ সমুদ্র সুপ্রসন্ন না হওয়াতে, নিরাহারে সে ব্যক্তি শীর্ণকায় হইল। দ্বিতীয় ভ্রাতা পরিশ্রমে কাতর ছিল না, সে যতদূর সাধ্য সমুদ্রের গভীর স্থানে মগ্ন হইয়া মুক্তান্বেষণ করিতে লাগিল, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যে বহু মুক্তা সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ মান্য গণ্য এবং ধনবান ব্যক্তি হইল। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, সমুদ্রের ভিতর অগম্য এবং অতলস্পর্শ যে গভীর স্থান আছে, সেই স্থানই বহুল মুক্তার আকর, একবার প্রাণ পণ করিয়া তথায় যাইতে পারিলে একেবারে অগণ্য মুক্তা লাভ করিয়া মহা ধনী হইয়া উঠিব। অজ্ঞান যাহা ভাবিল তাহাই করিল, সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অধোভাগ স্পর্শ করিবার নিমিত্ত যত দূর গেল, তলা কোথায় খুঁজিয়া পাইল না, ফলে এই দুঃসাহস প্রযুক্ত উঠিতে না পারাতে কয়েক ঘন্টার পর তাহাকে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল। অতএব রাজন! বিদ্যারূপ সমুদ্র অতল স্পর্শ, যতই উহার অনুসন্ধান করা যায়, ততই গভীর বোধ হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি দুঃসাহসী হইয়া উহার অধোভাগে উপস্থিত হইতে চেষ্টা পায়, সে আপনাকে নষ্ট করিয়া আপনার প্রতিবেশী-মণ্ডলীরও বিশেষ অনিষ্ট করে।

লক্ষ্মী দেবী এবং ভিক্ষুক, অথবা সকল ধরিবার চেষ্টা করিলে সকলই হারাইতে হয়।

এক দিন এক ভিক্ষুক কোন বৃক্ষতলে বসিয়া আপন দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত মনে মনে বিলাপ করিয়া কহিতেছিল, এ সংসারে অনেকেরই বিলক্ষণ বিষয় বিভব আছে, কিন্তু তাহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট হয় না, ধন বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যকে বিপদান্বিত করিয়া দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। হায়! লক্ষ্মীদেবী আমার প্রতি কি অপ্রসন্না, আমার লোভ নাই, ধনবৃদ্ধি করণের ইচ্ছা নাই, তথাপি তিনি আমাকে এমন দুরবস্থায় রাখিয়াছেন যে উদর পূরিয়া অন্ন খাইতে পাই না। অপ্রসন্না লক্ষ্মী ভিক্ষুকের এই মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, তৎপতি সুপ্রসন্না হইলেন, আর তথায় আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি বিলাপ করিও না, তোমার দুরবস্থা বিমোচন করিতে আমার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সময় হয় নাই বলিয়া আমি এত দিন তাহা সম্পাদন করিতে পারি নাই। এক্ষণে বিধাতা তোমার প্রতি করুণা-দৃষ্টি করিয়াছেন, আমি আজি তোমার ভিক্ষার ঝুলিটি স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণিত করিব। কিন্তু একটি কথা আছে, ঝুলিতে যাহা ধরিবে তাহাই স্বর্ণমুদ্রা হইবে, ঝুলি হইতে পড়িয়া গেলেই তাহা মৃত্তিকা বই আর কিছুই হইবে না, অতএব সাবধান হও,

তোমার ঝুলিটি বহুকালের জীর্ণ দেখিতেছি, তুমি অধিক মোহর ইহার ভিতর পুরিতে চাহিলে, কি জানি, ইহা ফাটিয়া গিয়া সকলই পড়িয়া যাইবে।” লক্ষ্মীদেবীর কথাতে ভিক্ষুক এমনি আহ্লাদিত হইল, যে, মৃত্তিকাতে কি শূন্যে তাহার পদ সংলগ্ন আছে, তাহা অনুভব করিতে পারিল না। সে ঝুলি খুলিয়া রহিল, লক্ষ্মী তাহাতে স্বর্ণমুদ্রা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঝুলিটি ভারি হইলে, তিনি কহিলেন, কেমন আর দিব, উহা কি যথেষ্ট হয় নাই? ভিক্ষুক কহিল, না এখনও হয় নাই। লক্ষ্মী কহিলেন ঝুলি যে ফাটিয়া যাইতেছে। ভিক্ষুক বলিল ভয় নাই মা, আপনি অন্নপূর্ণা, আর কিঞ্চিৎ দিউন, এক মুষ্টি দিলেই ঝুলি পূর্ণ হইয়া যাইবে। লক্ষ্মী কহিলেন, রে হতভাগ্য! ঝুলি ফাটে যে। ভিক্ষুক বলিল, না মা আর গুটিকতক দিউন। এই কথা বলিতে বলিতে ঝুলি ফাটিয়া গিয়া সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা ভূমিতে পতিত হইল, পড়িবামাত্র সকলই ধূলিসার হইয়া বাতাসে উড়িয়া গেল। লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন। নির্ব্বোধ ভিক্ষুক তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিস্তর চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু আর দেখিতে পাইল না। কি করে স্কন্ধের ঝুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া যাবজ্জীবন ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং তাহাকে যে ভিক্ষুক সে ভিক্ষুকের অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইল।

প্রহরী কুক্কুর, অথবা অনেক কর্ম্ম করিতে গেলে একটিও সুচারুরূপ হয় না।

পরিমিত রূপে ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত এক কৃষক আপন কুক্কুরের উপর তিনটি কর্ম্মের ভার দিল, গৃহ রক্ষণ, রুটি প্রস্তুত করণ, এবং উদ্যানে জল সেচন। সে, বলিয়া দিল, এই তিন কর্ম্ম সুচারুরূপ নিষ্পাদন করিতে পারিলে, কুক্কুর যে পরিমাণে নিত্য আহার পায়, তাহার তিন গুণ অধিক পাইবে। পারুক বা না পারুক, আহারের লোভে কুক্কুর সম্মত হইল। কৃষকের যে ইচ্ছা সেই কাজ, পর দিন কৃষক বাজারে ক্ষেত্রজাত দ্রব্য বিক্রয় করণার্থ যাইবার সময়, কুক্কুরকে উক্ত কর্ম্ম সকল করিতে বলিয়া গেল, আর তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিল, রুটি প্রস্তুত করা হয় নাই, বাগানে জল দেওয়া হয় নাই, এবং বাটীর জিনিস পত্র চুরি গিয়াছে। তদ্দর্শনে তাহার ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, সে চীৎকার শব্দ করিয়া, যার পর নাই কুক্কুরকে গালি দিতে লাগিল। কুক্কুর শান্তভাবে প্রভুর ঐ দুর্ব্বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, বিনয় নম্র বচনে উত্তর করিল, মহাশয়! অধীন বলিয়া অকারণে আপনি আমাকে এত কটুবাক্য কহেন কেন? গৃহরক্ষা করিতে গেলে, উদ্যানে জল সেচন করণে আমি এক পদ সরিতে পারি না। যদি বাগানে যাই, তবে আপনকার জন্য রুটী প্রস্তুত করিতে অবকাশ কেমন করিয়া হয়, আর যদি রান্না ঘরে গিয়া রুটী প্রস্তুত করিতে

প্রবৃত্ত হই, তবে গৃহস্থিত অপরাপর জিনিস পত্রের তত্ত্বাবধান আমাদ্বারা কিরূপে সম্পন্ন হয়।

রুষিয়া দেশে রাজকর্ম্মচারী জন কয়েক লোককে বিস্তর কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে এক একটি পদ সুচারুরূপ নিষ্পাদন করাই যথেষ্ট, এক ব্যক্তিকে অধিক কার্য্য করিতে হয় বলিয়া, কোন কার্য্যই ভালরূপ নির্ব্বাহ হয় না।

—o—

মেষপাল এবং কুক্কুরগণ, অথবা মন্দ ঔষধ অপেক্ষা বরং রোগ থাকা ভাল।

একদা কোন মেষপাল মধ্যে নেকড়িয়া বাঘেরা পড়িয়া বহু মেষ নষ্ট করিত। এই অত্যাচার নিবারণ হেতু মেষপালকেরা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, যে, যে কয়েকটা কুক্কুর এখন মেষ রক্ষা করে, তাহাদের সঙ্খ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি করা যাইবে। উক্ত অভিপ্রায়ানুরূপ কর্ম্ম করিয়া তাহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু আহারাভাবে কুক্কুরেরাও যে জীবন ধারণ করিতে পারে না, ইহা তাহারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। দুটি একটি নয় যে মেষপালকদিগের পাতের উচ্ছিষ্ট খাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। বহু সঙ্খ্যক কুক্কুর হওয়াতে, তাহারা পেটের জ্বালায় প্রথমে এক একটি মেষের লোম ও চর্ম্ম ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। তাহাতেও উদর পূর্ণ না হওয়াতে মাংস ও অস্থি পর্য্যন্ত খাইল। প্রতিদিন এইরূপ

দুই তিনটি করিয়া খাওয়াতে, দিন কয়েকের মধ্যে পালে ছয়টি বই আর মেষ রহিল না ; আর, এক মাস পূর্ণ না হইতে হইতে সে ছয়টিও নিঃশেষিত হইল।

কর্ম্ম-স্থানে কেরাণীর সঙ্খ্যা বৃদ্ধি করিলে, কখন কখন এইরূপ ফলোৎপন্ন হয়।

—§§§§—

পিঞ্জরবদ্ধ বুলবুল বোঁস্তা, অথবা পরিশ্রমীর দণ্ড।

একদা এক ব্যাধ কতকগুলি বুল বুল বোঁস্তা ধরিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। কারারুদ্ধের অবস্থাতে তাহারা দুঃখের গীত গায়, স্বজাতীয় পক্ষীদিগকে উপবন বারাসত মধ্যে যখন সুমধুর মধুর ধ্বনি করিতে দেখে, তখন তাহাদিগের দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। তাহারা আপনাদিগকে প্রপীড়িত বোধ করিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে সহস্র ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করে।

উপবনে সহচর পক্ষীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসাতে, কারাবাসের যন্ত্রণা একটি বুল বুল বোঁস্তার পক্ষে দুঃসহ বোধ হইল ; আরাম নাই, নিদ্রা নাই, সে দিবারাত্রি পূর্ব্ব সুখ মনে করিয়া কেবল বিলাপ করিতে থাকে। অবশেষে সে মনে মনে বিবেচনা করিল, শোকে অভিভূত হইয়া থাকিলে ফল কি? বোধ হয় আমি ভোজন পান করি কি না, তাহা দেখিবার জন্য ব্যাধ আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

এখন যদি আমি তাহাকে সুমিষ্ট-রবে সন্তুষ্ট করিয়া কোমল-স্বভাব করিতে পারি, তবে নিশ্চয় বোধ হইতেছে পুরস্কার স্বরূপ কোন দিন না কোন দিন সে আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে। এই কল্পনা করিয়া বিষণ্ণ-চিত্ত বুলবুল বোঁস্তা প্রসন্ন-চিত্ত হইয়া প্রতিদিন উষাকাল অবধি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত মনোহর মধুর ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে তাহার সুদশা হইল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরো তাহাকে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতে হইল। এক দিন সুনির্ম্মল প্রাতঃকালে সে যথাসাধ্য মধুর স্বরে গান করিতেছে, তাহার প্রভু তচ্ছ্রবণে মোহিত হইয়া সত্বর পিঞ্জর-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিল, এবং যে সকল পক্ষীর স্বর উত্তম নহে তাহাদের সকলকেই ছাড়িয়া দিল। কিন্তু মনোহর গায়ক বুলবুল বোঁস্তার আর কারামোচন হইল না, স্বাধীন হইবার প্রত্যাশায় সে গলা ফুলাইয়া যত সুস্বর প্রকাশ করিতে লাগিল, ততই ব্যাধ তাহার কারাবাস পিঞ্জর পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান হইল।

—০—

ভ্রমণকারী ও কুক্কুর, অথবা ঘুমন্ত বাঘকে জাগাইও না।

দুই বন্ধু পাশি মধ্যে চলিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একটা কুক্কুর ভয়ঙ্কর ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তাহার চীৎকার

শব্দ শুনিয়া আরো গোটা কতক আইল, ক্রমে পঞ্চাশটা কুক্কুর একত্র হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাতে এক জন বন্ধু পথের একখান প্রস্তর হস্তে লইয়া তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে, অপর জন কহিলেন, "বন্ধু কি কর, তুমি পাগল না কি? এই সামান্য প্রস্তর দ্বারা তুমি পঞ্চাশটা কুক্কুরের চীৎকার শব্দ নিবারণ করিতে চাও। তুমি ইহা উহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, উহারা ক্রোধ-পরবশ হইয়া এমনি ঘোরতর শব্দে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, যে, আমরা পলাইবার পথ পাইব না। আইস, কুক্কুরদিগের ঘেউ ঘেউ শব্দে মনোযোগ না করিয়া আমরা পথে চলিয়া যাই, হয়তো উহারা আপনা আপনি নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে। সুবুদ্ধিমান বিজ্ঞ ব্যক্তি যাহা বলিলেন তাহাই হইল, তাঁহারা এক শত পদ চলিয়া যান নাই, কুক্কুরেরা অনর্থক তাঁহাদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া ও চীৎকার করিয়া একেবারে হাঁপাইয়া পড়িল, সুতরাং আর ঘেউ ঘেউ করিতে পারিল না।

হিংস্রকেরা সুবুদ্ধিমান কৃতী পুরুষদিগের মহৎকর্ম্ম দেখিয়া চীৎকার শব্দ-পূর্ব্বক তাহাদের নিন্দা বাদ করে, করিতে দেও, দুরাত্মারা অত্যল্প দিন এইরূপ করিবে, কিন্তু অচিরে তাহারা আপনা আপনি যে নিস্তব্ধ হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষক সর্প, অথবা সৎকুলোদ্ভব না হইলে সদাচারী হওয়া অসম্ভব।

একদা পল্লিগ্রামবাসী এক কৃষক পরিবার মধ্যে এক-জন শিক্ষকের আবশ্যক হইয়াছিল। একটা সর্প সেই কর্ম্ম প্রার্থনায় গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া কহিল, ভাই কৃষক! আমাদিগের জাতির দুর্নাম সকলেই করিয়া থাকে, সচ্চরিত্রের প্রতিষ্ঠা-পত্র আমরা কাহারো নিকট পাইবার যোগ্য নহি, সর্পবংশে জন্ম গ্রহণ করিলে অবশ্যই দুশ্চরিত্র হয়, ইহা লোকে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমি আমার বিষয়ে বলিতে পারি, এ অপবাদ হইতে আমি পরিমুক্ত হইয়াছি, যদিও কোন সর্প কোন শিশুকে কখন দংশন করিয়া থাকে, তথাপি আমার প্রতি এরূপ দোষারোপ কেহ করিতে পারে না। অন্য ফণীর ন্যায় আমার বিষদন্ত আছে বটে, কিন্তু তাহা ব্যবহৃত কখন হয় নাই। অতএব তুমি দেখ আমি স্ব-জাতীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, জীব-হিংসাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত না হইয়া উত্তম শিক্ষক হওনের অভিপ্রায় যখন আমি প্রকাশ করিতেছি, তখন তাহাতেই তুমি আমার সাধু স্বভাবের প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে। পল্লিগ্রামবাসী গৃহস্থ বলিল, তোমার কথা সত্য হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তথাপি আমি তোমাকে শিক্ষকের পদে নিয়োগ করিতে পারি না; কারণ তোমার আত্মীয় কুটুম্বগণ আমার বাটীতে তোমাকে নিযুক্ত হইতে দেখিলে, যাওয়া আসা করিতে ছাড়িবে না। তাহারা

বন্ধুত্ব ভাবে তোমার সহিত দুই চারি দিন বাস করিলেও করিতে পারে। তাহা হইলে একটি উত্তম সর্পের জন্য বহু প্রতারকের সংস্রব নিত্য আমার বাটীতে হইবে, আমার পরিবার তদ্দ্বারা শীঘ্র যে উচ্ছিন্ন যাইবে তার আর কোন সন্দেহ নাই। ফণীবর! রাগ করিও না, তোমার সাহায্য আমার পক্ষে তুষ্টিকর বটে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া আপন সর্ব্বনাশ কে কোথায় আপনি করিয়া থাকে; সত্য কহিতেছি, সর্প জাতির মধ্যে যাহারা অত্যুত্তম বলিয়া মান্য গণ্য, তাহারাও এক কপর্দ্দকের যোগ্য পাত্র নহে।

পাঠকগণ আমার এই গল্পের তাৎপর্য্য তোমরা কি বুঝিতে পার না। *

হস্তী, অথবা অপরের মহদ্গুণ দেখিয়া ঈর্ষা করা উচিত নয়।

একদা এক হস্তী পশুরাজ সিংহকে সাতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছিল, সিংহ তৎপ্রতি প্রীতি দেখাইবার জন্য তাহাকে উচ্চ পদস্থ করিল। বনবাসী পশুগণ ইহাতে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিল, বাহ্য দৃষ্টি এবং আচার ব্যবহারে হস্তীর এমন কোন মনো-

---

* রুষিয়া দেশে ফরাশী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া প্রধান প্রধান পরিবারের বালকদিগের শিক্ষা বিধান হইত, ঐ শিক্ষকেরা শাস্ত্র ও নীতি বিরুদ্ধ মত তাহাদিগকে শিখাইত। ক্রীলক তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া এই গল্প রচনা করিয়াছেন।

রম এবং প্রসিদ্ধ গুণ নাই যে এরূপ পদ পাইবার যোগ্য হয়। খেঁকশিয়াল লাঙ্গুল নাড়িয়া বলিল, আমার মত তাহার যদি ঝাঁকড়া লেজ থাকিত, তবে আমি তাহাকে এক দিন প্রশংসা করিতে পারিতাম। ভল্লুক বলিল, আমার মত তাহার পদে-তো সুতীক্ষ্ণ নখর নাই, তবে আবার তাহার সৌন্দর্য্য কি? বৃষ শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া, দূর হউক তোমরা কেহই বুঝিতে পার নাই, হস্তীর দন্ত দুটি লম্বা, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সে ঐ দন্ত দ্বারা রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকিবে। কি জানি রাজা ভ্রম বশতঃ ঐ দন্তদ্বয়কে শৃঙ্গ জ্ঞান করিয়াছেন। তচ্ছ্রবণে গর্দ্দভ আপন কর্ণ উন্নত করিয়া কহিতে লাগিল। যথার্থ কারণ তোমরা কেহই জান না, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, হস্তী কর্ণ দ্বারা পশু রাজকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকিবে।

ঈর্ষা প্রযুক্ত আমরা অন্যের দোষ লক্ষ্য করিয়া থাকি, গুণের প্রতি লক্ষ্য করি না।

—o—

কৃষক ও খেঁকশিয়াল, অথবা চোরকে বিশ্বাস করিতে নাই।

একদা এক পল্লীগ্রাম বাসী কৃষক এক খেঁকশিয়া-লকে বলিল, "বন্ধো! কুক্কুট চুরী করণ অপকর্ম্মটি তুমি এত ভাল বাস কেন? তোমার যে ব্যবসা সে ব্যবসার মধ্যেই নয়, উহাতে লাভ তো কিছুই দেখি

না, লাভের মধ্যে জন সমাজে অপমানিত, লজ্জিত এবং অভিশাপগ্রস্ত হইতে হয়। চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে অকিঞ্চিৎকর খাদ্য প্রাপ্ত হও, তজ্জন্য জীবিতাবস্থায় কোন্ দিন কে তোমার গাত্রের চর্ম্ম উৎপাটন করিবে, ইহা তুমি এক বারও ভাব না। ছিছি! যৎকিঞ্চিৎ আহারের জন্য আত্ম প্রাণকে বিপদগ্রস্ত করা কি বুদ্ধিমানের কর্ম্ম? খেঁকসিয়াল কহিল, যথার্থ কহিতেছ, আমিও ঐ ব্যবসায়ে এখন ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছি, কুক্কুট-মাংস আর আমার মুখরোচক হয় না। আমি নিজে সচ্চরিত্র বটে, কিন্তু আমাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। জীবন ধারণের জন্য যে উপজীবিকা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে ক্লান্ত হইলেই বা কি হইবে, আমার স্বজাতীয় পশুরাও ঐ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা উহাতো অপকৃষ্ট বৃত্তি নহে, তবে আমি ইহা ছাড়া আর কি করিব বল। কৃষক বলিল, চৌর্য্যবৃত্তি অতিজঘন্য কর্ম্ম, ইহা যদি তোমার স্থির হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তবে যাহাতে তুমি সাধু ও নির্দ্দোষ উপায় দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পার, আমি এমন একটি কর্ম্ম দিব। তুমি আমার বাটীতে থাকিয়া উত্তম খাদ্য প্রাপ্ত হইবে, কর্ম্মের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় বন্ধুদিগের তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা আমার হংস কুক্কুট পালিত পক্ষী গুলি যেন নষ্ট না হয়, সর্ব্বদা এই তত্ত্বাবধান করিবে, কারণ তুমি তাহাদের চাতুর্য্য ও ধূর্ত্ততার বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছ। খেঁকশিয়াল ইহাতে সম্মত হইয়া কৃষকের হংস ও কুক্কুট-

দিগের রক্ষক পদে অভিষিক্ত হইল, এখন আর কোন ভয় নাই, প্রতি দিন নির্ভয়ে মহা ভোজন করিয়া বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইল। কিন্তু যে অসৎ সেই অসচ্চরিত্র, অল্প দিনের মধ্যে সে আপন অভ্যস্ত দুষ্প্রবৃত্তি এমনি চরিতার্থ করিল, যে, এক পক্ষের মধ্যে কৃষকের বাটীতে একটিও হংস ও কুক্কুট রহিল না।

সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি দরিদ্রও যদি হয়, তথাপি সে অন্যের সম্পত্তিতে লোভ করে না। কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রবৃত্ত যে লোক লক্ষ মুদ্রা দিলেও সে পরদিন পুনর্ব্বার চুরী করিবে।

শূকর এবং আম্র বৃক্ষ, অথবা অকৃতজ্ঞতা।

একদা একটা প্রাচীন আম্র বৃক্ষের তলায় বিস্তর আঁম্র পড়িয়াছিল। একটা শূকর গলায় গলায় তাহা ভক্ষণ করিয়া সেই স্থানেই নিদ্রা গেল। জাগ্রত হইয়া সে ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষের চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকা নাসিকা ও দন্ত দ্বারা খনন করিবার উপক্রম করিলে, শাখায় উপবিষ্ট একটা কাক তাহাকে নিষেধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “কি কর, কি কর, যদ্যপি তোমার দন্ত দ্বারা বৃক্ষ-মূলের অনিষ্ট হয়, তবে যে গুঁড়ী পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যাইবে তাহা কি তুমি জান না।” শূকর বলিল, গাছের গুঁড়ী শুষ্ক হয় হউক, যাহাতে আমাকে হৃষ্টপুষ্ট করে, সেই আম্র পাইলেই হয়। এই কথা শুনিয়া আম্রবৃক্ষ

ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল, রে কৃতঘ্ন! রে মহাপাতকি! একবার মস্তকোত্তোলন করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি কর, যে ফল খাইয়া তুই হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছিস, সে আমার উৎপাদিত ফল বই আর কাহারো নহে।

যে অজ্ঞান, শিল্প এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রবিষয়ে বিরুদ্ধ কথা কহিয়া বিবাদ করিয়া থাকে, তাহাদিগের ফলে যে তাহার শরীর পোষণ হয়, ভ্রমক্রমে একবারও সে এমন বিবেচনা করে না।

বানর এবং মুকুর, অথবা আত্ম দোষ আমরা দেখিতে পাই না।

একদিন একটা বানর আয়নাতে আপন প্রতিরূপ দেখিয়া এক ভল্লুককে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিল। ভাই! ছি! ছি! আর্শীর ভিতর ওটা কি কুৎসিত জঘন্য মস্করাদার জন্তু, আমার যদি অমন মূর্ত্তি হইত, আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিতাম। আমি জানি আমার পাঁচ ছয় জন অনুষঙ্গী বন্ধু ঠিক এমনি কদাকার, যদি বল, আমি অঙ্গুলি গণনা করিয়া তাহাদের নাম বলিতে পারি। ভল্লুক বলিল, তুমি অনর্থক এমন প্রলাপ বাক্য কেন কহিতেছ? তুমি আপনার ঐ কুৎসিত চিবুকটি একবার লক্ষ্য কর দেখি। কিন্তু ভল্লুকের সদুপদেশ তৎপক্ষে বৃথা হইল, বানর তাহার কথায় প্রত্যয় করিল না।

এইরূপ বানর অনেক আছে, ব্যঙ্গোক্তি বিশিষ্ট কাব্যরূপ মুকুরে তাহারা আপনাদের প্রতিরূপ দেখিতে পায় না।

নেকড়িয়া ব্যাঘ্র এবং মেষপালকগণ, অথবা কড়া বলে হাঁড়ী ভাই তোমার তলা কাল।

একদা এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্র মেষের খোঁয়াড়ের চতুস্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল, বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিল জন কয়েক মেষপালক একটা মেষের চতুর্থাংশের একাংশ পরস্পর বিভাগ করিয়া লইতেছে। মেষ-রক্ষক কুক্কুরগণও তাহার কিয়দংশ পাইবার জন্য সে স্থানে বসিয়া আছে। তদ্দর্শনে নেকড়িয়াটা বিদ্রূপ করিয়া বলিল, আহা সদাশয় মহাশয়গণ! এখন তোমাদের আমাদের মধ্যে প্রভেদ কি? আমি যদি মেষ নষ্ট করিয়া আপনাদিগের মধ্যে এইরূপ অংশ করিয়া লইতাম, তবে তোমরা যে কত গোলমাল করিতে তাহা বলিতে পারা যায় না।

—০—

বোঝাই গাড়ী, অথবা অত্যন্ত সত্বর হইলেই মন্দগতি হয়।

একবার হাঁড়ীভেঁপরিপূর্ণ অনেকগুলি শকট গড়ানিয়া স্থানের উপর দিয়া চালিত হইতে ছিল। গাড়ীর কর্ত্তা অনিষ্ট নিবারণ হেতু ভঙ্গপ্রবণ জিনিসগুলি

প্রথমে ঐ স্থানের উপরিভাগে রাখিল, পরে সাবধান পূর্ব্বক কতকগুলি হাঁড়ী ঘোড়ার পৃষ্ঠে বান্ধিয়া দিয়া ঘোড়া চালাইতে লাগিল। বোঝার ভারে পাছে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে দুর্ব্বল পশুটি ধীরে ধীরে যাইতেছে, এমন সময়ে অপর একখান শকটের একটা অহঙ্কারী চঞ্চল পূর্ণযৌবন ঘোটক তাহাকে অবলোকন করত নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিল, বাহবা! বাহবা! কি জমকালই হইয়াছে। এই জন্যই প্রভু তোমার নিমিত্তে শ্লাঘা করিয়া থাকেন, বাছার চলন তো নয়, ঠিক যেন একটি কাঁকড়া যাইতেছে। একেতো সম্পূর্ণ বক্র, তাতে আবার পীঠ বাঁকাইয়া চলিতেছ, এখনি যে উছোট খাইয়া বামভাগের পাথরের উপরি পড়িতে হইবে। আর একটুক টানিয়া চলনা, এতো উচ্চ পাহাড় নয় এবং রাত্রিকালও নয়, দিনের বেলায় পাঁহাড়ের নীচে দিয়া যাইতে এত ধুম ধাম কেন? এমন একটি গর্দ্দভ, এরূপ জন্তুকে দেখিতে কেহ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে না, কেবল জল বহন ব্যতি-রেকে ওটা আর কোন কর্ম্মের যোগ্য নয়। আমরা কেমন করিয়া যাই, একবার স্বচক্ষে দৃষ্টি কর, মুহূর্ত্তকাল নষ্ট হইবে না, আমরা গাড়ী না টানিয়াও একেবারে গড়াইয়া লইয়া যাইব।

অতঃপর পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বক্র করিয়া স্কন্ধের কেশর উত্তোলন পূর্ব্বক অহঙ্কারী যুবক অশ্ব বোঝাই গাড়ী টানিতে আরম্ভ করিল। ঢালু জায়গায় গাড়ীর চাকা কতক্ষণ চলে, দুই এক হাত চালিত না হইতে হইতে গাড়ীখানা বোঝার ভরে টলমল করিতে

লাগিল। অহঙ্কারী ঘোড়াটা তথাপি কিছু দৃকপাত করিল না, চালাকি দেখাইবার জন্যে তেজে দৌড়াইতে লাগিল। তাহাতে গাড়ীখানা এক ধাক্কায় ঘোড়ার পীঠে পড়িল, বোমটা চূর্ণ হইয়া গেল, এবং মোটা মোটা শোণের রসি একেবারে ছিন্ন হইল। ঘোড়াটা ভূতলশায়ী হইয়া দারুণ যন্ত্রণায় খাবি খাইতে লাগিল, পরে প্রস্তর ও নরদামার উপর দিয়া পড়িয়া বোঝাই গাড়ীশুদ্ধ নদীর জলে পতিত হইল। তাহাতে হাঁড়ী ব্যবসায় দ্বারা তাহার প্রভু ধনোপার্জ্জনের যে আশা করিয়াছিল, সে আশায় নিরাশ হইতে হইল।

অনেক মনুষ্য এমত অহঙ্কারী এবং দুর্ব্বল, যে, অপর ব্যক্তির সকল সদ্গুণ ও সৎকর্ম্মকে তাহারা অন্যায় দোষ বোধ করে; কিন্তু তাহারা আপনারা যখন স্বহস্তে সে কর্ম্ম করিতে যায়, তখন তাহাদের কর্ম্ম দ্বিগুণ অন্যায় ও মন্দ হইয়া থাকে।

পূর্ণবয়স দাঁড়কাক, অথবা অত্যন্ত বর্দ্ধনেচ্ছুক হওয়া ভাল নয়।

একদা এক উৎক্রোশ পক্ষী অত্যুচ্চ শূন্যমার্গ হইতে শোঁ শোঁ শব্দে নামিয়া এক মেষপাল মধ্যে পড়িল, এবং সত্বর একটি ছোট মেষশাবককে ধরিয়া পুনরায় আকাশে উড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে বয়ঃপ্রাপ্ত একটা দাঁড়কাক তদনুরূপ সাতিশয় লোভাকৃষ্ট হইয়া মনে মনে তর্ক করিয়া কহিতে লাগিল, "এবিষয়ে পরাঙ্মুখ

হওয়া আমার উচিত নয়, যদি একবার আমি এক মেষশাবক লইয়া যাই, তবে আরো লইতে পারিব। এক জনের পায়ের থাবা কর্দ্দম লেপনে মলিন করণে আবশ্যক কি? উৎক্রোশ পক্ষী জাতির মধ্যে অনেকেতো দুর্ব্বল আছে, তবে কেমন করিয়া তাহারা মেষশাবক ধরিয়া লইয়া যায়? আমার যে বুদ্ধি আমি ইচ্ছা করিলে শাবক কি, হৃষ্ট পুষ্ট একটা বড় মেষকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিব। এই স্থির করিয়া কাকটা ভূমি হইতে উত্থিত হইল, আর মেষপাল ও তৎশাবকগণের প্রতি লোভদৃষ্টি করিয়া বিচক্ষণতা পূর্ব্বক তাহাদের মধ্যে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ বিবেচনা করিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এমন একটি হৃষ্ট পুষ্ট প্রকাণ্ড মেষ মনোনীত করিল, যে তদ্রূপ একটি পশু ধৃত করা নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের পক্ষেও দুঃসাধ্য। যাহা হউক, সে প্রস্তুত হইয়া সত্বর বেগে উড্ডীয়মান হওত উক্ত মেষের উপর পড়িল, এবং সবলে তাহাকে ধৃত করিয়া তাহার লোমাবৃত শরীরে আপন নখর বিদ্ধ করিল। অতঃপর তাহার বোধ হইল, যে, শিকার সে কোন মতেই ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, সর্ব্ব বিধায়ে উহা তৎপক্ষে অনুপযোগী। এদিকে লোক সকল এক দৃষ্টে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। উড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু পলাইবার যো নাই, মেষের লম্বা লোম তাহার পায়ের থাবা জড়িয়া ধরিয়াছে। এখন আগন্তুক বিপদ হইতে তাহার মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। দর্শক লোকদিগের ঐ অনভিজ্ঞ নির্ব্বো-

ধকে ধরা অতি সহজ ব্যাপার হইল। মেষপালকেরা আসিয়া তাহাকে হস্ত দ্বারা ধরিলে, তাহার শৌর্য্য বীর্য্য একেবারে লোপ হইল। তাহারা ঐ অহঙ্কারী দাঁড়কাকের শুদ্ধ পাখা কাটিয়া ছাড়িয়া দিল, না, বালকেরা তাহাকে লইয়া আমোদ ও ক্রীড়া করিতে লাগিল।

মানব জাতির মধ্যে অনেকবার দৃষ্ট হইয়াছে, যখন নীচস্বভাব ক্ষুদ্র লোক মহল্লোককে অনুকরণ করিতে চাহে, তখন মহদাশয় ব্যক্তিরা যে দোষকে ভারি দোষ জ্ঞান করেন না, নীচাশয় লোক তাহা বিষম দোষ বিবেচনা করিয়া, প্রতিফল দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

শুঁড়ী ও মুচী, অথবা ধনে সুখ নহে, কিন্তু সুখ হয় মনে।

–একদা মদ্য ব্যবসায়ী এক জন শৌণ্ডিক মদ্য বিক্রয় দ্বারা বিস্তর ধনোপার্জন করিয়াছিল; তাহার ধনের ইয়ত্তা করিতে লোক সহসা পারিত না। রাজপ্রাসাদ তুল্য মনোহর প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, সে তন্মধ্যে বাস করিত। তাহার ভাণ্ডারে ভোগ-বিলাসোপযোগী বড়মানুষের প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না, সে উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী ভোজন এবং অত্যুৎকৃষ্ট মদ্যপান করিত। প্রতিদিন তাহার বাটীতে উৎসব হইত, আপনি যেরূপ খাইত বন্ধু বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেইরূপ ভোজন পান

করাইত। মধ্যে মধ্যে তাহার বাটীতে রাত্রিকালে নৃত্য গীতাদি আমোদ জনক ক্রিয়া হইত, অধিক কি, গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি যে সকল বস্তু ধনাঢ্য লোকদিগের সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক, শৌণ্ডিকের সে সকলই ছিল। অসুখের মধ্যে একটী তাহার প্রধান অসুখ ছিল এই, রাত্রিকালে এক দিনও তাহার সুনিদ্রা হইত না, সে ঘন্টায় ঘন্টায় জাগিয়া উঠিত, চক্ষু মুদিলেই নানা কুস্বপ্ন দেখিয়া সশঙ্কিত হইত। পর লোকে তাহাকে ঈশ্বরের বিচারে দণ্ডায়নান হইতে হইবে, অথবা ভবিষ্যতে সে নির্ধন হইবে, এই ভাবনায় তাহার উক্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ যে খানে বিষয় সেই খানেই চিন্তার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে সুশীতল সমীরণ হইলে সে অল্প একটুক নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু নূতন যাতনা এবং নূতন ভাবনা তাহার মনে উদয় হওয়াতে, সকালেও সে কোন মতে ঘুমাইতে পারিত না। যাহাহউক পরমেশ্বর তাহাকে এক জন প্রতিবাসী দিয়াছিলেন, জাতিতে সে চর্ম্মকার, বনিকের বাটীর সম্মুখ ভাগে তাহার পর্ণকুটীর ছিল। টাকা নাই, ভোজন পানাদির পারিপাট্য নাই, দরিদ্রাবস্থায় সে ব্যক্তি কাল যাপন করিত বটে, কিন্তু মনের হর্ষ প্রযুক্ত সে এক দণ্ড কাল নিঃশব্দে থাকিতে পারিত না, জুতা গড়িতে গড়িতে সে প্রাতঃকাল হইতে দ্বিতীয় প্রহর, এবং তৃতীয় প্রহর হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত, সুখে গান গাইত। চর্ম্মকার গাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে গাইত, সুতরাং প্রাতঃকালে ধনীর

নিদ্রা আইলেও সে ঘুমাইতে পারিত না। বণিক কিরূপে তাহার গান বন্ধ করিতে পারে? যদি, বল-প্রকাশ পূর্ব্বক আজ্ঞা দিয়া নিবারণ করণের চেষ্টা পায়, তবে তাহার আজ্ঞা কে মানিবে, এরূপ আজ্ঞা দিতেও তাহার কোন অধিকার নাই। সে বিনয় বাক্যে চর্ম্ম-কারকে পত্র লিখিয়া প্রার্থনা করিল, কিন্তু সে প্রার্থনা চর্ম্মকার কোন মতে গ্রাহ্য করিল না। তাহাতে সে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিবার জন্য তাহাকে ডাকিয়া আনাইতে লোক পাঠাইল। তদনু-সারে প্রতিবাসী চর্ম্মকার আইলে, বিনয় বচনে ধনী তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া কহিল।

শে। প্রিয় বন্ধো! কেমন আছ?

চ। ঈশ্বরপ্রসাদে সকলই মঙ্গল, কোন বিষয়ে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য নাই, দয়া করিয়া আপনি যে আমাকে এমন মিষ্ট কথা কহিলেন, তাহাতে আমি আপনকার নিকট বড়ই বাধিত হইলাম।

শে। তোমার কাজকর্ম্ম এখন কিরূপ চলিতেছে? না চলে, সত্য করিয়া বল, তোমার মত লোক এক জন আমার বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।

চ। মহাশয়! কাজকর্ম্ম মন্দ নয়, আমার হস্তে সর্ব্বদাই যথেষ্ট কর্ম্ম থাকে।

শে। তবে তুমি সুখে আছ, যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ তাহাতে অসন্তোষ তোমার নাই।

চ। অসন্তুষ্ট কেন হইব? পরমেশ্বর আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে অধর্ম্ম হইবে। এ কথাতে আশ্চর্য্য হইবেন

না ! পদ বৃদ্ধি করণে আমার লক্ষ্য নাই, আমার ধর্ম্মপত্নী যুবতী সুন্দরী এবং ধর্ম্মশীলা।

শৌ। এই জন্যই কি তুমি প্রফুল্লচিত্ত, মনের সুখে দিবা রাত্রি গান করিয়া থাকে ?

চ। মহাশয় ! যুবতী ধর্ম্মশীলা স্ত্রীর সহবাসে মনের নির্ম্মল আনন্দ এবং উৎসাহ না হয়, এমন তো লোক দেখিতে পাই না।

শৌ। সত্য করিয়া বল, তোমার কাছে সর্ব্বদা কি টাকা থাকে, অনটন কখন হয় না ?

চ। না, এত টাকা থাকে না যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করি, কিন্তু এ জগতের অকর্ম্মণ্য অনর্থক পদার্থ এবং ভোগ-বিলাস আমি চাহি না। সুতরাং আমাকে টাকা অনটনের জন্য বিরক্ত হইতে হয় না।

শৌ। তবে বন্ধো ! এ সংসারে থাকিয়া তোমার ধনী হইবার অভিলাষ নাই ?

চ। ধনের অভিলাষ নাই আমি এমন কথা বলিতে পারি না, ধন বৃদ্ধি করণের আকাঙ্ক্ষা মনুষ্য-মাত্রেরই আছে। আপনি আপনা হইতেই বিশেষ জানেন, আপনকার ঐশ্বর্য্যের তো পরিসীমা নাই, তথাপি আপনি এ ধন অল্প জ্ঞান করিয়া আরো চাহেন কেন ? আমার যাহা আছে, তজ্জন্য আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি বটে, কিন্তু এমন ভরসাও করি, ধনে আমার কিছু মাত্র অপকার করিবে না।

শৌ। প্রিয় বন্ধো ! তুমি বুদ্ধিমানের মত কথা কহিতেছ, যেখানে ধন সেই খানেই কষ্ট, দরিদ্রতা

এ সংসারে কোন মতেই লজ্জার কারণ নহে, একথা যথার্থ বটে, কিন্তু ধনহীন হইলে জগতে যে নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব স্থির সিদ্ধান্ত হইল, দরিদ্র হওয়া অপেক্ষা ধনী হওয়া ভাল। তোমার সহিত কথা কহিয়া আজি আমি বড়ই আহ্লাদিত হইলাম, প্রীতির প্রমাণ স্বরূপ, আমি তোমাকে পাঁচ শত মুদ্রায় পূর্ণ এই থলিয়াটি দিতেছি, তুমি ইহা লইয়া গিয়া তোমার যুবতী ধর্ম্মশীলা সহধর্ম্মিণীকে দেও। নমস্কার, এখন যাও, ঈশ্বর-প্রসাদে আমার দত্ত এই টাকা যেন তোমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হয়। কিন্তু এ টাকা তুমি অপচয় বা অপব্যয় করিও না, যত্নপূর্ব্বক সঞ্চয় করিয়া রাখিও, ভবিষ্যতে যখন তোমার এমন অভাব হইবে যে এ টাকা ব্যয় না করিলে কোন মতে চলিবে না, তখনই ব্যয় করিও।

অনন্তর চর্ম্মকার প্রীত মনে যত্ন-পূর্ব্বক থলিয়াটি হস্তে ধারণ করিয়া আপন গৃহাভিমুখে চলিল। জন্মাবধি অত টাকা সে একেবারে কখন পায় নাই, অতএব পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়া সে একবার উহা আংরাখার ভিতর রাখে, একবার চাদর ঢাকা দেয়, এইরূপ অনেক সংগোপনে বাটীতে আনিয়া আপন ধর্ম্মপত্নীকে দিল। টাকা দেখিয়া ও গণনা করিয়া প্রথমে তাহারা স্ত্রী-পুরুষে সাতিশয় আহ্লাদিত হইল বটে, কিন্তু সামান্য পর্ণ-কুটীরে বাস, পাছে দস্যু আসিয়া অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, এই সন্দেহে তাহাদের অসুখ ও ভয়ের আর পরিসীমা রহিল না।

রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে তাহারা কুটীরের এক কোণে উহা পুতিয়া রাখিল, তাহাদের চিত্তের প্রফুল্লতাও উহার সঙ্গে পোতা গেল। চর্ম্মকারের সুমধুর মধুর ধ্বনি আর শুনা গেল না, তাহার চক্ষু হইতে নিদ্রা দেবী দূরে পলায়ন করিলেন। রাত্রিকালে যদি বিড়াল লাফিয়া পড়ে, যদি ইন্দুর খড় খড় করে, তবে একেবারে তাহার গুপ্ত ধন মনে উদয় হয়, সন্দেহে তাহার মন পরিপূর্ণ হয়, সে মনে করে, চোর আমার ঘরে সিঁদ দিতেছে, ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া নিঃশব্দে সকল শব্দই কাণ পাতিয়া শুনে। অল্পে বলি, চর্ম্মকারের জীবনের সুখ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, সংসার ত্যাগী অভাগাদিগের ন্যায় জলমগ্ন হইয়া মরিতেও তাহার দুঃখ হইল না, ধনের প্রতি সে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া, যাহাতে এদুঃখের অবসান হয় এমন এক উপায় কল্পনা করিল।

সে মুদ্রা-পূরিত পূর্ব্বোক্ত থলিয়াটি লইয়া ধনাঢ্য প্রতিবাসীর নিকটে গিয়া কহিল, মহাশয়! আমাসদৃশ দীনের প্রতি আপনি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনকাকে ধন্যবাদ করি, এই আপনকার টাকার থলি পুনরায় গ্রহণ করুন; আমার উহাতে প্রয়োজন নাই। হায়! অনিদ্রা কাহাকে বলে আমি এখন বিলক্ষণ জানিয়াছি, আপনি লক্ষ্মীর বরপুত্র, ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে সুখে কাল যাপন করুন। সামান্য উপজীবিকার উপর নির্ভর করিয়া, আমি পূর্ব্বে যেমন সুখে গীত গাইতাম এখনও সেইরূপ গাইব। গীত ও সুনিদ্রার পরিবর্ত্তে আপনি যদি

আমাকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করেন, আমি তাহা আর কখন গ্রহণ করিব না।

খেঁক শিয়ালের লাঙ্গুল, অথবা টাকা হারাণ অপেক্ষা একটি পয়সা হারাণ ভাল।

শীতকালে এক দিন প্রত্যুষে এক খেঁকশিয়াল কোন নদী তীরে জল পান করিতে আইল, হিমশিলা দ্বারা ঐ নদীর জল তখন জমিয়া গিয়াছিল। শিয়াল ঝাঁকড়া লেজ হেঁচড়িয়া যেমন বরফের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে; অমনি তাহার লাঙ্গুলের শেষ ভাগ বরফে জমাট হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সে বলিতে লাগিল, ইহাতে আমার বিশেষ হানি হয় নাই, টানিয়া লইলে গাছ কয়েক লোম ছিঁড়িয়া যাইবে, যায় যাউক, আমিতো এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইব। আরবার ভাবিল, তাহা হইলে আমার লাঙ্গুলের কোন সৌন্দর্য্য থাকিবে না, ইহার পীত-বর্ণ ক্ষুদ্র লোম সকল বড় বড় কোমল লোমের সহিত মিশ্রিত হইলে, বিশ্রী ও বিকৃতাকার হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিতে মনস্থ করিল, ভাবিল লোকেরা এখনও নিদ্রা যাইতেছে, অরুণোদয় হইলেই বরফ গলিয়া যাইবে, তখন অনায়াসে আমার লাঙ্গুল মুক্ত করিয়া লইতে পারিব। এই স্থির করিয়া শৃগাল অনেক ক্ষণ বিলম্ব করিয়া

বসিয়া রহিল, তাহাতে তাহার লেজ পূর্ব্বাপেক্ষা বরফে আরো জমাট হইয়া গেল। এ দিকে পূর্ব্ব দিক রক্তিমা বর্ণ হইয়া সূর্য্যোদয় হইল, তথাপি হিম-শিলা দ্রবীভূত হইল না। খেঁকশিয়াল ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া বিস্তর টানা টানি করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতেই তাহার লাঙ্গূল খসাইতে পারিল না। হতাশ হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, এমত সময়ে একটা নেকড়িয়া ব্যাঘ্রকে তাহার কাছ দিয়া যাইতে দেখিল। সে উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে কহিল, ভাই! বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর। এই কথা শুনিয়া নেক-ড়িয়া স্বজাতির রীত্যনুসারে তাহার সহায়তা করিল, অর্থাৎ দন্ত দ্বারা পৃষ্ঠের অস্থির নিকট পর্য্যন্ত তাহার লাঙ্গূল কাটিয়া দিল। তাহাতে খেঁকশিয়াল সহর্ষ-চিত্তে আপন গর্ত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইল, মনে করিল লেজ যাউক তাতে ক্ষতি নাই, আমার যে প্রাণ রক্ষা হইল সেই মঙ্গলেই মঙ্গল।

অনেক নির্ব্বোধ প্রথমে মস্তকের এক গাছি কেশ ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে না বটে, কিন্তু শেষে তাহাদিগকে উপকেশ অর্থাৎ পরচুলা পরিয়া জন-সমাজে বাহির হইতে হয়।

নেকড়িয়া ব্যাঘ্র এবং বিড়াল, অথবা যেরূপ বুনে সেরূপ কাটে।

একদা একটা নেকড়িয়া ব্যাঘ্র নিকটবর্ত্তী বন হইতে শীঘ্র পলায়ন করিয়া এক গ্রামে প্রবেশ করিল। সে দর্শনার্থে তথায় যায় নাই, কুক্কুর এবং শিকারী লোকেরা শিকার করিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াছিল বলিয়া, প্রাণ রক্ষার জন্য সে গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল। লুক্কায়িত হইবার নিমিত্ত সে যে বাটীতে যায় সেই বাটীরই দ্বার রুদ্ধ দেখে, অনেক অন্বেষণের পর দেখিল, যে, একটি বিড়াল নিঃশব্দে এক প্রাচীরের উপর বসিয়া রহিয়াছে। সে বিনীতভাবে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল, ভাই বিড়াল! ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাকে সাহায্য করে, তুমি এমন কোন কৃষককে জান, কারণ কুক্কুরদিগের ঘেউ ঘেউ শব্দ আমি সন্নিকটে শুনিতে পাইতেছি। বিড়াল বলিল, আশ্রয় লইলে হরিদাস কুণ্ডু তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারে। নেকড়িয়া উত্তর করিল, আমি এক দিন তাহার একটি মেষ চুরী করিয়াছি, সে আমাকে কখনই বাঁচাইবে না। বিড়াল কহিল, তবে রামদাস নন্দীর কাছে যাও, নেকড়িয়া কহিল, না, সেও করিবে না, আমা কর্ত্তৃক তাহার একটি ছাগল নষ্ট হইয়াছে। বিড়াল বলিল, তবে কৃষ্ণদাস পাল। "সেও নয়, মেষ পাইবার নিমিত্ত সে এক দিন আমাকে ইতস্ততঃ খুজিয়া বেড়াইতে ছিল।" "তবে গোপালদাস আটা" বাপ রে সে কি করিবে, সে দিন আমি তাহার একটি বাছুর

মারিয়া ফেলিয়াছি। তখন বিড়াল রাগ করিয়া কহিল, এ নয় সে নয়, তুমি যখন সকলকারই অনিষ্ট করিয়াছ, তখন কিরূপে আশ্রয় লাভের আশা করিতে পারণ এখন আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর কর, যেরূপ অপরাধ করিয়াছ তাহার সমুচিত মূল্য দেও।

যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, লোকে যেরূপ বীজ বপন করে, সেইরূপ শস্য কাটিয়া থাকে।

ভ্রমণকারী আমীর, অথবা কাজে কিন্তু কথায় নয়।

একদা এক ধনাঢ্য আমীর যুদ্ধ-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া, ডাকিনী ও জাদুকরদিগের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে চাহিলেন। অশ্বারূঢ় হইয়া তিনি নিজ বাটীর প্রবেশ-দ্বারের নিকট আসিয়াছেন, এমত সময়ে তাঁহার ঘোটকটি গতি নিরুদ্ধ করিল, তাহাতে তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা কহিতে লাগিলেন, হে আমার উৎকৃষ্ট অশ্ব! তোমার যে সাহস, তুমি উপত্যকা এবং পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইবে, তার আর কোন সন্দেহ নাই; তাহাতে তোমার কীর্ত্তি-মন্দির আমাদের সম্মুখে সুপ্রকাশিত হইবে। যখন আমি মানবজাতির শত্রুপক্ষকে দণ্ডবিধান করিতে পারিব, আমার শৌর্য্য বীর্য্য দেখিয়া যখন চীনদেশীয় রাজকন্যার সহিত বিবাহ হইবে; যখন আমি অত্যা-

চারী রাজপুরুষদিগকে নষ্ট করিয়া বহুল রাজ্য পরাজয় করিব, তখন তুমি যে কত সম্ভ্রান্ত ও মান্য গণ্য হইবে তাহা বলিতে পারি না। আমি তোমার জন্য রাজপ্রাসাদের ন্যায় একটি অশ্বশালা নির্ম্মাণ করিব, তাহার নিকটে তোমার বিচরণীয় সুবিস্তীর্ণ একটি মাঠ প্রস্তুত হইবে, তোমার আহারের নিমিত্ত চিরকাল তাহা হরিত তৃণ এবং সুস্বাদ গুল্মে পরিপূর্ণ থাকিবে। এই কথা বলিয়া অশ্বারোহী সদ্বক্তা ঐ ঘোটকটির লাগাম ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে সে পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রম ও মান প্রাপ্ত হইতে কিছুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ করিল না, নিঃশব্দে তাহার প্রভুকে লইয়া নিজ বাসস্থান অশ্বশালায় প্রত্যাগমন করিল।

বন এবং অগ্নি, অথবা শঙ্কাজনক বন্ধুদিগকে প্রশ্রয় দান অবিধেয়।

বিশেষ পর্য্যালোচনা এবং সতর্কতা সহকারে বন্ধু মনোনীত করা কর্ত্তব্য। একদা শীতকালে কোন অরণ্যের নিকটস্থ পথে অত্যল্প অগ্নি মিট মিট করিতেছিল। বোধ হয় কোন ভ্রমণকারী পথিক তীর্থযাত্রা যাইবার সময় সে স্থানে উহা ফেলিয়া গিয়া থাকিবেক। কাষ্ঠ সংযুক্ত না হওয়াতে ঘন্টায় ঘন্টায় ঐ অগ্নি ক্রমে তেজহীন হইতে লাগিল, শেষাবস্থায় সেস্থানে যে অগ্নি আছে তাহা বনবাসী কোন পশুর অনুভব হইল না।

মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া অগ্নি আপন অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হইয়া, প্রতিবাসী অরণ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভাই অরণ্য! বিধাতা তোমার কি পাষাণ প্রাণ করিয়াছেন, তোমার বৃক্ষশাখার উপর কি তোমার চতুস্পার্শ্বে একটিমাত্র পত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; তদ্বিরহে হিমশিলা পতন দ্বারা তুমি দারুণ শীত সহ্য করিতেছ, আহা! তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে।

তখন বনস্থিত একটি বৃক্ষ উত্তর করিল, * শীতকালে আমি হিমশিলা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকি, দারুণ শীত এবং ঝটিকা দ্বারা সর্ব্বদা ভয় পাই, তবে কেমন করিয়া আমার শাখা পল্লব পত্র এবং পুষ্পদ্বারা সুশোভিত হইবে। অগ্নি বলিল, ও সব অনর্থক বাক্য, ভয় কি? তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে সাহায্য করিব। তুমি জাননা আমি নিজে সূর্য্যের ভ্রাতা, শীতকালে তত্তুল্য আমি আশ্চর্য্য ক্রিয়া করি। উষ্ণতর কাচগৃহে যাইয়া তত্রত্য বৃক্ষ সকলকে তুমি আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে, যে, শীতকালে প্রবল বায়ুর সময়েও তথায় যে পুষ্প বৃক্ষ সকল কুসুমিত এবং শোভিত হয়, ফলবান্ বৃক্ষ সকল যে সুপক্ক ফলে পরিণত হইয়া থাকে, সে কেবল আমার গুণেই হয়। কিন্তু আত্মশ্লাঘা আপনি করা উচিত নহে, উহার সীমা কত দূর পর্য্যন্ত রাখিতে হয়

---

* এরূপ বর্ণনা ভারতবর্ষের পক্ষে নহে, বোধ হয় রুষিয়া দেশে হইয়া থাকে।

তাহা আমি জানি ; সূর্য্য অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া যে কোন স্থানে দীপ্তি প্রদান করুন না কেন, ক্ষমতাতে কোন মতেই আমি দ্বিতীয় বা অসদৃশ নহি। তুমি দেখ আমার তেজে চতুষ্পার্শ্বস্থ হিমানী সকল কেমন দ্রবীভূত হইতেছে, বড় একটা কঠিন নয়, আমি যাহা বলি তুমি শীতকালে যদি সেই কর্ম্মটি করিতে পার, তবে অবশ্যই বসন্তকালের ন্যায় পুষ্প পল্লবে সুশোভিত হইবে "তুমি কেবল কিঞ্চিন্মাত্র স্থান তোমার অভ্যন্তরে আমাকে দেও"। ক্ষুদ্র বন ইহাতে সম্মত হওয়াতে প্রস্তাবিত কর্ম্মটি শীঘ্র নিষ্পাদিত হইল। উপবনে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুদ্রাগ্নি মহদগ্নির ন্যায় প্রবলপ্রতাপ হইল, বিলম্ব করিতে হইল না. ক্ষণমাত্রেই তাহার শিখা সুনির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল ভাবে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, বৃক্ষের শাখা সকল স্পর্শ করিল, এবং মুহূর্ত্তেকের মধ্যে বনকে নষ্ট করিয়া একেবারে শ্রীভ্রষ্ট করিল। এক এক বার কৃষ্ণবর্ণ গোলার ন্যায় ধূম শূন্যমার্গে উঠে, একবার খট্ খট্ ফট্ ফট্ শব্দ করিয়া মনোহর ক্ষুদ্র বনটিকে দগ্ধ করিতে থাকে। আহা! গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়ে পথিকেরা যাহার শীতল ছায়ায় বসিয়া অসহ্য সূর্য্যোত্তাপ-জনিত শ্রান্তি দূর করিত, সে স্থলে এখন বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ অসঙ্খ্য খুঁটি বই আর কিছুই রহিল না। এ বিষয়ে কিছু বলা কোনমতেই সম্ভবপর নহে, কারণ কাষ্ঠ এবং অগ্নিতে কখন কি সদ্ভাব হইয়া থাকে? জন্মাবধি যাহাদিগের পরস্পর শত্রুভাব, তাহাদিগের কখন কি মিত্র ভাব হয়?

বিড়াল ও বুলবুলবোঁস্তা, অথবা দুঃখের সময় গান গাওয়া যায় না।

একদা একটা বড় বিড়াল সুন্দর একটি বুল বুল বোঁস্তাকে ধরিয়া আপন নখরের নীচে রাখিয়া পীড়ন করিতে লাগিল। যাতনাতে দুর্ব্বল পক্ষীটি ভূমিতলশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে, এমত সময়ে বিড়ালটা তাহাকে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল প্রিয়বন্ধো! বুল বুল বোঁস্তা! সুমধুর সঙ্গীত দ্বারা তুমি নিকুঞ্জবাসী পক্ষী দিগের মন হরণ কর, মেষপালক ও মেষপালিকা তোমার মধুরস্বর শ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে, অতএব আমিও তোমার চিত্তসুখকর শব্দ শুনিতে মানস করিয়াছি। ভীত হইবার আবশ্যক নাই, আমি তোমাকে খাইয়া ফেলিব না, একটি মাত্র গীত শুনাইয়া নিকুঞ্জে প্রস্থান কর। সঙ্গীত আমি বড় ভালবাসি, গুণ গুণ শব্দ শুনিলে সর্ব্বদাই আমার নিদ্রাকর্ষণ হয়। বিড়াল এইরূপ প্রস্তাব করণকালীন দুর্ব্বল বুলবুল বোঁস্তাটিকে পদনখর দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাবন করে, এবং এক এক বার বলিতে থাকে, গাওনা কেন, হানি কি? যাতনা দিলে সুস্বর কি বহির্গত হয়; হতভাগ্য পক্ষী কাতরধ্বনি ব্যতিরেকে আর কিছুই করিতে পারিল না, অজস্র অশ্রুবারি তাহার চক্ষু হইতে বিগলিত হইতে লাগিল। তখন বিড়াল তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া এই কথা বলিল, রে বুল বুল বোঁস্তা! এই গুণে কি তুই নিকুঞ্জ বনের জীব সকলের চিত্ত রঞ্জন করিস, তোর মত আমার শাবকগণও স্বরশক্তি প্রকাশ করিতে পারে।

এখন তোর দ্বারা আমার যেরূপ কর্ণসুখ যৎকিঞ্চিন্মাত্র হইল, সেইরূপ যৎকিঞ্চিৎ সুখাদ্য খাদ্য হইয়া উদরের তৃপ্তিকর হও। এই কথা বলিয়া নির্দ্দয় বিড়ালটা মনোহর পক্ষী বুল বুল বোঁস্তার প্রাণবধ করত, একেবারে গিলিয়া ফেলিল। বুলবুলবোঁস্তা যখন বিড়ালের পদতলে দলিত হয়, তখন তাহা হইতে সুস্বর শ্রবণের চেষ্টা করা আমাদের বৃথা চেষ্টা মাত্র।

—০—

বালক এবং কৃমি, অথবা বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড প্রায় আপনা আপনি হয়।

বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্নতার জন্য সতত আপনা আপনি দণ্ড পাইয়া থাকে; কৃমির গল্প পাঠ করিলে পাঠকগণের তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। একদা পল্লীগ্রামস্থ কোন উদ্যানে একটা কৃমি বাস করিত। ফলবান বৃক্ষের নিকটে তাহার বাসস্থান থাকাতে, তত্রত্য শুষ্ক পত্র ভক্ষণ করিয়া সে সুখে গ্রীষ্মকাল যাপন করিত। তাহার আচরণ দেখিয়া কৃষক সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, এস্থলে কৃমি যখন এমন সদ্ব্যবহার করিতেছে, তখন উদ্যানের যেস্থলে সমূহ ফলবান বৃক্ষ আছে, সেস্থলে উহাকে আশ্রয় দেওয়া বিধেয়। কৃষক যাহা বলিল তাহাই করিল। কৃমি বায়ু এবং বৃষ্টির ক্লেশ হইতে উদ্ধার হইয়া পত্র সমূহের অভ্যন্তরে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সূর্য্যোত্তাপে বাগানের আতা ফল সকল পাকিয়া উঠিল। চৌর্য্য দোষে

ভূষিত একজন বালক তন্মধ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট সুন্দর ফল অপহরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তথায় আইল বটে, কিন্তু বৃক্ষে আরোহণ করা তাহার সুসাধ্য হইল না, গুঁড়ী নাড়া দিয়া ফল পাড়ে হস্তে তাহার এমন বলও নাই, কি করে, গাছের তলায় বসিয়া নানা ভাবনা করিতে লাগিল। এমত সময়ে পূর্ব্বোক্ত কৃমি তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল, যদি তুমি আমাকে আতার কিয়দংশ দেহ, তবে আমি তোমাকে উহা প্রাপ্ত হওনের উপায় কবিয়া দি। বালক তাহাতে সম্মত হইল, কৃমি মন্দ মন্দ গমনে গাছের গুঁড়ী বহিয়া শাখায় অবরোহণ পূর্ব্বক ফলের বোঁটা কাটিয়া দিল। আতা ভূমিতলে পতিত হইলে, কৃমি তাহার কিয়দংশ লাভ করিতে আশা করিল বটে, কিন্তু সে আশা তাহার ফলবতী হইল না; পেটুক বালক তাহা পাইবামাত্র একেবারে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। তথাপি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া যখন তাহার অংশ প্রার্থনা করিল, তখন বালক ক্রোধভরে তাহাকে পদদলিত করিল। যথার্থ ন্যায়-বিচার হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল। কৃতঘ্নের কর্ম্ম করিতে গিয়া ফলের সঙ্গে সঙ্গে কৃমিরও প্রাণ বিনাশ হইল।

খেঁকশিয়াল বদান্যশীল হয়, যখন তাহাকে ব্যয় কিছু করিতে হয় না।

একদা তিনটি পক্ষি-শাবকের মাতৃবিয়োগ হওয়াতে শীতে ও ক্ষুধায় তাহারা জীবন্মৃত হইয়াছিল। এক

খেঁকশিয়াল তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া করুণারসে আর্দ্র হইয়া অশ্রুবারি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পক্ষীগণ, তোমাদের কি কঠিন হৃদয়, এই শাবক ত্রয়ের বিপদ দর্শনে যখন পাষাণও বিচলিত হয়, তখন তোমাদিগের অন্তঃকরণে একটু দয়া হইতেছে না! তোমরা প্রত্যেকে এক একটি শস্য এবং শৈবাল আনিয়া দিলে ইহারা পুনরায় জীবিত হইবে। হে কোকিল! তুমি যে পালক গুলিন পরিবর্ত্তন করিতেছ তাহা উহাদিগকে দেহ; হে কপোত! তুমি শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য আনিয়া ইহাদিগকে দেহ; হে ঘুঘু! তুমি কিছুক্ষণ আপন শাবককে পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগকে পোষণ কর; হে টুনটুনী ক্ষুদ্র মক্ষিকা এবং কীট ধরা তোমার পক্ষে সহজ ব্যাপার, তুমি তাহা আনিয়া দিয়া ইহাদিগের প্রাণ রক্ষা কর, হে বুলবুল বোঁস্তা তোমার স্বরে মোহিত না হয় এমন কোন জন্তুই নাই, মধুর সঙ্গীত গাইয়া তুমি ইহাদিগের নিদ্রাকর্ষণ করাও। আমাদিগের অন্তঃকরণ যে দয়াতে পূর্ণ, তাহা এখন এইরূপে আমাদের প্রকাশ করা উচিত। শৃগাল যখন এইরূপ বাক্য-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছিল, তখন শাবকগণ ক্ষুধার জ্বালায় অতিমাত্র কাতর হইয়া নীড়ে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল, যেমন করিল অমনি ভূমিতে পড়িয়া গেল। পড়িবামাত্র, ধূর্ত্ত শৃগাল কাল বিলম্ব করিল না, অমনি তাহাদিগকে মুখে ধরিয়া একেবারে গিলিয়া ফেলিল। তাহাতে দয়া এবং আহারাভাবে তাহারা নিতান্ত যে দুঃখ পাইতেছিল, সে অভাব এখন দূরীকৃত হইল।

ধর্ম্মপ্রচারক যে সকল ব্যক্তি পরের টাকাতে দরিদ্রকে ভিক্ষা দান করে, এবং দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিয়া বেড়ায় ; কিন্তু আপনারা নিজে একটি পয়সা কাহাকেও দেয় না, তাহাদিগকে বকা-ধার্ম্মিক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ?

মাকড়সা ও মৌমাছি, অথবা অকর্ম্মণ্য বুদ্ধিকৌশল।

একদিন একজন বণিক বিক্রয় করিবার নিমিত্ত হটে উত্তমোত্তম বস্ত্র লইয়া গেল, লোকের বিশেষ প্রয়োজনীয় হওয়াতে উহা শীঘ্র বিক্রীত হইল। তদ্দর্শনে একটা মাকড়সার ঈর্ষার আর পরিসীমা রহিল না, সে বণিককে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিল, আমার বুনা কাপড়ের কাছে তোমার ও কাপড় কিছুই নয়, আমি কি উৎপাদন করিতে পারি কল্য তোমাকে দেখাইব। এই কথা বলিয়া মাকড়সা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া প্রতিবাসী একজন গৃহস্থের ছাদের নিম্নভাগে পরম সুন্দর একখানি জাল নির্ম্মাণ করিল। কর্ম্ম সমাপন হইলে, সে অরুণোদয়কালের অপেক্ষাতে তথায় বসিয়া রহিল, আশা করিল প্রাতঃকালে বহুসংখ্যক ক্রেতা ইহা ক্রয় করিতে আসিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে আশা তাহার ফলবতী হইল না, অরুণোদয় হইতে না হইতে মেথর আসিয়া ঝাঁটা দ্বারা উহা ঝাঁটাইয়া, মাকড়সা

শুদ্ধ জালখানি পাঁশগাদায় ফেলিয়া দিল। তখন সে সক্রোধে মনোগতভাব এইরূপে প্রকাশ করিল, রে অকৃতজ্ঞ জগতের লোক সকল! আমার সূতা যে অতিশয় লঘু এবং বুনন কৌশল যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম; ইহা তোরা চক্ষে একবার দৃষ্টি করিলি না। এই কথা শুনিয়া একটি মৌমাছি তাহাকে বলিল ভাই! যে কথা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে, মানবচক্ষে তোমার সূত্র যে আশ্চর্য্য বস্তু তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বলদেখি, নগরস্থ লোকদিগকে বস্ত্র পরিধান করান বিষয়ে উহা যথেষ্ট উষ্ণ হয় কি না। তোমার নৈপুণ্যশক্তির বিশেষ ত্রুটি এই, যে, সার্থক উপকারক কর্ম্মণ্য অভিপ্রেত ইহাতে সিদ্ধ কোন মতেই হয় না।

কৃষক ও সর্প, অথবা বাহ্য পরিবর্ত্তনে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

শীতকালে একদিন একটা সর্প কোন কৃষকের কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে এই কথা বলিতে লাগিল, "বন্ধো! হিংসা-বৃত্তি মহাপাপ জানিয়া আমি তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। আইস তোমায় আমায় এক্ষণে বন্ধুত্ব ভাব করি, বিগত বসন্ত কালে আমি পরিবর্ত্তিত হইয়াছি, আমার পুরাতন চর্ম্ম অতি দূরে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।" কৃষক বলিল, "হাঁ তা হইতে পারে বটে, কিন্তু তোমাকে যে বিশ্বাস করে সে ত্রিগুণ মূর্খ। কারণ তুমি আপনার চর্ম্ম পরিবর্ত্ত

করিয়াছ, অন্তর পরিবর্ত্ত কর নাই।” এই কথা বলিয়া সে কুড়ালী দ্বারা সর্পের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

পুরাতন সংমার্জনী, অথবা মূর্খ টীকাকার।

এক দিন এক মদ্যপ ভৃত্য পুরাতন মলিন কাদা-লাগা ঝাঁটার পদোন্নতি করিয়া, প্রভুর বস্ত্র পরিস্কার করণ কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিল। তাহাতে ঝাঁটার অহঙ্কারের আর সীমা রহিল না, শস্যে যেরূপ আঘাত করিয়া বীজ সংগ্রহ করে, সে সেইরূপে তাহার প্রভুর বনাতের চাপকান পরিষ্কার করিতে লাগিল। কিন্তু ঝাঁটাগাছটা কাদাতে পরিলিপ্ত থাকাতে, চাপকানটি যত সে ঘর্ষণ করিতে লাগিল ততই তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো মলিন হইল। নির্ব্বোধ টীকাকারেরা টীকা লিখিতে গিয়া অনেকবার মূল গ্রন্থকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া ফেলে।

—o—

কোকিল এবং উৎক্রোশ পক্ষী, অথবা ক্ষমতা-বিহীন পদ-মর্য্যাদা।

একদা এক উৎক্রোশ পক্ষী অহুঙ্কারী কোকিলকে বুলবুল বোঁস্তার স্বর সংশোধনের ভার প্রদান করিল। কোকিল ইহাতে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া এক

বৃক্ষ-শাখায় বসিল, এবং কুঞ্জবনের অপর গায়ক পক্ষী-দিগকে মোহিত করিবার নিমিত্ত, আপন স্বরশক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন পক্ষী তাহার কুহুধ্বনি শুনিতে কর্ণপাত করিল না। সকলেই ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। কোকিল ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, রাজা উৎক্রোশের নিকট গমন করত, অভিযোগ করিয়া কহিল, "মহারাজ! আপনকার সদিচ্ছা এবং ব্যবস্থানুসারে বুলবুল বোঁস্তার পদে আমি উন্নত হইয়াছি বটে, কিন্তু অপর পক্ষীগণ আমার গীত শুনিয়া আমাকে হাস্য পরি-হাস করে"। উৎক্রোশ প্রত্যুত্তর করিল, বন্ধো! আমি রাজা বটি, কিন্তু ঈশ্বর নই। কোকিল, বুল বুল বোঁস্তার পদ প্রার্থনা করিলে আমি সে কর্ম্মটি তাহাকে দিতে পারি বটে, কিন্তু যে স্বাভাবিক শক্তি সে পদের বিশেষ উপযোগিনী হয়, তাহা প্রদান করণে আমার কোন ক্ষমতা নাই।

জলপ্রপাত এবং প্রস্রবণ, অথবা কলরব শূন্য ব্যবহার্য্যতা।

একদা এক পর্ব্বতের প্রান্তভাগ দিয়া এক জল-প্রপাত বহু কলরবে বহিয়া যাইতেছিল; তাহার নিম্ন-ভাগে একটি প্রস্রবণ চক্ষুর অদৃশ্য ছিল। জানপদ বর্গের স্বাস্থ্য, বিধান ও বলাধান করণ উৎসের মুখ্য ব্রত হওয়াতে, বহু লোক তাহার জল লইতে আসিত। তদ্দর্শনে নির্ঝরের ঈর্ষা উদ্রেক হওয়াতে, সে উৎসকে

সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিল, প্রস্তি-বাসিন্! কল কল ধ্বনি করিয়া আমি অতি জাঁক জমকে যাই, তথাপি আমাকে অত্যল্প লোকে দেখিতে আসিয়া থাকে। তুমি নিঃশব্দে আমার অধোভাগে অবস্থিতি করিতেছ, বহু-সঙ্খ্যক লোক তথাপি তোমার নিকটে আইসে, এত বড় আশ্চর্য্য বিষয়! ইহার কারণ কি তা বল। প্রস্রবণ উত্তর করিল, কেন কেন, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, তোমার দ্বারা যে লোকেরা বধির ও অজ্ঞান হয়, আমি তাহাদিগকে সচেতন করিয়া সুস্থ-শরীর করি।

সিংহ এবং তদমাত্যবর্গ, অথবা দরিদ্রই ধনীকে বস্ত্র পরিধান করায়।

একবার পশুরাজ সিংহের একটি কোমল শয্যার প্রয়োজন হইলে, সে উষ্ণ বস্ত্র পরিহিত ব্যাঘ্র ভল্লূক প্রভৃতি ভদ্র অমাত্য বর্গকে আহ্বান করিয়া কহিল, বন্ধুগণ! আমার একটি কোমল শয্যার আবশ্যক হইয়াছে, কি প্রকারে তাহা লাভ হয় তৎপরামর্শ বল। তাহারা একেবারে প্রত্যুত্তর করিল, মহারাজ! এজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, আপনি চাহিলে শুদ্ধ লোম কি, চর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রদান না করে, এমন মেষপালই নাই। এতদ্ভিন্ন লোমাবৃত ছাগ ও হরিণ যথেষ্ট আছে, তাহাদিগেরও দ্বারা আপনকার মানস পূর্ণ হইতে পারে। এই কথা বলিয়া ব্যগ্রতা সহকারে তাহারা

কার্য্য আরম্ভ করিল, সিংহ তাহাদের ঔৎসুক্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল। আহা! দুর্ব্বল জন্তুদিগের উপরে পড়িয়া তাহারা শীঘ্র শীঘ্র তাহাদিগের লোম কর্ত্তন করিতে লাগিল; যাহাদিগের পশম নাই কেবল ঊর্ণা আছে, তাহারা তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিল না। ঐ হতভাগ্যেরা সিংহের অভাব সংপূরণ করিয়া না হয় নিষ্কৃতি পাউক, আহা! তাহাদের মুক্তি পদ পাইবার যো কি! এই ঘটনায় সিংহের অমাত্য এবং পারিষদ বর্গকেও প্রচুর প্রমাণে তাহাদিগকে গাত্রলোম দিতে হইল।

—০—

কৃষক ও সর্প, অথবা অসৎ সংসর্গ করা অবিধেয়।

যেরূপ সংসর্গ করে মনুষ্য জনসমাজে তদনুরূপ নান্য গণ্য হয়। একদা এক কৃষক এক সর্পের সহিত সৌহার্দ্দ করিলে, সর্প তাহার বাটীতে বাস করিয়া তাহার সহিত এক সঙ্গে ভোজন পান করিতে লাগিল। ফণি-বরের প্রতি কৃষকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু থাকিলে কি হয়, তাহার কুটুম্ব ও আত্মীয়গণ আর তাহার বাটীতে আসিত না, সকলেই তাহাকে পরি-ত্যাগ করিয়াছিল। তাহাতে সে অসন্তোষ প্রকাশ করত এক দিন তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিল, তোমরা আমাকে কি জন্যে পরিত্যাগ করিলা? আমার স্ত্রী কি তোমাদিগকে কোন অবমাননের কথা কহিয়াছে?

আমার বাটীতে বিশেষ সমাদৃত ও অভ্যর্থিত হইয়া তোমরা কি ভোজন পানাদি কর নাই? তাহারা সকলেই বলিল, প্রতিবাসিন্ বন্ধো রামদাস! তোমার বাটীতে এক দিনও আমরা অবমানিত হয় নাই, আমরা সকলেই তোমাকে ভাল বাসি, তোমার প্রতিষ্ঠা যথা তথা করিয়া থাকি; তুমি সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি দয়ালুভাব প্রকাশ করিয়াছ। কিন্তু ভাই! সত্য যদিও অপ্রিয় হয়, তথাপি তাহা নিঃসংশয়ে স্পষ্টরূপে বলা বন্ধুর কর্ম্ম হইয়া থাকে। তোমার বাটীতে গিয়া এমন কি আমরা আর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি না। বৈঠকখানায় বসিতে না বসিতে তোমার সহবাসী সর্পবন্ধুর ভয়ে আমাদের শরীর, কম্পিত হইতে থাকে, সে তক্তপোসের নিম্নভাগে গুড়ী মারিয়া আসিয়া পাছে আমাদের পদে দংশন করে, এ আশঙ্কায় প্রাণ আমাদের ব্যাকুলিত হয়।

নেকড়িয়া ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক মেষের বিচার, অথবা যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক।

একদা এক গৃহস্থ, পশ্চাল্লিখিত দোষে দোষী করিয়া বিচারার্থ এক মেষকে, বিচারক নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে ঐ গৃহস্থের দুইটি কুক্কুট পাওয়া যায় নাই; কে মারিয়াছে যদিও নিশ্চিত নাই, তথাপি উঠানের মধ্যে মেষ যেখানে শয়ন করিয়াছিল, সেইখানে তাহাদের কয়েকখান

অস্থি ও পালক পাওয়া গিয়াছে। বাদী এই অভিযোগ করিলে, প্রতিবাদী প্রত্যুত্তর করিল, ধর্ম্মাবতার! আমি কিছুই জানি না, সমস্ত রাত্রি নিদ্রিত ছিলাম, আমার সুধীর ও শান্ত স্বভাব বিষয়ে আমার প্রতিবাসীগণ সাক্ষ্য প্রদান করিবে, এতদ্ব্যতীত আমি মাংস খাই না, কুক্কুট মারিয়া আমার ফল কি? তখন ফরিয়াদির উকীল শৃগাল দাঁড়াইয়া কহিল, সুবিচারক মহাশয়! মেষের কথায় বিশ্বাস করিবেন না, চিরকালই উহারা মিথ্যাবাদী, ও ব্যক্তি নির্দ্দোষিতার যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছে সে সকলই অগ্রাহ্য। কুক্কুট-মাংস মুখরোচক অতি কোমল মাংস, তাহার পালক, ও অস্থি যখন উহার শয়ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে, তখন ও যে তাহাদের হন্তা তার আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব মেষকে বধ করিয়া সুবিচারের মূল্যস্বরূপ আপনি উহার সমুদায় মাংস লউন, এবং অপকারের প্রতিকারার্থ ক্ষতিপূরণ রূপে ফরিয়াদীকে উহার চর্ম্ম প্রদান করুন। বিচারক নেকড়িয়ার মনের মত কথা হইয়াছিল, অতএব সে শৃগালের সিদ্ধান্তেই বিচার সিদ্ধান্ত করিল।

—o—

সিংহ এবং নেকড়িয়া বাঘ, অথবা যুবকদিগের অনুকরণ করা বৃদ্ধের উচিত নহে।

একদিন এক সিংহ এক মেষশাবকের মাংস খাইতেছিল। প্রিয়দর্শন একটি কুক্কুর-শাবক আস্তে আস্তে

তাহার নিকটে আসিয়া তাহার একখণ্ড আহার করিল, সিংহ তাহাকে একটি কথাও বলিল না। তাহা দেখিয়া একটা নেকড়িয়া বাঘ মনে মনে বলিতে লাগিল, সিংহের সাহস কিছুমাত্র নাই, থাকিলে সে অবশ্যই কুক্কুরের দণ্ড বিধান করিত। এই স্থির করণানন্তর সে সত্বর গমন করত সিংহের খাদ্য মেষশাবকের খানিকটা কামড়াইয়া ধরিল। তদ্দৃষ্টে সিংহ গাত্রোত্থান করত একেবারে তাহাকে ধরিল, এবং তাহার শরীর খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, দ্বিতীয় ভোজনের নিমিত্ত যত্নে তুলিয়া রাখিয়া দিল। প্রাণ বধ করণ কালীন সিংহ নেকড়িয়াকে এই কথা বলিয়াছিল, কুক্কুর শাবকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা যায়, বৃদ্ধ নেকড়িয়া সে ব্যবহারের যোগ্য পাত্র কদাচ হয় না।

—৪৪৪৪—

উৎক্রোশ পক্ষী এবং ছুঁচা, অথবা সামান্য অবস্থার লোক সতর্ক করিলে তাহা ঘৃণা করা উচিত নয়।

একবার এক উৎক্রোশ পক্ষী নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক শত বৎসরের দেবদারু বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, বাসা নির্ম্মিত হইলে আমার শাবকগণ ইহাতে প্রতিপালিত ও বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইবে, আমি ইহাতে বাস করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে অতিবাহিত করিব। ঐ বৃক্ষতল বাসী একটা ছুঁচা ইহা অবলোকন

করিয়া উৎক্রোশের নিকট আগমন করত বিনয়-নম্র বচনে কহিতে লাগিল, মহাশয়! এস্থান হইতে প্রস্থান করুন, অনেক কালের প্রাচীন বৃক্ষ, ইহার গুঁড়ী অসার হইয়া পচিয়া গিয়াছে। এই কথা শ্রবণে উৎক্রোশ সক্রোধে কহিল, আমি অত্যুচ্চ শূন্যমার্গে উঠিয়া সূর্য্য-মণ্ডল পর্য্যন্ত দর্শন করি, একটা অন্ধ জন্তু আমার কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাকে হিতবাক্য শুনায়, এতো সামান্য আস্পর্দ্ধা নহে। অতএব সে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া ছুঁচার পরামর্শ অগ্রাহ্য করত নীড় নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। দিন কয়েক কোন ব্যাঘাত ঘটিল না, বাসায় শাবক উৎপন্ন হইল, সকলই ভালরূপ চলিতে লাগিল। একদিন উৎক্রোশ শাবকদিগের জন্য উত্তম খাদ্য আহরণ করিয়া আনয়ন করিতেছে, দেখিল, মূল শুদ্ধ দেবদারু গাছটি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার শাবক-গুলি, মাতার সহিত মৃতাবস্থায় ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাহার ক্ষোভ শোকের আর পরিসীমা রহিল না, সে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় বোধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন ছুঁচা আপন গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া বিনীত-ভাবে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল, মহাশয়! এখন দুঃখ ক্ষোভ করিলে কি হইবে? সত্য সত্যই আমরা ভূগর্ভে বাস করি বটে, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, ভূতলবাসী সামান্য লোকে যে সকল বিষয় চক্ষে দেখিতে পায়, অত্যুচ্চবাসী লোকদিগের তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

ব্রাহ্মণ, অথবা ভূতের যাহা প্রাপ্য তাহা ভূতকে প্রদান কর।

একদা বারাণসীতীর্থে এক জন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া এক মঠে বাস করিতেন, তিনি বাহ্যে যেরূপ আপনাকে ধর্ম্মশীল দেখাইতেন, কার্য্যে সেরূপ ছিলেন না। তাঁহার সহবাসী মঠের অপর সন্ন্যাসীরা হিন্দু-ধর্ম্ম-মতানুসারে প্রকৃত ধর্ম্ম-পরায়ণ লোক ছিলেন, আর মঠাধ্যক্ষ গোসাঞীজী মহাশয় দৃঢ়-বিশ্বাসী সাত্ত্বিক হিন্দু হওয়াতে, তাঁহার সমক্ষে হিন্দু মতের বিপরীত কার্য্য একটিও হইতে পারিত না। গৃহস্থাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকে মৎস্য মাংস আহার করিতে নাই। ব্রাহ্মণ তদ্বিপরীত কর্ম্ম করিয়া, এক দিন রাত্রিকালে একটি হাঁসের ডিম্ব প্রদীপের শিখায় পোড়াইয়া সিদ্ধ করিতে ছিলেন। আর, ইটি, গুরু গোস্বামী মতের অতিক্রান্ত কর্ম্ম হইতেছে, মনে মনে এই আন্দোলন করিয়া তিনি হাস্য করিতেছিলেন। এমত সময়ে গোসাঞীজীর বাস-গৃহের দ্বার হঠাৎ উদ্ঘাটিত হইল, তিনি একেবারে ব্রাহ্মণ-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। প্রদীপের শিখায় ডিম্ব দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না। তিনি বজ্রশব্দের ন্যায় রাম! রাম! শব্দ করিয়া, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কি মহাপাতকের কর্ম্ম! বলিয়া উঠিলেন। পরে রাগ কিছু শাম্য হইলে, তিনি ব্রাহ্মণকে কহিলেন, রে বৎস! তোর এ কি কর্ম্ম! ব্রাহ্মণ সভয়ে কর যোড়-পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর

করিল, মহাশয়! ক্ষমা করুন, এ যে কি ব্যাপার আমি তাহার কিছুই জানি না; বোধ হয় ভূতে আমাকে মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া একর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। এই কথা বলিবা মাত্র একটা প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ভূত রন্ধনশালা হইতে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করত উচ্চৈঃস্বরে কহিল, রে দুরাত্মন! স্বয়ং কুকার্য্য করিয়া ভূতের প্রতি দোষারোপ করিতে তোর কি লজ্জা হইল না, কিরূপে দীপশিখায় ডিম্ব সিদ্ধ করে আমি জন্মাবচ্ছিন্নে জানিতাম না, উহা তো এখনি তোর কাছে শিখিলাম।

বিড়াল-শাবক ও শালিক, অথবা কুপরামর্শ দিলে নিজের অনিষ্টোৎপত্তি হয়।

একদা এক গৃহস্থের বাটীতে একটি শালিক পক্ষী ছিল, বুল-বুল বোঁস্তার ন্যায় মধুর স্বরে সে গান করিতে পারিত না বটে, কিন্তু সে সুচতুর আর বাকপটুতা শক্তি তাহার বিলক্ষণ ছিল। ঐ গৃহস্থের বাটীতে একটি বিড়াল-শাবক থাকাতে শালিকের সহিত তাহার বড়ই সদ্ভাব হইয়াছিল। এক দিন বিড়াল-শাবকটি সমস্ত দিন কিছু আহার করিতে পায় নাই, ক্ষুধায় কাতর হইয়া সে মিউ মিউ শব্দ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে, শালিকের অন্তঃকরণে করুণা সঞ্চার হইলে, সে তাহাকে কহিল, ভাই! বিপদে কাতর হইতে নাই, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপদ

সহ্য করিতে হয়। কিন্তু একটি কথা আছে, ঐ যে পিঞ্জরস্থ হরিদ্রাবর্ণ পাখীটি দেখিতেছ, তুমি উহার মাংস খাইয়া কি ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পার না? বোধ হয় সদসৎ বিবেক শক্তিতে এ কর্ম্ম করণে তোমার সংশয় জন্মায়, কিন্তু ওটি অনর্থক বাক্য মাত্র। কথায় বলে, "চাচা আপনা বাঁচা, আত্ম রেখে ধর্ম্ম, তবে পিতৃ পুরুষের কর্ম্ম"। এইরূপ অনেক ক্ষণ তর্ক করিয়া শালিক বিড়ালশাবকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিল, যে, প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত পীতবর্ণ পাখীটিকে মারিলে তাহার অধর্ম্ম নাই। বিড়ালশাবকও মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মত হইল। অতঃপর সে লাফ দিয়া উঠিয়া খাঁচা শুদ্ধ হলুদে পাখিটিকে ভুমিতে ফেলিয়া দিল, পরে পিঞ্জর ভগ্ন করত তাহার মাংস ভোজন করিল। কিন্তু অতি-ক্ষুদ্র পীতবর্ণ পক্ষীর মাংসে তাহার কি হইবে, বরং ঐ অকিঞ্চিৎকর খাদ্য খাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার ক্ষুধা প্রবলতর হইল। এখন অধিক খাদ্যের প্রয়োজন, শালিক আপনিই উপদেশ দিয়াছিল, যে, ক্ষুধা নিবারণ হেতু প্রাণি-বধে পাতক নাই, অতএব সে আস্তে আস্তে সেই বড় পক্ষী শালিকের পিঞ্জরের নিকটে গিয়া তাহাকে নষ্ট করত আপন উদর পূর্ণ করিল। দেখ, কুপরামর্শ দিয়া শালিক নিজে নিহত হইল।

বিচারক নেকড়িয়াবাঘ, অথবা জমীদার মাজিষ্টর হইলে প্রজার রক্ষা নাই।

একবার একটা নেকড়িয়া বাঘ মেষপালের রক্ষক-পদে মনোনীত হইতে অভিলাষী হইলে, তাহার বন্ধু খেঁকশিয়াল গোপনে সিংহীর নিকট যাইয়া ব্যাঘ্রকে উক্ত পদ দিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিল, কিন্তু সন্দেহ প্রযুক্ত নেকড়িয়াকে সে পদ প্রদানে সিংহী সম্মতা হইল না। যাহাহউক, অনেক বিবেচনা করিয়া কয়েকদিনের পর সিংহ আদেশ করিল, যে, অনতিকাল মধ্যে এই অরণ্যে সমুদায় পশু সংমিলিত হইয়া একটি সভা স্থাপন করিবে, সেই সভায় নেকড়িয়ারা আপনাদের যাহা বক্তব্য তাহা প্রকাশ্য-রূপে বলিবে। রাজ আজ্ঞানুসারে সভাতে পশু সকল আগত হইলে, নেকড়িয়াকে মেষরক্ষক পদে নিযুক্ত করা বিধেয় কি না? এই প্রস্তাব হইল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর সভা স্থির করিল, যে, পদ-মর্য্যাদানুসারে পদ প্রদান করা হইবে, অতএব অনেকের সম্মতিতে নেকড়িয়াই সে পদের যথার্থ যোগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই বার্ত্তা শ্রবণে মেষগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, কি! এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু থাকিলে কি হয়, সভাতে কোন কথা বলিতে তাহাদের ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং তাহাদের মনের কথা মনেই রহিল।

কৃত্রিম পুষ্প, অথবা স্বাভাবিক নৈপুণ্য এবং সংশোধনকারী বিবেচক।

একদা এক রাজবাটীর জানালায় কতক গুলী কৃত্রিম পুষ্প স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাদের বর্ণ অতি মনোরম, সৌন্দর্য্যের ছটাতে তাহারা চক্ষের পাপ দূর করিতেছিল। এক দিন হঠাৎ জল ঝড় উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা যে লোহার তারে আবদ্ধ ছিল, তাহায় মড়িচা পড়িয়া গেল, পথের ধূলা উড়িয়া তাহাদিগের মনোহর বর্ণকে বিবর্ণ করিল, তাহাদের রূপের ছটা আর কিছুমাত্র রহিল না। তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, প্রাণ যায়, আমরা গেলাম, আমাদের যে অপকার করিল তার সর্ব্বনাশ হউক। কিন্তু দেখ! ঝটিকা দ্বারা দেশের বায়ু সুপরিষ্কৃত হইয়া সুশীতল হইল। বৃষ্টি দ্বারা স্বভাবের শুষ্ক দেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল। তাহাতে উদ্যানের পুষ্প সকল প্রাকৃতিক মনোহর শোভা ও সৌরভ বিস্তৃত করিয়া প্রস্ফুটিত হইল, তাহাদিগের সদ্‌গন্ধে চারি দিক আমোদিত হইতে লাগিল। আহা! সৌন্দর্য্য বিহীন হওয়াতে কৃত্রিম পুষ্প সকলের দুঃখের আর সীমা রহিল না, দশ দিন পরে রাজবাটীর ভৃত্যেরা তাহাদিগকে লইয়া জঞ্জাল-রাশির উপর নিক্ষেপ করিল।

বনপুষ্প, অথবা ছোট বড় সকলের উপর সমদৃষ্টি করা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য।

একবার একটি বনপুষ্প, প্রিয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। হঠাৎ সে পীড়িত হওয়াতে শুষ্ক হইয়া গেল, তাহার উন্নত মস্তক ভূমিতলে অবনত হইয়া পড়িল। তাহাতে সে মলয়-বায়ুকে সম্ভাষণ করিয়া চুপে চুপে বলিতে লাগিল, ভাই! বসন্তকালের দৈনিক আলোকের ন্যায় যদি আমি এস্থলে আলোক প্রাপ্ত হই, যে গৌরবান্বিত সূর্য্য দিঙ্মণ্ডল ও বিচরণ ভূমি দীপ্যমান করেন, সে সূর্য্যের করুণা দৃষ্টি যদি আমার উপর হয়, তবে আমি সজীব হইয়া পুনরায় পত্র পুষ্প ধারণ করিতে পারি। একটা গোবরিয়া পোকা গোপনে বনপুষ্পের এই সকল কথা শুনিয়া বলিতে লাগিল, প্রিয় বন্ধো! তুমি কি নির্ব্বোধ, তুমি কি বোধ কর তোমার তত্ত্বাবধান, এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে তুমি কিরূপ থাক তৎপর্য্যবেক্ষণ, এই দুই কর্ম্ম ব্যতিরেকে সূর্য্যের আর কোন কর্ম্ম নাই। তুমি বর্দ্ধিত বা শুষ্ক হইতেছ, তুমি মুকুলিত বা প্রস্ফুটিত হইতেছ, তুমি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট আছ, এ সব বিষয়ের সংবাদ লইতে তাঁহার অবকাশও নাই এবং ইচ্ছাও নাই। এই জন্যেই বলি তুমি সূর্য্যদেবের কথা কহিও না। তোমার অল্প জ্ঞান ও অল্প বুদ্ধি, আমার মত যদি তুমি দূরে যাইতে পারিতে, পৃথিবীর জ্ঞান যদি তোমার আর

কিছু অধিক থাকিত, তবে দেখিতে পাইতে, ময়দান* শস্য-ক্ষেত্র এবং বিচরণ ভূমি প্রভৃতি যে সকল বস্তু আমাদিগের ধন ও সৌভাগ্য বিস্তার করে, সে সকলই সূর্য্যের অধীন। কারণ অত্যুচ্চ দেবদারু এবং প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সকল, তাঁহার উষ্ণ কিরণ দ্বারাই সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, রাত্রি কালে পুষ্প সকল যে সুবর্ণে শোভিত এবং সদ্‌গন্ধ-যুক্ত হয়, সে কেবল তাঁহারই দ্বারা হয়। পৃথিবীতে পুষ্প এত মনোরম পদার্থ কেন? কি জন্য উহার গুণানুবাদ লোকে মুক্ত কণ্ঠে করে? কাল করাল বদন ব্যাদান করিয়া জগতের সমস্ত বস্তুকে ধ্বংস করে, কিন্তু পুষ্প ধ্বংস করিবার সময় তাহার এত দুঃখ হয় কেন? সুবর্ণ ও সৌরভ ইহার মুখ্য কারণ। কিন্তু বনপুষ্প! না আছে তোমার সৌন্দর্য্য, না আছে তোমার সৌরভ, কোন গুণে তুমি সূর্য্যের প্রসন্নতা লাভের প্রত্যাশা করিতে পার? এই জন্যই বলি, তুমি তদ্বিরুদ্ধে একটি মাত্র অসন্তোষের কথা কহিও না। আমার কথায় বিশ্বাস কর, তিনি যখন তোমার উপরে কিছু মাত্র কিরণ প্রদান করিতেছেন না, তখন তুমি তৎপ্রভার কথা কহিয়া কি জন্য তাঁহাকে ত্যক্ত বিরক্ত কর? অতএব নিঃশব্দে শুষ্ক দেহ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করা তোমার উচিত হইয়াছে। গোবরিয়া পোকা বনপুষ্পকে এইরূপ বলিতেছে, এমত সময়ে দিবাকর সমস্ত প্রাকৃতিক পদার্থকে আলোক প্রদান করণার্থ সমুজ্জ্বল প্রভার সহিত উদিতবান্ হইলেন। তাহাতে কি অরণ্য কি উদ্যান কি ক্ষেত্র, সকল স্থানের সকল

প্রকার বৃক্ষ লতাদির উপরে তাঁহার কিরণ পতিত হইল, সকলেই সজীব ও সতেজ হইয়া উঠিল। রাত্রি-কালের শিশির পতনে যে সকল শস্যের ফুল ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকেও পুনর্ব্বার প্রফুল্ল ও সজীব করিয়া তুলিলেন।

সূর্য্য যেরূপ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অবধি সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত, সকল প্রকার উদ্ভিজ্জে ও সকল প্রকার পুষ্পেই সমভাবে আপন সুনির্ম্মল জ্যোতি প্রদান করেন; সেইরূপ কি ভদ্র কি অভদ্র কি ধনী কি নির্ধন, সকলের হিত চেষ্টা এবং সকলের প্রতি সম দৃষ্টি করা উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য হয়।

সমাপ্ত।

—o—

৫৮।৫ অপর সর্কিউলার রোড। গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।